



# সতী মালাবতী ।

প্রথম সংস্করণ ।

রাম রোহিম না জুদা করো, দিলমে সাঁচ্চা রহো ।  
হাঁজি হাঁজি কব্তে বহো, তুনিয়া দারি দেখো ॥”

শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত  
( প্রণীত ) .

কলকাত্তা ।

: ১৩৩০

মূল্য ১/ টাকা ।

---

Printed by B. B. Chakravarty.  
Lakshmibilas Electric Printing Works,  
11, Narikel Bagan Lane, CALCUTTA.

---

## শক্তি স্তোত্র ।

প্রণমী মা শৈল স্রুতে, শশাক ববণি  
জগদ্ধাত্রী জগন্মতা জগন্ময়ী তুমি  
ব্রহ্মময়ী সনাতনি ও মা ত্রিনয়নী  
কেমনে কবিব পূজা অজ্ঞান যে আমি ॥  
ইচ্ছাময়ী তাবা তুমি—ভব দুখ হরা  
সারাৎসারা পরাৎপরা তুমি মহামায়া  
পদ্মাসনা পদ্মালয়া তুমি ভব দ্বাৰা  
গিরীশে দেগমা তাবা দেগো পদছায়া ॥  
দানব দলনি ও গো মৃত্যুঞ্জয় জায়া  
মহিষ মর্দিনী তুমি অশ্বর নাশিনী  
শাকন্তবী দিগম্বরী—ভ্রামরী অভয়া  
গিবীশে কর মা দয়া ও গো ভববাণী ॥  
জানিনা মা কেন হল এত আকিঞ্চন  
ভব শক্তি গুণ গাথা করিতে বচনা  
গিবীচূড়া লজ্জিবারে পঙ্কুর মনন  
কৃপা কবি গিরীশের পুরা মা বাসনা ॥  
এ হেন হরাশা মনে কেন মা আমার  
কোথা হতে কে আমাবে দিল হেন আশা,  
শক্তি সিদ্ধ উত্তরিতে দিয়ে মা সঁতার  
গিরীশে দেগো মা তাঁরা দেগমা ভবসা ।

( ওমা ) বন্ধু সবে বলে মৌরে—নাস্তিক প্রধান

তবে কেন মনে পড়ে সদা দুর্গানাম

তবে কেন লাগে কর্ণে সুধাব সমান

ওমা দুর্গে তোব ওই মধুমাখা নাম ।

যখনি রচিত যাই তব গুণ গাথা

তখনি গো মা আমার চক্ষে আসে জল

লেখনি না চলে আব, প্রাণে পাই ব্যথা

অশ্রুজল বিনা মোব কি আছে মা বল ॥

আমি যে মা তব মস্ত্রে হইছি দীক্ষিত

সাকারা ভাবি মা তোবে তুই নিবাকারা

পাশ্চাত্য শিক্ষায় আমি নহি মা শিক্ষিত

চবণ ভাবিমা তোব হোরে আস্থাহাবা ।

দেগোমা দেগোমা দুর্গে, দেগো শক্তি মোবে

প্রাণ ভোবে গাইতে সে মধুমাখা নাম

যে নাম স্মরিলে মোর, সধা আঁধি হবে

আমর জড়িত তোর সেই দুর্গা নাম ।

দে গোমা, দে গোমা মোবে, দে গোমা পাষণী

ভক্তি সুধা ঢেলে দেমা পাষণ জন্মরে

পাষণ জন্মর মোব ওগো জিনয়নী ।

গিরীশে কর মা দয়া পদছায়া দিরে ॥

লেখরে লেখনি মোর শক্তি গুণ গাথা

প্রাণ ভরে গাও প্রাণ মধুমাখা নাম

তার নাম, দুর্গানাম, বাহে আছে গাঁথা

গিরীশের বড়শ্রিয় হয় দুর্গা নাম ।

ঐগিরীশচন্দ্র দত্ত

## উৎসর্গ ।

শ্রীবৃন্দাবনচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ।

কাশীপুর কলিকাতা ।

ভাই বৃন্দাবন !

বাল্য বন্ধু তুমি হে আমার,  
আশৈশব আমরা দুজনে থাকি একত্রেতে,  
বিমল আনন্দে কাটায়েছি কাল ।  
দুজনে দুইজনার হইয়ে সহায়, উপেক্ষিয়া ছয় রিপূর  
নানা প্রলোভন, ফাঁকি দিয়া যৌবন কালেবে,  
সহ্য করি সংসারের সুখ দুঃখ কত ;  
হাস্ত পবি হাসে প্রোঢ় বস্থা করি অতিক্রম ;  
প্রায় বার্লুকো উপস্থিত মোরা দুই জনে ।  
ভাই মনে পড়ে ; একদিন তোমা'রি বাড়িতে বসে,  
গুনেছিলাম তব মুখে, গেয়ে ছিলে তুমি,  
তোমা'র সে মধুর কণ্ঠে, সঙ্গীত শ্রান্তেতে  
যে ভাই হও বিজ্ঞ তুমি ।  
“যদি জন্মে জন্মে তরে জীব নিজ কৰ্ম্ম ফলে,  
তবে তারা কোন্ দলিলে নিস্তারিণী নাম ধরিলে ?”  
গুনি তব মুখে সেই গান, সংসারের ভীষণ চক্রে  
মর্দিত মানস আমার, পড়ি ভাবনা সাগরাবর্তে  
ডুবিব অতল জলে । থাকিয়ে সংসারে, বদ্ধ হোয়ে  
ঘোর মায়া জালে, হেন কি কৰ্ম্ম করেছি আমি,  
যাহে ত্রাণ পাব শেষের সে দিনে ।  
তবে কি ন্যহিক দলিল মায়ে'র আমার, নিস্তারিণী  
নাম ধরিবারে ? এইরূপে যার কিছুদিন,  
ইচ্ছাময়ীর ইচ্ছা পরিপূর্ণ আশে,

ইচ্ছাময়ী মা আমার, উৎকট বসন্ত রোগে শয্যাশায়ী  
 করিলেন মোরে। দিবা রাত্র সহ করি অসহ্য যন্ত্রণা,  
 একদিন নিদ্রার আভাস মাত্র এসেছিলো নয়নে আমার,  
 তেন কালে মা আমার,  
 লক্ষ্মী স্বরস্বতী কার্তিক আর গগদেবে লোয়ে,  
 হর কোলে বসি, স্বপনেতে দিয়া দর্শন.  
 “চরণ দেখায়ে” তাঁর, বলিলেন মোরে,  
 এই দলিলে তরাই সে জীবগণ সবে।  
 সে কাবণে নিস্তারিণী নাম, ধরিয়াছি আমি।  
 আমি শক্তি আমি কার্য, আমি হই সব।  
 আমারি মায়ায় বদ্ধ জগৎ সংসার।  
 গুনিয়া সে অভয় বাণী মায়ের আমার,  
 নিদ্রাভঙ্গ হলো মোর। প্রাণ ভরে মা মা বলে ডাকি,  
 প্রণাম করিছু চরণে তাঁহার।  
 তদবধি প্রকাশিতে মায়ের মহিমা, ইচ্ছা হলো মোর।  
 তাই ভাই, ব্রহ্মবৈবর্ত পুরাণের মালাবতী উপাখ্যানেব  
 ছায়ামাত্র অবলম্বন করি, রচিয়া সে শক্তি গুণ  
 গাথা মায়ের আমাব,  
 সতী মালাবতী নাম দিয়াছি তাহার।  
 ভাই বৃন্দাবন! করিতে স্মরণ অজ্ঞান বন্ধুরে,  
 বন্ধুতার চিত্তস্বরূপ সতী মালাবতী পুস্তক আমার,  
 তব করে করিছু অর্পণ।

শ্রীশরতচন্দ্র মৈত্রী।

ভাই শরত! তোমারি উৎসাহে, তোমারি ষড়্ভেতে  
 ব্রতি আমি হইয়াছি রচিত সে শক্তি গুণ গাথা।

তোমাদের গিরীশ।







শ্রীগিরীশচন্দ্র দত্ত ।

# সতী মালাবতী ।

প্রথম অঙ্ক ।

প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

ব্রহ্ম পুরী ।

( বহু সিংহাননোপবি ব্রহ্ম উপবিষ্ট )

ব্রহ্ম — ( স্বঃ ) ও নাবায়ণায় নমঃ । নাবায়ণ ।

অপার মতিম তব না পাবি বুকিতে ,  
বুঝিবাব শাস্তি প্রভু নাহি দেছ মোবে ।  
যুগ যুগান্তব হতে তপস্তা কবিয়ে, নাবিন্ত  
জানিতে, কে যে পিতা, কে যে মাতা ।  
জানি মান, তোমাবি ইচ্ছায়, ইচ্ছাময়  
জনম আমাব নাতি সর্বোববে তব ।  
তোমাবি ইচ্ছায় বাব বাব কত বার,  
সৃজন কবিয়াছি এই জগৎ সংসার ।

( আবাব ) তোমাবি ইচ্ছায় আমাবি সৃজিত সৃষ্টি  
তোমাতেই কতবার দেখিয়াছি লয় ।  
ব্রাহ্মকলে, মধুকৈটভেব মেদে মেদিনী নির্মাণ,

বারাহ কল্পেতে উদ্ধৃত মেদিনীর সৃষ্টি পুনর্বার,  
 পান্নকল্পে হরি ! বসি নাভি পদ্মে তব,  
 সৃজিয়াছি আর বার এতিন সংসার ।  
 বাসিয়া সে প্রস্ফুটিত নাভি পদ্মে তব  
 ভেবেছিহু মনে, কে আমি, কি কারণে, কোথা হতে  
 আসিলাম হেথা । কেনই বা নয়ন মুদিলে—  
 ও পাদারবিন্দ বিনা অগ্র কিছু না পাই দেখিতে ।  
 সকলি তোমার ইচ্ছা, ওহে ইচ্ছাময় ।  
 বেদমাতা গায়ত্রী ও ধর্ম্মের আগমন ।

উভয়ে—নমঃ প্রজাপতয়ে নমঃ ।

ব্রহ্মা—কেন মা গায়ত্রী, কেন ধর্ম্মরাজ !

হেন অসময়ে, কি হেতু আসিয়াছ  
 এ ব্রহ্মপূরেতে ! তোমরা উভয়ে আছত কুশলে ?  
 উত্তর প্রদানে, বিরত কেন তোমরা হুজনে ?

ধর্ম্ম—কি আর কহিব দেব, অগোচর আছে কিবা

তব । পালিতে আদেশতব, ধরা মাঝে—  
 করি বাস তিন যুগ হতে ।  
 আরত পারি না দেব, তিষ্ঠিতে সে মর্ত্তভূমে ।  
 কলির প্রতাপে, অধর্ম্ম করেছেক্ষমতা বিস্তার ।  
 ধর্ম্মাধর্ম্মের না করি বিচার, অধর্ম্মেরে  
 সবে, হৃদয়ে দিয়েছে স্থান ।  
 সতীত্ব রতনে সতী দিয়া বিসর্জন,  
 দ্রুণ হত্যা ব্যাভিচারে হইয়াছে রত ।  
 লজ্জা করে উচ্চারিতে দেব,

বাথিতে যৌবন স্থিৰ, বিরত সৰ্বদা মাতা—

স্তন দানে আপন সন্তানে ।

ধন উপার্জন আশে শিক্ষা, দান্ধা, নাহি দেয় পিতা

আপন সন্তানে ।

সামান্য অর্থের লাগি শ্রীমুখ নিস্তত

বেদ বিধি বিক্রয় কবিছে ব্রাহ্মণ সকল ।

ঔদ্ধাব না উচ্চাবিত হয় কভু ব্রাহ্মণের মুখে ।

হোমাগ্নি প্রজ্জ্বলিত নাহি হয় কোথা ।

নাহি মানে কেহ তব জাতি গত ভেদ ।

থাগ্ধাথাগ্ধেব কেহ, না কবে বিচাৰ ।

ধন নদে মাতি সবে, দয়া দাক্ষিণ্যে দিয়া বিসর্জন

সবে শ্লেচ্ছাচাবে হইয়াছে রত ।

দেব দেবী নাহি মানে, ত্রিসন্ধা নাহি কবে ।

দিনাস্তেও একবার তব নাম নাহি গয় মুখে ।

মিথ্যা শঠতা তাদেব হইয়াছে অঙ্গের ভূষণ ।

বাগ যজ্ঞ কেহ নাহি কবে, দ্যুত ক্রীড়া মদ্যপান

হইয়াছে আদর্শের ধন ।

তুচ্ছ কবি তব দত্ত জাতিগত বংশ গত মান

শ্লেচ্ছের নিকটে অর্থ দিয়া ক্রয় করে—

আপন সম্মান ।

গাভী সব হৃৎ হীনা, বহুক্ৰবা শস্ত্র হীনা

হইয়াছে এবে ।

অন্ত পবে কিবা কথা

পিতা পুত্রে নাহি আছে মিল !

শিখা ফোঁটা নাহি রাখে, ত্রিবলীরত  
চিহ্নমাত্র নাই।

নামাবলি, বামাবলি, নাহি কোন ব্রহ্মণের  
গায়।

শুনে হাসি পায় দেব। গর্জিত মানব  
তব অস্তিত্ব, তব সৃষ্টি না করি স্বীকার,  
প্রতিপন্ন করিবারে চায়,  
জগৎ সৃষ্টি আপনা হইতে।

ভ্রংশ হয় মোব কুণ্ঠিত মনোম নিজ--  
পরিচয় দানে ; গজা বোধ কবে পিতৃ  
নাম উচ্চারণে।

তু দেব ! হে ব্রহ্মণ !

মনে হয় মোব ;

ধবাব মানব নহে সৃজিত বিধির।

এক অদ্ভুত জীবের সৃষ্টি হইয়াছে

ধবা মাঝে এবে।

( স্বঃ ) আবেবে মানব ! বিশ্ব নিয়ন্তাব—

অস্তিত্ব লোপে প্রয়াস তোদেব ?

ব্রহ্মা—সম্ভব ! সম্ভব ! ক্রোধ ওহে ধর্ম্যরাজ,

ক্রোধ বশে, অভিশাপ দিওনা কাহায়।

মা গায়ত্রী ! বক্তব্য আছে কিবা তব ?

গায়ত্রী—কত্ৰা তব আমি, বেদ মাতা বলি—

বিখ্যাত ভূবনে চিরকাল।

ছিন্ন স্থখে তব কর্ণে এই ব্রহ্ম পুরে

বহু কাল হতে, ঔঙ্কার কপিণা আমি ।  
 বিদিত না ছিনু পূর্বে কোথা মর্তলোক ।  
 শ্রীমুখ নিম্নত পুত্রগণ বহুকাল হতে  
 কবি আবাননা তব, দেবেব ছল্লভ  
 যজ্ঞোপবীত সহ পেয়েছিলো অভাগীবে  
 সেই কালে, বনে ছিনেন মোবে,  
 মা শাষত্রা । এসন্ধ্যা পূজবে তোণাব  
 মম পুত্রগণ মাঃসম ।  
 তিন সগ হতে পূজতা ছিলাম আমি,  
 তব বংশধবগণ হতে সেই মর্তভূমে ।  
 এবে বলিতে মোব দুঃখেব কথা চক্ষে আসে জন ।  
 কলিয প্রতাপে পিত । অবশ্য কবেছে আশয়  
 তব বংশধবগণে । দিনান্তেও একবাব  
 মন নাম নাহি লয় মুখে ।  
 পিতঃ । আশ্রাছল তব, মোব পাও ,  
 স্নানিতে সে তব, বংশধবগণে শত শত মহাপাপ  
 হ'তে,  
 একবাব যে মন নাম কবিলে অবগ ।  
 হায় । হায় । দেব । এবে সব বিপবাত,  
 মোব নাম দূবে থাক্, তব দত্ত দেবেব ছল্লভ  
 সেই যজ্ঞোপবাত, আশ্র আলি তবোদ্ধেণে  
 কবে প্রত্যাৰ্পণ ঘৃণা সহ ।  
 অধিক কি কব দেব, চাটে, মাটে, ঘাটে—  
 বিকৃত হতেছে সেই দেবেব ছল্লভ যজ্ঞোপবীত ।

ছি ! ছি ! ছি ! ছি ! ( স্বঃ ) আরেরে ত্রাস্কাগণ এত অহঙ্কার,  
নাহি মান গায়ত্রী মাতারে ?

ত্রাস্কা—কি কর কি কর গায়ত্রী !

ক্রোধ বশে অভির্শাপ দিওনা মা

মোর বংশ ধরগণে ।

তুমি শাঁপ করিলে প্রদান,

রক্ষা করিবারে নাহিক শক্তি আমার ।

( স্বঃ ) অষ্টাদশ মনুষ্য হলোকি পতন ?

অষ্ট গ্রহের হলো কি মিলন ?

মণ্ডলি মণ্ডল, এবে কোন নক্ষত্রে আছে অবস্থিত ?

ওঃ নিশ্চয় কলি করেছে প্রবেশ

ধরামাঝে ।

( প্রঃ ) শুন শুন মা গায়ত্রী, শুন ধর্ম্মরাজ ।

বুঝিলাম কলি যুগের হয়েছে বিস্তার—

ধরামাঝে ।

ব্যস্ততার নাহি প্রয়োজন । ~~অর্থ~~ কার্য—

সময় সাপেক্ষ জানিও নিশ্চয় ।

মম পুত্র নারদ স্মৃতি, মম শাঁপে

শিব বরে গন্ধর্ব্ব যোনিতে জন্ম লইবে সে ভবে.

উপবর্হন নামে খ্যাত হবে ধরামাঝে ।

পরম বৈষ্ণব পুত্র মোর,

তাই নারায়ণ, তার শাঁপ বিমোচন আসে,

কৌশিকী নদীর তীরে দেখা দিবে তারে ;

ভুগতি খণ্ডিতে মানবসবার,

পুনঃ শাপ দিব তারে আমি পুঙ্কর তীর্থেতে ;  
 শূদ্রঘোনিতে পুনঃ জন্মিবে নারদ ধরামাঝে ।  
 বিলাইবে সে হরি নাম চারিদিকে,  
 ধর্ম্মের জয় গাইবে সে দিবারাতি ।  
 হরিনামের প্রভাবে, অধর্ম্ম পালাবে দূরে,  
 স্তম্ভিত হইয়ে কলি, নাবিবে সে বিস্তরিতে  
 ক্ষমতা তাহার । সত্য ও ধর্ম্মের ক্ষীণালোক  
 দেখা দিবে পুনঃ মর্ত্তভূমে ।  
 পুনঃ শাস্ত্রের হইবে আদর । পুনঃ বেদ বিধি  
 মানিয়া চলিবে মানব ; আবার আমার  
 অস্তিত্ব পুনঃ স্বীকার করিবে, দয়া মায়া  
 পুনঃ দেখা দিবে ধরামাঝে । আবার সতীর সতীত্ব  
 উজালিবে ধরা । আমার প্রদত্ত যজ্ঞোপবীতের  
 মান, দিগুণ বাড়িবে মর্ত্তভূমে ;  
 অমোঘ ব্রাহ্মণাশীষ ব্যর্থ নাহি হবে পুনঃ ।  
 আর এক গুহ্য কথা বলি, শুন ধর্ম্মবাক্স !  
 শুন মা গায়ত্রী !  
 পূর্ণায়ু হইয়াছে পাপিষ্ঠ কলি ;  
 অবশিষ্ট আছে মাত্র কিছু জীবনেব,  
 ঠিক পূর্ণ হলে কাল, ধরামাঝে শস্ত্রোল  
 গ্রামেতে, বিষ্ণু যশা নামে ব্রাহ্মণের গৃহে,  
 কঙ্কিরূপে জন্মিবেন হরি নারায়ণ ।  
 কঙ্কি অবতার এই নাম ধরি,  
 কলিরে করিবে সংহার ॥



এবে যাও ধর্মরাজ, যাও মা গায়ত্রী,  
 আব কিছুদিন তোমবা উভয়ে, থাক কষ্ট সহ ।  
 ভয় নাই ভয় নাই জানিও নিশ্চিত ।  
 যাই আমি এবে, দে'খ কোথা  
 চবি ভক্ত পুত্র মোব । যাই আমি এবে  
 পুঙ্কর তীর্থেতে জয় নাবাষণ ?

উভয়ে—জয় পদ্মযোনী ।

( প্রস্থান )

## দ্বিতীয় গর্ভাক্ষ ।

পুঙ্কর তীর্থ ।

( তপস্যা হেতু গন্ধর্কস্রাজের আগমন )

রাগিনী ইমনকল্যাণ তাল সুরফাঁকতা ।

গন্ধর্কস্রাজ—( গীত গাইতে গাইতে আগমন )

হর হর শঙ্কর, দেব দিগাম্বর ।

বিভূতি ভূষিত কলেবর ॥

বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ; বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ;

বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ।

জয় ভূত ভাবন বৃষভ বাহন,

জয় জয় অনাদি কারণ হে ।

বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ; বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ;  
বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ।

জয় গঙ্গাধর, শশাঙ্ক শেখর,

জুটো জুটধাবো মতেশ হে ।

বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ; বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ;  
বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ।

ভাড়া ঝাল গলে, ফন্ ফন্ ফনি দোলে

( পায়ে ) কনু কনু নূপুর বাজিছে হে ।

বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ; বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ;  
বম্ বম্ বম্ বম্ বম্ ।

এইত সেই পৃণ্যক্ষেত্র পুষ্কর তীর্থ,

ব্রজা বিষ্ণু মহেশ্বরেব হয় প্রিয়স্থান ।

যুগ যুগান্তেব হতে, তপস্তা কবিয়ে,

চটয়াছে সিদ্ধ মনস্থান ।

‘আমাব কামনা কেন সিদ্ধ নাহি হবে ?

নাবাগণ ! ধন রত্ন আদিকবে সকলি দিয়েছ

মোরে ; পুত্র রত্নে কেন মোবে করেছো বঞ্চিত ?

পুত্র কামনায় এসেছি হেথায়,

জানিনা অদৃষ্টে কি আছে আমার ।

নিভৃত, নির্জন এস্থান,

এইখানে বসি আরাধিব দেব মহেশ্বরে ।

সংসারের সার পুত্রধনে বে জন বঞ্চিত,

জীবনেতে সুখ কিবা তার ।

পুণ্য মক নরকেষ্টে স্থান তার চিরকাল ।

মনস্বামনা পূর্ণ যদি নাহি হয় মোর,  
নাহি যাব ঘরে ফিরি আর ।

( বশিষ্ঠের প্রবেশ )

বশিষ্ঠ—শিব শস্তো ! শিব শস্তো ! শিব শস্তো !

গন্ধর্ষবাজ । কি কারণে আসিয়াছ হেথা ?

তীর্থ মধ্যে শ্রেষ্ঠ তীর্থ হয় এ পুষ্কর ।

তীর্থরাজ বলি তাই জগতে বিখ্যাত ।

কিবা মনোবাজ্ঞা তব ? যে আশায় যে আসে  
হেথায়, মনবাজ্ঞা পূর্ণ তাব হয় ।

গন্ধর্ষরাজ—মুণিবর ! তব বাক্য যেন মিথ্যা নাহি হয় ।

বশিষ্ঠ—মোর বাক্য কড় মিথ্যা নাহি হবে,

মনোবাজ্ঞা পূর্ণ তব হইবে নিশ্চয় ।

গন্ধর্ষরাজ ! বল বল মোরে,

বিষাদের ছায়া কেন বদন মণ্ডলে ?

গন্ধর্ষরাজ—মুণিবর ! পুত্রধনে বঞ্চিত অধম ।

তাই পুত্র কামনায় আসিয়াছি হেথা

আরাধিতে দেবমহেশ্বরে ।

বশিষ্ঠ—( স্বঃ ) জানি আমি সব, তাই আসিয়াছি হেথা

দীক্ষা দিতে পুত্রার্থী গন্ধর্ষে ।

শাঁপত্রষ্ঠ নারদ, পুত্ররূপে জন্মিবে এই গন্ধর্ষরাজের,

উপবর্হন নামে খ্যাত হবে ধরা মাঝে ।

মালাবতী সতী, স্বামীরূপে বরিবে ভাহারে ।

কাদাটয়া এই তীর্থে, শাঁপমুক্ত হইবে নারদ ।

( প্রঃ ) গন্ধর্ষরাজ ! সত্য যদি—

পুত্রার্থে মহেশ্ববে কর আরাধনা,  
দীক্ষা বিনা সেই কার্য হবেনা সাধিত,  
স্নান করি এই পুণ্য তীর্থ জলে,  
দীক্ষা লহ মোব ঠাই ।

গন্ধর্বরাজ—মুণিবর ! তব আজ্ঞা শিরদার্য্য মোর, ( প্রস্থান )  
বশিষ্ঠ—এস ত্বর করি । ( স্বঃ ) নারায়ণ !

সকলি তোমাব ইচ্ছা, কখন কাকে  
টাসাও, কখন কাকে কাঁদাও,  
কখন কাকে বাজরাজেশ্বব কব,  
কখন বাজবাজেশ্বরকে পথেব ভিখারী কব,  
আমি কীটামু কীট তব মায়া কেমনে  
বুঝিব হর ।

শিব শম্ভো ! শিব শম্ভো ! শিব শম্ভো !

( স্নান করণান্তব গেৎয়া এসন পবিধান করিবা গন্ধর্বরাজেব পুনরাগমন ) ।

গন্ধর্বরাজ—কিবা আজ্ঞা দাসে ?

বশিষ্ঠ—গন্ধর্বরাজ ! যোগাসন কবি, সংযত চিত্তে উপবেশন কব  
এইস্থানে ।

গন্ধর্বরাজ—( তদ্রূপ কবণ )

বশিষ্ঠ—একবাব সেই পুণ্ডরীকাক্ষ হরি মধুসূদনকে কববে স্মরণ ।

তাঁহাকে স্মরণবিনা ব্যাহাভ্যস্তর সূচী কভু নাহি হয় ।

এবে দীক্ষা করসে গ্রহণ । ( কর্ণে মন্ত্র প্রদান )

এই নবাক্ষর বীজমন্ত্র দিলাম তোমার,

এই মন্ত্রে কর আরাধনা দেবমহেশ্বরে,

মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হবে তব ।

গন্ধৰ্ব্বরাজ—( প্রণাম করণ ) প্রাণপাত করি মুনিবর,

তব আশীর্বাদে যেন পুরে মনোবত ।

বশিষ্ঠ—আসি তবে গন্ধৰ্ব্বরাজ, আশীর্বাদ, করি মনোভীষ্ট বব পাইবে  
সদ্বব ।

শিব শস্তো ! শিব শস্তো ! শিব শস্তো !

( প্রস্থান )

গন্ধৰ্ব্বরাজ—( স্বঃ ) দেখি কত দিনে দেখা দাও মহেশ্বর ।

( ধ্যানমগ্ন )

( মহাদেবের আবির্ভাব )

মহাদেব- গন্ধৰ্ব্বরাজ ! গন্ধৰ্ব্বরাজ ।

গন্ধৰ্ব্বরাজ—( ধ্যানভঙ্গে স্তব )

জয় ভবতাবণ—অনাদি কাবণ—

ভব ভয় হারণ কারণ হে—

জয় দেবাদিদেব—তুমি মহাদেব—

বিশ্ব-সংহাব কারণ হে ।

জয় অম্বুবারি—জয় ত্রিপুবারি—

জয় জয় পিনাকধারী হে ।

দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত—মুনিগণ সেবিত—

বিপুগণ বন্দিত—ভূপূব সৃষ্টিত

ভক্তের প্রার্থিত তব ও পদাম্বুজ—

দেহিমে দেহিমে দেহিমে সস্তর ।

মহাদেব—গন্ধৰ্ব্বরাজ ! সন্তোষ হয়োছ আমি তব আরাধনে ।

মনোভীষ্ট বর এবে করবে গ্রহণ ।

গন্ধৰ্ব্বরাজ—বর যদি দেবে মোবে ওহে দয়াময় !

তবে, “হরিভক্তপুত্র ও হরিভক্তি”

এই দুই বর মোবে দাও মহেশ্বর ।

মহাদেব—হেন অসম্ভব কথা কেন বল গন্ধর্ব্ববাজ ।

হরিভক্তপুত্র দিতে পারি, হরিভক্তি

দিতে নাহি পারি ।

হরিভক্তি দেবেবও দুর্লভ ।

ব্রহ্মাদি দেবগণ অত্যাধি পায় নাট যাহা

আমি কেমনে দিব তা তোমাৰে ।

হরিভক্ত পুত্র তুমি পাহবে অচিবে ।

যুগযুগান্তব ভক্ত তপত্ৰা কাৰয়ে—

হেন ছবাবাধা, ভক্তে য, দুর্লভ হরিভক্তি

আমি কবেছি সঞ্চয় ; হেন হরিভক্তি

তুমি কেমনে পাউবে তা বল ।

গন্ধর্ব্ববাজ—হেন নিদাক্ষণ কথা কেন বল মহেশ্বর ,

দশন পাওয়া তব, হরিভক্তি নাহি যদি পাই,

তবে জানিলাম, বুধা মোব তপত্ৰা, বুধা মোর—

আবাধনা । দেপি মহেশ্বর মনোভাষ্ট্র বব

তুমি দাও কিনা মোবে,—( পুনঃ ধ্যানাবস্থ )

মহাদেব—গন্ধর্ব্ববাজ । তপত্ৰায় আব নাই প্রয়োজন,

সন্তোষ হয়েছি আমি তব আবাধনে ।

হরিভক্তি বিনা, যাহা ইচ্ছা করবে প্রার্থনা ।

দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব, অমরত্ব, যাহা চাও তাই দিতে পারি ।

কিন্তু হরিভক্তি নাহি দিতে পারি ।

ত্রিভুবন মধ্যে হরিভক্তি পাইয়াছে মাত্র

একজন । ব্রহ্মা, মহেশ্বর পাইয়াছে

কণামাত্র তার ।

তাই বলি গন্ধর্ব্ববাজ ! হরিভক্তি বিনা

অন্ত বর কবরে প্রার্থনা ।

চাও যদি, সিদ্ধি, মুক্তি তাও দিতে পারি

কিন্তু তবু হবিভক্তি নাহি দিতে পারি ।

গন্ধর্ব্ববাজ—একান্ত যদি বাম তুমি বাগাম্বব,

তবে জীবনেতে মম কিবা প্রয়োজন ?

ভিন্ন করি নিজ মুণ্ড সম্মুখেতে তব,

আহুতি প্রদান করিব হোমানলে ।

নম্বব দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব, দিয়ে ভুলাইতে চাও মোরে ?

দেখি মহেশ্বর কেমনে ভুলাও মোবে ।

মহাদেব—গন্ধর্ব্ববাজ । ক্ষান্ত হও, ক্ষান্ত হও আত্মঘাতী মহাপাপ হতে,

( স্বঃ ) আহা শ্রীহবিব দয়া হইয়াছে যার প্রতি,

সে কি কভু ভুলে নম্বব

দেবত্ব, ব্রহ্মত্ব পেয়ে ।

( প্রকাশ্যে ) গন্ধর্ব্ববাজ ! ভক্তিডোবে বাঁধিয়াছ

মোবে ।

মনোভীষ্ট বর এবে কবরে গ্রহণ ।

এক ববে হবিভক্ত মহাবৈষ্ণব পুত্র পাবে ;

অন্যববে দ্বর্নভ হরিভক্তি পাইবে অচিরে ।

এবে যাই আমি, যাও তুমি স্বরে ফিরে—

জয় হরি নাবাগণ ।

গন্ধর্ব্ববাজ—জয় শিব শক্তো !

( উভয়ের প্রস্থান )

## তৃতীয় গভাক ।

চিত্ররত গন্ধর্বের শয়ন কক্ষ ।

( “পালঙ্কে চিত্ররত ও চিত্ররত মহিষী রোহিণী” )

রোহিণী—নাথ ! এখনো নিশ্চিন্ত রয়েছে কেনে ?

একেবারে বিস্মরণ হয়ে আছে। মালাবতীর

বিবাহের কথা ?

চিত্র—প্রিয়ে বল কি আমারে ? মালাবতীর

কত বয়স হবে ? যার জন্ত ব্যস্ত তুমি দিবস রাত্রি ?

রোহিণী—মালাবতীর কত বয়স হবে ? নাহি জান তুমি ?

দেখিলে বুঝবে ; তাই বুঝি এতদিন

নির্ভাবনায় আছ চুপ করে ?

খেতা ! খেতা !

( খেতাব প্রবেশ )

খেতা—কেন রাগি মা !

রোহিণী—খেতা ! মালাবতী কোথা ?

খেতা—সর্বমঙ্গলা মন্দিরে ।

চিত্ররত—কেন ?

খেতা—পূজিতে সে মঙ্গলারে ।

রোহিণী—খেতা শীঘ্র তাকে আন এইখানে ।

খেতা—রাগিমা যাই তবে আমি ।

( প্রস্থান )



চিত্রবথ—আচ্ছা প্রিয়ে ! মালাবতীর মনোভাব

কিছু পেবেছে জানিতে ?

বোহিণী—কৈ । কিছুই নাহি জানি ।

( স্বেতা ও মালাবতীর প্রবেশ )

মালাবতী—মা, মা, কেন মা ডাকিয়াছ মোবে ।

বোহিণী—মালাবতী অনেকক্ষণ দাঁখি নাই তোবে,

তাই বাছা ডাকিয়াছি আমি ।

আচ্ছা মালাবতী যাও এবি জাড়া কব—

সঙ্গিনীগণ সনে ।

চিত্রবথ—প্রিয়ে একি ? মালাবতী মোব

পূর্ণ যৌবনা ? ছিঃ ছিঃ বিক্ মোবে,

প্রিয়ে প্রতিজ্ঞা আমার, সপ্ত দিন মধ্যে

মালাবতীকে সৎপাত্রের কবি সমপণ,

তবে অত্র কার্য্যে কাবব অন্তক্ষেপ ।

ভাল প্রিয়ে আব এক কথা জিজ্ঞাসি

তোমায় ? মালাবতী দেবী মঙ্গলাবে পূজে

কি কাবণ ? কতদিন পূজিছে তাঁহাবে ?

( স্বঃ ) মালাবতী পূজে কেন মঙ্গলাবে ?

মনোমত পতি কামনায় ?

কিধা আছে অত্র কোন—

কামনা অন্তরে ?

( প্রকাশ্যে ) প্রিয়ে । কোশলে জানিবে তুমি

মালাবতীর ইচ্ছা কিবা ?

স্বয়ম্বর না অত্র কিছু—

রোহিনী—এবা কিবা কথা ? কোতুল মোব কর নিবারণ ।

চিত্রবত—প্রিয়ে কি আব বলিব তোমায়,

দেবগণ সনে যবে, গোলোকেতে যাই

হরি দবশন আসে ; দেখে সেই ত্রিলোক পুঞ্জিতা

নারায়ণী ; মালাবতীকে পড়ে মনে মোব ।

জানিনা প্রিয়ে, যতবার হেবি নারায়ণী,

ততবার মালাবতী পড়ে মম মনে ।

তাই বলি প্রিয়ে, সামান্য নহে সে মালাবতী মোর ।

বোহিনী—

তবে বলি গুন নাথ !

একদিন ঘুমো ঘোবে আছি অচেতন,

স্বপনেতে হেবিলাম লক্ষ্মীনারায়ণ, বলাবলি করে দৌড়ে ।

নারায়ণ বলে, শুন লক্ষ্মী জন্মিয়াছি আমি,

গন্ধর্কবাক্স মহিষা উদবে শিব ববে ।

জন্ম তুমি লহ এই গন্ধর্ক পত্নী রোহিণী উদরে ;

লক্ষ্মী বলে কেমনে দেখা পাবো পুনর্বার ?

নারায়ণ লক্ষ্মীরে বলে, বিবাহ সূত্রেতে পুনঃ হইবে মিলন ।

জন্ম লয়ে পূজিবে তুমি, শিব শিমস্তিনী

তিনয়ণী মঙ্গলারে ; যতদিন দৌহে না হই মিলিত ;

দেখি সেই যুগলরূপ প্রণিপাত আশে

যাই হইলাম অগ্রসর, অকস্মাৎ নিদ্রাভঙ্গ

হলো মোর ; না পেহু দেখিতে আর লক্ষ্মীনারায়ণে ।

চিত্রবত—জয় হরি নারায়ণ ।

রোহিণী—জয় নারায়ণী !

চিত্ররত—যাও প্রিয়ে কর গিয়ে, মালাবতীর বিবাহ উদ্যোগ ;  
যাই আমি দেখি, কোথা পাই মালাবতীর মনোমত বর।

( উভয়ের প্রস্থান )

## চতুর্থ গভাক্ষ ।

চিত্ররত গন্ধর্বেব উদ্যানবাটী সংলগ্ন

সর্বমঙ্গলা মন্দির ।

মালাবতী—( পূজাসনে বসিয়া জোড় হস্তে )

রাগিনী ললিত—তাল আড়াঠেকা

কোথাগো মা শঙ্করী—শঙ্কর হৃদি বাসিনী,

দুর্গমে রেখো মা মোরে, ওগো দুর্গতি নাশিনী ।

ব্রহ্মপুরে তুমি মাগো, হওগো ব্রহ্মাণী,

শিবলোকে তুমিগো মা শিবের শিবানী ।

তুমি স্বাহা, তুমি স্বধ্বা, তুমি লক্ষী, তুমি রাধা,

( আবাহ ) তুমিগো মা রামের সোতা, ওগো বিশ্ব প্রসবিনী ।

তীর্থ মধ্যে তুমি মাগো হও বারাণসী—

বৃক্ষ মধ্যে তুমি মা, হওগো তুলসী—

পূজিতে এসেছি তাই চরণ ছুথানি ।

রাগিনী সুরটমল্লার—তাঁল ঝাঁপতাল ।

দেখাদে দেখাদে মাগো ওগো ভববাণী ।

ডাকি নিশিদিন

হলো তনুক্ষীণ

আর কতদিন ভুলাবি ভবানী ।

ব্রহ্মা, বিষ্ণু আর শিব,

ভুলায়েছো তুমি শিবে,

মোব প্রতি কেন অশিবে,

ডাকি যে মা শিবে শিবে,

ভুলাতে নারিবি মোরে ওগো সদা শিবে ;

আসিব নাশিতে শিবে হয়েছো শিবের শিবানী

( মালাবতী প্রণাম করণাস্তর )

মালাবতী—( জোড়হস্তে ) মাগো সর্বমঙ্গলে ! মঙ্গল কব মা ।

( বশিষ্ঠের প্রবেশ )

বশিষ্ঠ—শিব শস্তো ! শিব শস্তো ! শিব শস্তো !

মালাবতী—( স্বসব্যস্তে ) মুণিবর ! মুণিবর !

বশিষ্ঠ—ভয় নাই মা মালাবতী, ভয় নাই !

মালাবতী—( জোড়হস্তে ) মুণিবর ! কি কারণে এসেছেন হেথা ? আমি

অবলা বালিকা কি দিয়ে পূজিব আপনারে, আমিত জানিনা মুণিবর ।

বশিষ্ঠ—( স্বঃ ) বেটি কিছুই জাননা ? ত্রিজগতে আজানিত আছে কিবা

তোর ? ( প্রঃ ) আমাকে তোমার কোন পূজা করিতে হবে না ।

( স্বঃ ) বেটি তুই জগৎ পূজ্যাঃ আমার আবার পূজা করিবি কি ?

( প্রঃ ) হ্যাঁ একটা কথা জিজ্ঞাসা করি, মালাবতী ! তোমার

বিবাহের পাত্র স্থির হয়েছে ?

মালাবতী—( মৌনাবলম্বন )

বশিষ্ঠ—মালাবতী ! তবে কি এখনও হয় নাই ?

মালাবতী—আপনি পাণ্ডার্থিনি আর এই আসনে উপবেশন করুন ।

( পাদ্য অর্থ ও আসন প্রদান )

বশিষ্ঠ—( স্বঃ ) নাবাগণ ! আপনার হৃদয় স্থিতা লক্ষ্মীর অংশ সমুত্তা মালাবতী আজ আমায় আসন দিতেছে । ব্রহ্মাদি দেবগণ যাকে হৃদয়াসনে বসাইবার জন্ত লক্ষ লক্ষ বৎসর তপশ্চা করিয়াও পূর্ণ মনোরত হইতে পারেন নাই, আজ সে আমায় আসন দিতেছে ।

( প্রঃ ) বুঝিছ, আচ্ছা মনোরতী ! সর্ব মঙ্গলাব মন্দিরে কেন মা ? মালাবতী—মুনিবব ! মঙ্গলাবে পুজিবান আশে । আমি অবলা সবলা, আর কিছুই জানি না মুনিবর ।

বশিষ্ঠ—( স্বঃ ) বেটি কি অবলা সরলা, ত্রিলোক যার মায়ায় মুগ্ধ সে অবলা । হাঃ হাঃ হাঃ হাঃ ( প্রঃ ) আবে মালাবতী ! এখনও প্রতারণা মোরে ?

মালাবতী—( বাস্তভাবে পদ ধারণান্তর ) মুনিবর রক্ষা করুণ, রক্ষা করুণ, আমি অবলা বালিকা, কিছুই জানি না ।

বশিষ্ঠ—বিবাহ পার্থী নহ কি মালাবতী ? সত্য কথা বল নচেৎ—

মালাবতী—( কৃতাজলিপুটে ) হ্যাঁ মুনিবর । আপনি আশীর্বাদ করুণ ।

বশিষ্ঠ—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ তব হইবে অচিরে । মালাবতী ! সর্ব মঙ্গলার দিকে পিছন করে একবার দাঁড়াওত দেখি মা ।

মালাবতী—( তরুণ দণ্ডায়মাণ )

বশিষ্ঠ—( আরতি ও প্রণামকরণ )

মালাবতী—আপনি আমায় আরতি ও প্রণাম কল্পেন্ কেন ?

বশিষ্ঠ—তোমার আরতি ও প্রণাম করবো কেন ? মা সর্বমঙ্গলারে আরতি ও প্রণাম করিলাম । ( স্বঃ ) ব্রহ্মা বিষ্ণু মহেশ্বর, যারে নিত্য আরতি ও প্রণাম করে, আমিত কোনছার । ( প্রকাশ্যে ) এইবার

তুমি পূজার বসো তোমাব কাণে কাণে একটা কথা বলে যাই, তুমি সেই কথাটা সহস্রবাব জপ কব। তাহা হলে তোমাব মনোবাঞ্ছা শীঘ্র পূর্ণ হবে।

মালাবতী—( পূজাসনে উপবেশন ও বশিষ্ঠ কর্ণমূলে কথন ও মালাবতীর প্রণাম )

বশিষ্ঠ—শিব শস্ত্রো । শিব শস্ত্রো । শিব শস্ত্রো । আসিমা তবে ?

মালাবতী—( প্রণাম )

বশিষ্ঠ—মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হোক ।

( প্রস্থান )

মালাবতী—( ধ্যানমগ্ন )

ত্রিশূল হস্তে ভগবতীর আবির্ভাব ।

ভগবতী—মালাবতী । মালাবতী ।

( স্বঃ ) আহা আমি যাবে আবাধনা কবি দিবানিশি ;

পতি কামনায় সে আমাবে কবে পূজা হয়ে উপবাসী ।

মালাবতী । মালাবতী । এই দেখ আমি এসেছি ।

মালাবতী । কিবা চাহ মোর ঠাই ?

কি আশয়ে পূজা মোরে দিবস শরীরী ?

মালাবতী—কি আশয়ে পূজমা তোবে,

অবিদিত কি আছে মা তোব ।

সক'ল দিয়েছ মাগো, বাকি কেন

রেখেছ মা দিতে পতি ধন ।

ভগবতী—এই বব চাও মালাবতী ?

অচিরে পাইবে তুমি মনোমত্ত পতি ।

গন্ধৰ্ব্ব রাজ্যের পুত্র হবে তব পতি,  
শাস্ত, দাস্ত, অতি ধীর হয় সেই গন্ধৰ্ব্ব কুমাব  
বড় ভক্ত নারায়ণেব, তাই মহেশ আদেশে  
আসিয়াছি মিলাইতে পতি তব ।

মালামতী—মা কেমনে চিনিব তাবে, কে যে পতি মোব ?

ভগবতী—শুন মালাবতী ! গন্ধৰ্ব্ব বাজপুত্র উপদর্শন বিনা  
যে তোমাবে বিবাহেব আশে কবিবে দর্শন,  
মোর শাঁপে তখনি সে হইবে স্ত্রীলোক ।  
যত দিন না পতি সহ তব না হবে মিলন,  
তদবধি তারা থাকিবে তেমন ।  
যাও মালা বতী ঘবে দিবে যাও,  
যাই আমি এবে, সময়েতে দেখা পাবে পুন ।

মালাবতী—প্রণাম হই মা চবণে ( প্রাণম )

ভগবতী—আশীর্বাদ করি জন্ম এস্ত্রী ববে মালাবতী ।

( অন্তর্ধান )

গীত ।

মালাবতী—

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান ।

দেখা দিয়ে লুকালে কোথায় ।

ওগো সারাৎসারা পবাৎপরা শশাঙ্ক বরণি—

দিয়ে পদ ছায়া ওগো মচামায়া—

ভুলালে আমায় ।

পাষাণের মেয়ে বলে কি, হলি গো পাষানী ;

ভোলানাথকে ভুলাস্বলে ভুলালে কি অবলায় ।

# দ্বিতীয় অঙ্ক ।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

পার্কৃত্য প্রদেশ ।

( বীণা হস্তে উপবর্চনের ও শাস্ত্রীর প্রবেশ )

উপবর্চন—

গীত

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি ।

বীণা একবার বাজবে,

একবার বাজরে একবার বাজ্‌রে,

মধুর ঝঙ্কারে একবার বাজ্‌রে,

হরিবোল হরিবোল বলে একবার বাজ্‌বে ।

জন্ম জন্মান্তব হতে কত সাধনা করিয়ে,

পাইয়াছি তোরে, সাধিতে সে হরি নাম রে,

তাই বলি বীণা বাজ্‌ বাজ্‌ রে—

হরিবোল্ হরিবোল্ বোলেরে ।

সখা ! দেখ দেখ ঐ পর্কত শিখরোপবে

কিবা জ্যোতি অপক্লুপ । বিজলি বলি

হয় ভ্রম । নানা সখা নহেত বিজলি ।

আগ্নেয় পর্কত বলে, হয় অগ্নুমান ।

অগ্নি উদগীরণ আশে প্রস্তুত সর্বদা—



না না তা নয় সখা, দাবাঘি হইবে নিশ্চয় ;  
 না না সখা, যেন নবীন নিরদ কোলে  
 থেলে সোদামিনী । সখা ! মনে হয়—মোর  
 পূর্বে কোথা যেন, কোথা যেন,  
 হেরিয়াছি ঐ রূপ । সখা এক বার  
 দেখে এস দেখি পর্বত শিখরে ।

শান্তপ্রী—আহা মরি মরি কিবা অপরূপ ।

বাই সখা দেখে আসি ঐ অপরূপ জ্যোতি কিবা ।

( প্রস্থান )

( আকাশ বাণী )

“শুন ওরে গন্ধর্ব কুমাব, পিতৃ আজ্ঞা  
 অবহেলা হেতু জন্মিয়াছ গন্ধর্ব যোনিতে  
 অংশ রূপে মোর । কর দ্বার পরিগ্রহ ।  
 বিনা দ্বার পরিগ্রহ পিতৃশাপ তব  
 হবে না মোচন ।

ভুলেছ কি পূর্বের কথা তুমি জাতিশ্রব ।”

উপবর্হন—নারায়ণ ! নারায়ণ ! এই কি

তব আজ্ঞা ? যদি তব আজ্ঞা হয়,  
 তবে বিবাহ করিব, সংসারী হইব নিশ্চয় ।

( স্বঃ ) মনে পড়ে মোর, পিতা পদ্মযোনী  
 সংসারী হইতে বারবার অনুমতি করে ছিলেন মোরে,  
 পিতৃ আজ্ঞা অবহেলা করি, আভশপ্ত হইয়াছি আমি ।

( স্বঃ ) নারায়ণ ! হেন নিদারুণ আজ্ঞা  
 কেন মোর প্রতি । অনিত্য সংসারে কেন

বন্ধ কব মোবে ? পাইতে তোমারে—  
পিতৃ ঙ্গাজা কবেছি গজঘন ।

( শান্তশ্রীর পুনরাগমন )

শান্তশ্রী—সখা কিছুই না হে বিলাম পর্বত উপবে,

অনন্ত তুষাবে ব্যাপ্ত হয় সে শিখর ।

উপর্বহন—সখা ! অদ্ভুত ঘটনা এক করবে শ্রবণ ।

যবে তুমি গিয়েছিলে পর্বত শিখরোপবে,

সেই কালে কে যেন

কোথা হতে বলিল আমাবে ;

“ওরে গন্ধর্ব্ব কুমার । বিনা দ্বাব পবিগ্রহ

পিতৃশাপ তব হবে না মোচন ।”

এইকথা শুনি প্রতিজ্ঞা কবেছি আমি

সংসারী হইতে । সখা ঐ দেখ ! ঐ দেখ !

বিশাল ত্রিশূল ছায়া সম্মুখেতে তব ।

কোথা হতে পড়িল এ ছায়া ? ( চারিদিক নিরীক্ষণ )

মনে হয় মোব আববিয়া দিনকব-কর

আসে কোন শিবদূত এট খানে ।

শান্ত শ্রী—সখা । সত্য বটে, সত্য অল্পমান তব,

ঐ আসে, ঐ আসে ।

( ত্রিশূল হস্তে শিবদূতের প্রবেশ )

শিবদূত—হয় হব শঙ্কর ।

উপর্বহন—কে আপনি কোথা হতে কি কারণে, আগমন হেথা তব ?

শিবদূত—শিবদূত আমি, পবিচয় দেহ তব ।

উপবহন—উপবহন নাম মম, হই গন্ধৰ্বকুমার,

হেবিতে সে স্বভাবের গোভা

আসিয়াছি হেথা । কিবা আজ্ঞা তব ?

শিবদূত—শুন ওবে গন্ধৰ্ব কুমার !

শিবদূত আমি, শিবাদেশে আসিয়াছি

হেথা । জানাইতে তোমাবে শিব আজ্ঞা ।

উপবহন—কিবা আজ্ঞা তাঁব, কহ এ দাসেবে ।

শিবদূত—চিত্রবত গন্ধৰ্ব ছতিতা মালাবতী,

নিত্য পুঙ্কে ঈশানীবে, পাইতে তোমাবে

স্বামীরূপে । দেখা পাবে তাব গণ্ডকী

নদীর তীবে । ঈশানীব ববে পাইবে

তোমাবে স্বামী রূপে । শিব, ববে গন্ধৰ্ব বাজ

পেয়েছে তোমার পুত্র রূপে ।

শিবাদেশে, পাত পত্নী রূপে হওবে মিলন

তোমবা উভয়ে । শিব আজ্ঞা ইহা

জানিও নিশ্চয় ।

( অন্তর্ধান )

শান্ত প্রী—সখা । শিবাদেশ কোবোনা লজ্জন ।

চল যাউ গণ্ডকী নদীর তীবে ।

পাই যদি দেখা মালাবতীব, মিলাটব দৌহে

বিবাহ বন্ধনে ।

উপবহন—সখা ! দৈববাণী কেন যে হইল ?

শিবদূত কেনবা আসিল ? বিবাহ কারণে

মোব, দেবগণের কেন আকিঞ্চন ?  
 কিছুই বুঝিতে না পারি ।  
 চল সখা চল যাই দেখি গিয়ে—  
 কোথায় সে মালাবতী মোব—  
 মালাবতী । মালাবতী । কোথা তুমি ।

( প্রশ্নান )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

( চিত্ররত গন্ধর্বের অস্তঃপুরস্থ কক্ষ )

( চিত্ররত ও বোহিণী )

চিত্ররত—প্রিয়ে মালাবতী কোথা ?

আজ তার স্বয়ম্বব দিন  
 হেন শুভদিনে নিয়ানন্দ কেন তুমি ?  
 ওই শুন, ওই শুন প্রিয়ে, দামামা, দগড  
 বাজিছে মধুর নিসাদে ।  
 ওই শুন প্রিয়ে, বা-ছে বাঁঝবি শঙ্খ  
 ঘণ্টা ঘোর বেলে দেবালয়ে ।  
 ওই শুন পুরনারীগণ, হলা হলা দিতেছে  
 চৌদিকে । আনন্দের ধ্বনি কেন নাহি শুনি  
 তবু মুখে ?

রোহিণী—জানি আমি মালাবতীর স্বয়ম্বর দিন আজ,

তাই ব্যস্ত মালাবতী লয়ে কিস্ত—

চিত্রবত—কেন মালাবতীর কি অস্ত্র মত ?

রোহিণী—জানিনা নাথ, মালাবতীর মত কিবা ?

তবে এইমাত্র জানি শদবধি হইতেছে

স্বয়ম্বর কথা, তদবধি হেরি বিষমবদন মালাবতীর ।

চিত্রবত—তবে কার স্বয়ম্বর তরে এসব উদ্যোগ ?

নিমন্ত্রণ করিয়াছি যত রাজা, রাজপুত্রগণে,

এবে আসে তারা, দেশ দেশান্তর হতে ।

কি করি উপায় এবে ।

রোহিণী—নাথ ! এবে ভাবনার নাহিক

সময়, শুভক্ষণ হলো সন্নিহিত ;

যথারীতি সমাদরে সমাদর করণ সেই—

রাজা আর রাজপুত্রগণে ।

বুঝায়ে মালাবতীরে, পাঠাইব স্বয়ম্বর গৃহে

সঙ্গিনীগণ সনে। অমুমতি দিবেন ভাটেবে

প্রস্তুত থাকিতে সদা স্বয়ম্বর গৃহে ।

চিত্রবত—প্রিয়ে যাই তবে, অপেক্ষা করিগে

স্বয়ম্বর গৃহে মালাবতীর ।

( প্রস্থান )

রোহিণী—( স্বঃ ) তাইত কবি কি এখন ।

স্বয়ম্বরে মালাবতীর মত নাহি দেখি ।

স্বয়ম্বর কথা শুনালে তাহারে,

উত্তর না দেয় মোরে তার ।

অনুমাণে বোধ হয় মোর, স্বয়ম্বরে মত—

নাহি আছে তাব । তবে কি আজীবন

কুমারী রহিবে সে ? না না তানয়

তবে কি হেতু পূজ্যে সে মঙ্গলারে ?

যাই হউক, দেখি কি করেন মঙ্গলা ।

( প্রঃ ) শ্বেতা ! শ্বেতা !

( শ্বেতার প্রবেশ )

শ্বেতা—কেন গা গিল্লি মা ?

বোহিণী—কেনলো বিলম্ব হেরি তোমা সবাংকার,

যাইতে সে স্বয়ম্বর গৃহে ?

যাও সবে সজ্জিতা হওলো সবে সূচাক ভূষণে ।

মণি মুক্তা হীরকাদি দ্বিষে, সাজায়ে সে—

মালাবতীবে, সঙ্গে লয়ে যাও সবে

স্বয়ম্বর গৃহে । কেহ লবে বারি—

কেহ লবে ঝাঁরি, কেহ লবে ডাণা—

কেহ লবে মালা, কেহ বা দিবে ছলা ছলি ।

কেহবা করিবে শঙ্খধ্বনি মালাবতীর

মঙ্গলের আসে ; গাহিবে মঙ্গল

গীত সকলেতে মিলি । যাও সবে ।

শ্বেতা ! এবে মালাবতী কোথা ?

শ্বেতা—নিজ কক্ষে, কি জানি কি আশে বিমর্ষ সর্বদা সে ।

~~~~~  
 বোহিণী—শীঘ্র কাব আন এইখানে তারে ।

( স্বেতার প্রস্থান )

( স্বঃ ) আজ মালাবতীর স্বয়ম্বব দিন,  
 আজিকার দিনে কেন সে বিমর্ষ এত ?  
 কারণও কিছুই না পারি বঝিতে,  
 জিজ্ঞাসিলে তারে, নিরুত্তর থাকে কেন সে ?  
 আজীবন রবে কি কুমাৰী ? অথবা' অহু—  
 কাকে পতিরূপে করেছে বরন ।  
 বাইতোক দেখা যাক্,

( মালাবতীর প্রবেশ )

মালাবতী—মা ! কেন মা আবাব, ডেকেছো আমারে ?

বোহিণী—মালাবতী । আজিকার দিনে কেন মা বিমর্ষ এত ?

আজ তোমাব স্বয়ম্বব দিন ।

মালাবতী—( নিরুত্তর )

বোহিণী—কত রাজা কত রাজপুত্র আসিয়াছে

বিবাহের আশে স্বয়ম্বব গৃহে ।

গলে দেহ মালা, যেন তব হয় মনোমত

বালিকা নহত তুমি ?

মালাবতী—( নিরুত্তর )

বোহিণী—কুল পুৰোহিত, আর আর ব্রাহ্মণ মণ্ডলি

আসিয়াছে সবে, আশীর্বাদ করিতে তোমায়,

বাঁধি বিনাইয়া কেশ, পরি মনোহর বেশ—

রতন ভূষণে হয়ে মা সজ্জিত, গলে পরে ফুলমালা,

হাতে লয়ে ফুলমালা সজ্জিনীদের লয়ে—

স্বয়ম্ভব গৃহে যাও মা মালাবতী ; মনোমত—

পতি গলে দাও গিয়ে মালা মা আমার ।

মালাবতী—ক'ব গলে দিব মালা ? কেবা পাত মোব্

জানিব কেমনে মাগো ?

বোহিণী—যেবা তব মনোমত হবে ।

মালাবতী—যিনি মোব হবেন পতি, তিন যদি না থ কেন তথা ।

বোহিণী—পুনঃ স্বয়ম্ভব হবে, ভাবনা কি তাহাব !

( স্বঃ ) তাহতো মালাবতী কি তবে অস্ত্র কাঙ্কে—

পতিহে কবেছে বরণ ? ( প্রঃ ) শুন মালাবতী !

আছে গন্ধক্স কুলেব বাঁত, ইচ্ছামত ক'বতে—

বরণ, মনোমত পতি ।

মালাবতী -মা দেহ আজ্ঞা মোরে, যাইব আমি স্বয়ম্ভব গৃহে ।

বোহিণী—যাও মা মালাবতী, আশীর্বাদ করি

আচবে পাইবে তুমি মনোমত পতি ,

তোমা ব মঙ্গল তবে, দেবালয়ে যাব আমি ।

শুভ লগ হলো সন্নিকট, বিলম্ব করোনা

মা আমাব ; যাই আমি এবে ।

( প্রস্থান )

মালাবতী—( স্বঃ ) এখন কি ক'ব উপায় ।

স্বয়ম্ভবের হয়েচে উদ্যোগ ।

উপায় দেখি না আর, নাহি যদি—

যাই আমি, স্বয়ম্ভব গৃহে হবে পিতৃ—

অপমান । যাব আমি সভা গৃহে—

দেখি কি করেন দ্রোণী ।



গীত ।

রাগিণী টোড়ী ভৈরবী—তাল মধ্যমান ।  
 লজ্জা রেখো, বেখোগো ঈশানী ।  
 উপায় নাহিক বিনা, চরণ ছুখানি ।  
 অবলায় দেছোমা অভয়—  
 আর কেন মা দেখাস্ ভয়—  
 এবে হয় বড় ভয়, জানিনা মা কিবা হয় ।  
 বরাভয় হুইতো দেছো মা ভবাণী ।

মা ! সর্বমঙ্গলা, মঙ্গল কর্ মা ।

আমি যে মা হই তব দাসী ।

( শ্বেতার প্রবেশ ) -

শ্বেতা—কিলো মালাবতী ! কাব স্বয়ম্বর লো ?

আমাদের নাকি ? তোমার যে আর  
 গা ঘাম্চে না । আমবা বে কোরে—  
 তোমায় দেবো নাকি ?

মালাবতী—তাতেই বা ক্ষতি কিলো ?

শ্বেতা—তাইতো দেখ্চি ।

এদিকে কত দেশদেশান্তব  
 থেকে রাজা, রাজপুত্রু বা এসে  
 সভায় সব হা করে বসে রোএচে,  
 আর সইএর আমার এখনো চুলবাধা  
 হয়নি । এর পর চুল বাধবেন, গয়না পরবেন ।  
 আরও কি কি করবেন তবে সভায় যাবেন  
 তারপর বে করবেন ।

মালাবতী—ঐ যে কথায় বলে—

“যার বে তার মনে নাই—

পাড়া পড়ঙ্গীর ঘুম নাই”

সইএর আমার তাই হোএচে ।

শ্বেতা—সই ! তোমাব বে হলো যে,

আমি চতুর্ভূজ হব । তাই আমার ঘুম হচ্ছেনা ।

উদিকে যে, রাজপুত্রেরা সব আসগোড়

পাসগোড় খাচ্ছে, কেউ কেউ আবার হাই তুলচে ।

মালাবতী—সবুরে মেওয়া ফলে সই, সবুরে মেওয়া ফলে ।

“যার যেমন মন, সে যায় বৃন্দাবন”

আমার এখন বৃন্দাবনে যাবার মন,

আমায় এখন সভায় নেগেলে কি হবে সই ।

শ্বেতা—“আয়রে রাঙাপাখী, ধরে তোরে বাধি,

মনের মতন পতি পেলে, আমায় দেবে নাকি” ?

সই আমার প্রতিদিন সর্বমঙ্গলার মান্দরে

গিয়ে, বর দেমা বর দেমা, বলে কাঁদেন্

এখন সর্বমঙ্গলা’, ঝুড়ি ঝুড়ি গাড়ি-গাড়ি

বর পাঠিয়েছেন, এখন সইএর আমার গ্যাদা হলো ।

মালাবতী—“খেতে ইচ্ছা যার দই—

সেই বলে ও পাতেতে দাও দই, দাও দই”

সইএর আমার তাই হলো দেখচি !

শ্বেতা ( হস্ত ধরিয়া ) আর ও সব কথায় কাজ কি ভাই—

বেলা হলো চল যাই, চল যাই—

( উভয়ের প্রস্থান )

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক ।

গন্ধর্বরাজের সভা ।

(গন্ধর্বরাজ ও মন্ত্রী আসীন)

গীত ।

রাগিণী মিশ্র প্রভাতি, তাল কাওয়ালি ।

নর্তকীগণ—নরম গরম মলয় পবন ধীরে ধীরে বয়,

মনের মতন রতন পেলে সবাই খুঁজে লয় ॥

দেখ্‌লো সেই নয়ন ভরে গাছের ফুল আপনি ঝরে,

সোণার বরণ রবির কিরণ ছড়িয়ে দেছে গায় ।

পিক কুলুস্বরে প্রাণ মোহিত করে,

উড়ে উড়ে যায় ভ্রমরা পাগলিনী প্রায় !

গন্ধর্বরাজ—মন্ত্রী ! নিবার নর্তকী বৃন্দে নৃত্য গীত হতে আজিকার মত ।

অস্থির হৃদয় আমার পুত্রের কারণে । বংশ রক্ষাহেতু আরাধিয়া

দেব মহেশ্বরে, পাইয়াছি পুত্র ধনে । পরম বৈষ্ণব পুত্র মোর, কিন্তু

জানি না সংসারে, কেন যে বিরাগ তার, ভয় হয় পাছে পুত্র মোর

না হয় সংসারী । বিবাহের আশে কতবার করিছি উদ্বোধ, কিন্তু

বিরষ বদন হেরি কৃত কার্য হই নাই আমি । মন্ত্রী ! এবে বুঝায়ে’

সে পুত্রে মোর, সংসারী করে তারে, কিনে রাখ মোরে জনমের

ত্তরে ।

মন্ত্রী।—চিন্তা কিছু নাহি মহারাজ শাস্ত্রী মুখে বতদূর শুনিয়াছি আমি,

নিবাশার না দেখি কারণ, বরং আশা করা যায় পূর্ণ রূপে । বিশ্বাস আমার, এবে যুবরাজ সংসারী হইবে নিশ্চয় ।

গন্ধৰ্বরাজ—বল বল মস্ত্রি কিবা শুনিয়াছ শাস্ত্রী মুখে । শুনায়ে সে সব কথা অশাস্ত হৃদয়ে শাস্তি, কর দান এবে ।

মন্ত্রী—শুন মহারাজ ! কুমারের মনোভাব জানিবার আশে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম শাস্ত্রী কাছে ; শাস্ত্রী বলিয়াছে মোবে, একদিন হুইজনে হেরিবারে স্বভাবের শোভা গিয়াছিল তারা ভ্রমিতে সে পার্বত্য প্রদেশে ; অকস্মাৎ হেবি পৰ্বত শিখরোপরে এক অপূৰ্ণ জ্যোতি মনোহর, শাস্ত্রী গিয়াছিল পৰ্বত শিখরোপরে কোতুহল নিবাসিতে, একা রাতি কুমারে শিলাপরে । হেন কালে কুমারে সংসারী হইতে দৈববাণী এক, হয়ে ছিলো কুমারের প্রতি, জানাইতে শিবের আদেশ, শিব দূত এক এসে ছিলো সেই কালে । দৈববাণী আর শিবাদেশ শুনিয়া কুমার, প্রতিজ্ঞা করেছেন সংসারী হইতে । তাই বলি কুমার নিশ্চয়ই হইবে সংসারী ।

বাজা—মস্ত্রি ! জুড়াল হৃদয় মোর শুনি তব কথা ।

(স্বঃ) বাগাধঃ ! এত দিনে পড়েছে কি মনে পুনঃ এ দীন গন্ধৰ্বরাজে ।

(প্রঃ) মস্ত্রি ! সত্য যদি পুত্র মোর চয়েহে সংসারী, তবে করহ এবে, যা হয় বিহিত ।

মন্ত্রী—নিশ্চিত থাকুন মহারাজ, দেবাদেশ ব্যর্থ নাহি হবে । নিজে মহেশ্বর প্রেরিয়াছেন দূত তাঁর । দূত মুখে শুনি শিবাদেশ, প্রতিজ্ঞা করেছেন সংসারী হইতে, অবস্থাস করিবার নাহি প্রয়োজন ।

রাজা—মস্ত্রি ! তবে বিলম্ব আর কিবা ফলোদয় । আদেশেহ' রাজ-দূতগণে, অবেষণ করে যেন তারা, সৰ্ব্ব সুলক্ষণা কস্তা রত্ন, যেবা মোর হবে পুত্র বধু ।

মন্ত্রী—মহারাজ ! ওই যে কুমার আসিছেন এই দিকে । জিজ্ঞাসিলে  
ঠাৱে, মনোভাব জানাযাবে পরে ।

রাজা—মুগ্ধ ! কোশলে জিজ্ঞাসা কবিয়া তাবে, অবগত হও মনোভাব ।

( উপবর্হনের প্রবেশ )

মন্ত্রী—কুমার ! এহেন সময়ে কি হেতু আগমন তব ? কুশল সংবাদ  
দানে কর সুখী মোবে ।

উপবর্হন—মুগ্ধবব ! দেবতা ব্রাহ্মণ আব গুরুজন আশীর্বাদে, সমস্ত  
মঙ্গল, কিন্তু—

রাজা—বৎস্য ! কিন্তু কিবা ? কি অভাব তব ? যাতে তুমি হওবে  
হুঃখিত ? প্রকাশ কবিয়া বল, মনেব বাসনা কিবা তব ?  
পুরাইব আশা এই দণ্ডে ।

উপবর্হন—পিতঃ ! তব আশীর্বাদে পার্থিব অভাব  
মোব নাহি আছে কিছু । পারত্রিক  
কার্য্য কিছু না হলো জীবনে ।  
শৈশবেতে ভুলেছিলাম কবি মাতৃস্তন পান,  
যৌবনেতে ভুলে আছি করি তব  
বাক্য সুধা পান । ভেবে ছিলাম মনে  
শেষের কদিন হরি নামামৃত পানে  
কাটাইব কাল, এবে দেখি বিফল বাসনা মম ।

মন্ত্রী—কুমার ! বুঝিতে না পারি,  
কেন যে বিফল তব হইবে বাসনা,  
হরিভক্তি জনের, বাসনা বিফল, কভু নাহি হয় ।

উপবর্হন—মুগ্ধবর ! জগতের জীব মাত্রেই

বদ্ধ সবে, সেই বিশ্বনিয়ন্তার ঘোর  
মায়া জ্বালে । সেই মায়া জ্বাল, জীব সব  
না পারি করিতে ছেদন, ঘোর মোহে  
হয়ে অভিভূত, ঝাঁপ দেয় তারা সেই  
বিপদ সঙ্কুল সংসার সাগরে ।  
অনিত্য সংসার প্রেমে মুগ্ধ হয়ে জীব,  
ভুলে যায় সবে সেই নিত্য নিরঞ্জন ।  
মোর ভাগ্যে বুঝি তাই ঘটিল এবার

বাজা—বৎস কেন রে অধির এত ?

হরিভক্তি জনের কি করিতে পারে সংসার  
মায়ায়, যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র আদি সকলেই  
সংসার মায়ায় মুগ্ধ । নিজে মহেশ্বর  
সংসার মায়ায় মুগ্ধ অলুক্ষণ । তাইবোলে  
হরিপদার বিন্দু চিন্তায় বিবত কি তিনি ?  
তুমি যারে কর ধ্যান, যোগী ঋষি আদি  
যারে করে ধ্যান, ব্রহ্মাদি দেবগণ যারে  
করে ধ্যান, সেই অনাদি অনন্ত নিত্য নিরঞ্জন  
হবিও সংসারে আবদ্ধ । অত্ন পারে কিবা কথা ।

উপবর্জন—পিতঃ ! তবে সংসার আবদ্ধ জীব, কেমনে পাইবে মুক্তি ?

বাজা—শুন বংশ সাক্ষীতাব দেখ হরিভক্ত

এব আর প্রহ্লাদে, ঘোর সংসার  
মায়ায় আবদ্ধ হইয়ে, মুক্তি লাভ  
করিয়াছে তারা, বৈকুণ্ঠেতে স্থান  
তাদের দিয়াছেন হরি ।

উপবহ্ন—( স্বঃ ) এক বার পিতৃ আজ্ঞা অবহেলা করি, পিতৃ শাপে জন্মিয়াছি গন্ধর্ব্ব কুলেতে। আবার সেই পিতৃ-আজ্ঞা। ( প্রঃ ) পিতঃ! মোহ অন্ধকার ঘুচিল আমার। তব আজ্ঞা করিব পালন, সংসারী হইব নিশ্চয়। এবিবে আজ্ঞা দেহ মোরে যাইতে সে গণ্ডকী নদীতে স্নান হেতু। স্নান করি ফিরিব অচিরে।

রাজা—বংশ বাধা নাহি দিব তাতে। কোটী গ্রহণেব ফল গণ্ডকীর স্নানে। সঙ্গে লয়ে দাস দাসী স্নান করে এসো ফিরে। মন্ত্ৰী! আদেশেহ ভূত্যাগণে প্রস্তুত থাকিতে সবে শকটাদি লয়ে। আদেশেহ কোষাধ্যক্ষ ধন রত্ন লয়ে সঙ্গে যেন যায় সে।

মন্ত্ৰী! কুমার! আদেশেহ মোরে কিবা হবে প্রয়োজন।

উপবহ্ন—ধন রত্ন শকটাদির নাহি প্রয়োজন, শ্রীহরিব দাস আমি, দাস দাসীর নাহি প্রয়োজন।

মন্ত্ৰী—রাজপুত্র আপনি কুমার, রাজপুত্র সম যাইবেন স্নানে।

উপবহ্ন—মন্ত্ৰী রাজপুত্র বটে আর্ম, কিন্তু শ্রীহরির শ্রীচরণের দাস

রাজা—বংশ কেমনে পাঠাব তোমায় একাকি সে স্থানে, হেথা হতে বহুদূর প্রবাহিতা হন যথা সে পূণ্য সলিলা গণ্ডকী।

উপবহ্ন—পিতঃ! ভয় কিবা? নারায়ণ রক্ষিবেন মোরে।

রাজা—যাও বংশ, বাধা নাহি দিব তোরে, স্নান করি গণ্ডকী নদীতে, অচিরে ফিরিবে ঘরে, তব প্রতীক্ষায় থাকিলাম হেথা।

উপবহ্ন—পিতঃ! প্রণিপাত তব পদে।

(প্রস্থান)

রাজা—মন্ত্ৰী! চল মোরা যাই এবিবে।

( উভয়ের প্রস্থান )

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

চিত্ররথ গন্ধর্বের বাটী

( স্বয়ম্বব সভা )

রাজা, বাজ পুত্রগণ আসীন ।

দৌবারিকগণ, ভ্রাক্ষণগণ ।

( ভাটের প্রবেশ )

ভাট—এনাং কত্থানাং ; বরানাং, আশীর্বাদ মস্ত ।

এই যে সব রাজ পুত্রেরা দ্বিপস্তিত হয়েছেন দেখ্‌চি । এখন পাত্রী  
এলেই শুভ কার্য্য নিম্পন্ন কবেদি ।

( তোরণ দ্বারে )

( বাস্ত ভাবে, দ্রুতবেগে গোবিন্দ দাসেব প্রবেশ )

গোবিন্দ—( উঠেঃস্বরে ) হাঁ, হাঁ, হাঁ, খুড়ি, খুড়ি বন্দকর, বন্দকর, ভট্ট—  
মহাশয় । আমার নিমন্ত্রণ হয় নি ।

( প্রবেশের চেষ্টা )

( দৌবারিকগণ কর্তৃক গতিরোধ )

গোবিন্দ—তোমরা কে বাবা সমুদ্রের মত রাস্তা আগলে দাঁড়িয়ে আছ ?  
আবার গুতোটা গাতাটাও লোক জনকে দিচ্চো তাও দেখ্‌চি ।  
বে বাড়ীতে লুচি মোণ্ডার বদলে, এই ব্যবস্থা হয়েছে নাকি ?  
আচ্ছা জমাদার জি, আমাদের জন্তে তো গুতোয় বন্দোবস্ত, রাজ



পুত্রদের জন্ম কি বন্দবস্ত ? যাগ্, আমায় ভেতরে মেতে দাও,  
চাঁদ আমার । ’

( প্রবেশের চেষ্টা )

১ম দৌ—( গলাধাক্কা দেওনাস্তব ) তফাৎ যাও ।

গোবিন্দ—আরে, আরে কেউ দেখতে পাবে, দেখতে পাবে । ধাক্কা  
টাক্কা গুলো একটু আস্তে দাও না চাঁদ আমার, মুণ্ডুটা ধড় থেকে  
ছিঁড়ে মাটিতে পড়ে যাবে । আর যা বিরেনববই সিকের ওজনের  
গুতো মারচো, তাতে বিষ্ণু পাজরার হাড়গুলি যে আদত বাড়ী ফিবে  
যাবে তাতো বোধ হয় না ।

২য় দৌ—আরে বুড়বাক্ তোম্ কোন্ হ্যায় ?

গোবিন্দ—( স্বঃ ) এ শালারা যে রকম তোম্ হাম্ কচ্ছে তাতে তো দেখ্চি  
কাজ সহজে মিটবে না ( প্রঃ ) হাম্ তোমারা সম্বন্ধী হ্যায় । ( স্বঃ )  
ইস্ কি বলতে কি বলে ফেল্লুম, বোধ হয় এ শালারা বুঝিতে  
পাবিনি । ( প্রঃ ) জমাদাবজি হ্যাম্ গোবিন্দ দাস হ্যায়, (ধীরে ধীরে)  
আর তোমার বুনই হ্যায় ।

১ম দৌ—কেঁও ? কেয়া বোলা ? ( মারিতে উদ্ভত )

গোবিন্দ—( উচ্চৈঃ ) জমাদার জি ! জমাদার জি ! হ্যাম্কে মত  
মারো, হ্যাম্ কৃষ্ণেব জীব হ্যায় পুটকরে মরযাগা পিছু হ্যামকো  
ভাগড়্ মে তোম্কে ফেল্নে হোগা ( স্বঃ ) ইস্ আবার কি বলতে  
কি বলে ফেল্লুম । ( প্রঃ ) না না জমাদার জি ! ভাগড়্ মে নেই  
শ্মশান মে লেযানে হোগা । এই জমাদার জি ! হ্যাম্ তোম্বা  
গলাবাজিমে ভয় কর্তা নেই লাঠিবাজিমে আও দেখা যাগা ।

( বন্ধ পরিকর হইয়া প্রবেশের চেষ্টা )

১ম দৌ—কিন্ গুল্ মুল্ করেরা তো, তেরা হাড়ি তোড় দেজে ।

গোবিন্দ—দেখে ফেঙ্গে কিছু বুঝিনে কিছু লেঙ্গে ? এইবাব যে, চাঁদ বদনে আর হাঁস ধবে না ।; দেখ জমাদাব জি । তোমার দাড়িটা যেন চম্বি গকব লেজ ।

২য় দৌ—এ শালা বহুত বদমাইস আছে । লাটি খেল্‌নেকো মাংতা ?  
আও লাটি থেলো । ( লাটি লইয়া পবিক্রমণ )

গোবিন্দ—জমাদাব জি । হ্যাম যে লাটি বাডীতে ভুলে এইচি ।

১ম ও ২য় দৌ—মাবো শালাকো ( প্রহাব )

গোবিন্দ—( উচ্চৈঃ ) বাবাবে মলুম্বে মেবে ফেল্লেবে, দোহাই বাজার  
দোহাই প্রজাব, দোহাই সকলেব, আত্রক্ষ শুভু পর্য্যন্ত ।

১ম দৌ—এ বড়বাক্ বহুত চিল্লাতা, ( মাঝিতে উত্তত )

গোবিন্দ—দোহাই হাব, দোহাই শিব, দোহাই সপ্তি মাখাল, তেত্রিশ কোটি  
দে তা ( কাঁদিতে কাঁদিতে ) আচ্ছা শালাবা এত্না জোরসে মারতা  
কাহে । ( উচ্চৈঃ ) দোহাই আল্লা, দোহাই যীশুকৃষ্ট ।

ভাট—( সভা মধ্য ভিত্তে ) ও দিকে ও কিসের গোলমাণ হচ্ছে ?  
গোবিন্দ দাসেব গলাব মত বোধ হচ্ছে না ? ঠিক্ তাইতো বটো  
ওটা আবাব এখানে এলো কেন ? এখুনি কি একটা হাঙ্গাম  
বাধিয়ে বস্বে ।

গোবিন্দ—দোহাই গ্রামেব দোহাই দেশেব ।

ভাট—আব বসাবে কি ? বসিয়েছে যাই দেখি । শ্রেয়াংসী বহ বিঘ্নানী ।  
( স্বসব্যস্তে অগ্রসব হইয়া ) আবে কে ও ? গোবিন্দ দাস ? হয়েছে  
কি ?

গোবিন্দ—( মাটিতে জুসুস্কান কবিতো কবিতো ) আমার মাতা আর  
তোমাৰ মুণ্ড ।

ভাট—আরে মাটিতে কি খুঁজ্‌ছো ?

গোবিন্দ—বিষ্ণু পাঞ্জরার হাড় খুঁজি ।

ভাট—মাটিতে কেন ?

গোবিন্দ—এই দু শালা যম দ্রুত যে মার মেরেচে, মারের ধমকে যদি খানা হাড় খসে মাটিতে পড়ে থাকে তাই খুঁজি ।

ভাট—( হাসিতে হাসিতে ) আবে তাও কি কখন হয়, তুমি কি পাগল হয়েচো নাকি ?

গোবিন্দ—আরে যাও না ঠাকুর, লাটির গুতো যদি দেখতে, তা হলে আর তোমার ঐ পোড়ার মুখে হাঁসি আস তো না । জমাদর জি তোমাদের ঐ লাটির গুতোটা ঠাকুরকে একবার দোঁথিয়ে দাও, দোঁহাই তোমাদের ।

ভাট—বলি গোবিন্দ, তোমার সঙ্গে এখন আমি পঞ্চায়েৎ কংগ্রেসে আসিনি আমি বেশীক্ষণ অপেক্ষা করতে পারবোনা হয়েচে কি ? ব্যাপাব খানা কি ?

গোবিন্দ—আচ্ছা আগে আমার ভেতবে নে যাও তবে বলচি । নয় এ শালাদের এখন থেকে নেড়ে নিয়ে যাও ।

ভাট—ভয় কি ! এস আমার সঙ্গে ।

গোবিন্দ—( প্রবেশকরনান্তর ) বলি ও সমুন্দিরে ! এই দেখ্ রাজ পুত্রের দেয় মত ভেতরে এসেচি । হ্যাঁ বলি ভাট মশাই ! দেশ শুদ্ধ রাজ্ রাজ্‌ড়ার নিমন্ত্রণ হলো, আমার নিমন্ত্রণ হলো না কেন ?

ভাট—আমি ভুলিচি, তুমি যে একজন ছোট খাটো রাজ পুত্র গ্রামে আছো, তাহা আমার অতো হুঁস ছিল না । এখন তুমি মানে মানে পালাও কি জানি যদি আর কারো নজরে পড়ে ।

গোবিন্দ—ভাট্ মহাশয় ! তোমার পায়ে পড়ি, আমার দয়া করে, ঐ দ্বাজ রাজ্‌ড়ার এক পাশে বসিয়ে দাও । তাহলেই বস্ ।

ভাট—কেন রাজ ক্ত্রে মালাবতীকে বে কববার ইচ্ছে আছে নাকি ?

কপালটাও চক্ চক্ কচে বটে । আচ্ছা তোমায় বসিয়ে দিচ্ছি  
কিন্তু কেউ যদি অন্ধচক্র দান কবে আমি দায়ীক না ।

গোবিন্দ—( উপবেশনান্তে ) ( স্বঃ ) এষে বেজায় নবম আসন দেখ্চি  
এ আসনে আমিত আমি, আমার চোন্দপুরুষ কখন বসেনি । ( প্রঃ )  
ভাট মহাশয় । আমার বড গবমি কচে, আমি এখানে একটু দাঁড়িয়ে  
হাওয়া খাই, আপনি দয়া কবে, বাজ কত্বেকে একবার আমার কাছে  
আনবেন ।

ভাট—অনভ্যাসে বিষং বিজ্ঞা, অজীর্ণে ভোজনং বিষম্ ।

বিষং গোপ্তী দাবিদ্রস্ত বৃদ্ধস্ত তবণি বিষম্  
এ বেটা আপনি ধরা পডবে দেখ্চি, তা আমি  
কি কব্বে । ( প্রঃ ) তুমি এই থানে বসো বাজ কত্বে  
এলো বলে । তুমি জোন্ চেবেক্ বর্জ্জুম ঠিক্ কবে বেখে  
আবাব তোমায় নে যেতে হবে ।

গোবিন্দ—( উপবেশনান্তে নানারূপ অঙ্গ ভঙ্গি প্রদর্শন )

মালাবতী ও শ্বেতা, পদ্মা, চিত্রা প্রভৃতি সখীগণের

( ববণ ডালা, ঝাবি, মালা প্রভৃতি লইয়া প্রবেশ )

গীত ।

রাগিণী জংলা তাল ঠুংরি ।

সখীগণ—উলু ধনি দেগো তোরা উলু ধনি দে,

আজ আমাদের দেখন হাঁসি মালাবতীর বে ।

যত সব নবীন নাগর, রসেব সাগর

দেখ্লে তোরা ঐ এসেছে ।

কারোচুল বাবুর কাটা, কারো আবার সিতে কাটা  
 কারো আবার গোপের জোড়ার বাহার দেখে কে ?  
 কেউ আড় নয়নে চায়, কেউ গলার সাড়া দেয়,  
 ( আবার ) টুস্কি দিয়ে, হাই তোলে কেউ  
 করবে বোলে বে ।  
 আবার যেটা নাদা পেটা, হয়লো সেটা ঠেঁটার ঠেঁটা,  
 দেখলো সই নয়ন ভোরে মুচ্কে হাঁসে যে ॥

ভাট—শুন শুন সভাস্থ ব্রাহ্মণ মণ্ডলি !

গন্ধর্ব্ব কুলের শ্রেষ্ঠ নাম চিত্ররথ, কন্যাতায় মালাবতী হবেন স্বয়ম্বর ;  
 আশীর্বাদ করুন সকলে ।

ব্রাহ্মণগণ—স্বস্তি, স্বস্তি ।

( মালাবতী সখীগণ সহ রাজপুত্র গণের নিকট অগ্রসর হওন ও  
 রাজপুত্র গণের স্ত্রীলোকত্ব প্রাপ্ত হওন )

ভাট—( পলায়নোত্তত )

গোবিন্দ—হাঁ ; হাঁ ; ভট্ট মহাশয় ! কোথা যান ? আমার বে-টা  
 দিয়ে যান ।

ভাট—( চক্ষু বুঝিয়া ) অহং জননীশ্চ একমাত্র পুত্রঃ

নচঃ কন্যাং নচঃ স্ত্রীবং,

য পলায়তি সঙ্গীবতী ।

( পুনঃ পলায়ন উত্তত )

গোবিন্দ—হাঁ হাঁ ভট্ট মহাশয় ! একটুকু সব্ব করুন সব্বরে মেওয়া ফলে,  
 আমি নয় বংশীধারীর শিষ্য, আপনি যে আসধারণীর শিষ্য লড়ায়ের  
 সময় পালালে চলবে কেন । ( ভীত স্বরে ) ও কি ? ও কি ?  
 সর্ভাশুদ্ধ রাজা, রাজপুত্র সব মেয়ে মানুষ হয়ে গেল দেখছি যে,

তাইতো তাইতো কি কবি, কোন্ দিক্ দে পালাই। ( উচ্চৈঃ )

ভট্ট মহাশয় । ও ভট্ট মহাশয় !

( পলায়নোত্তত )

ভাট—অহং গবৌ, ত্বং গবৌ, এই দয়োগর্বৌ চলং পলায়নং কবিষ্যে ।

গোবিন্দ—সেটা ঠিক্ সেটা ঠিক্, সেটা ঠিক্ ।

( উভয়েব পলায়ন )

চিত্রা—( বিস্মিত ভাবে ) ওলো খেতা ! ওলো পদ্মা । এসব কি লো ?

এ কি হলো লো ? সভাপুত্র বাজা রাজপুত্র, সব রাজ কন্তে হলো

যে দেখেচি ; এ কি ভাই এ আশাব কি ভাই ?

পদ্মা—তাইত লো । ঐ দেখ্ ভাই, ভাট্, বামুন চাপরাশি, দরওয়ান  
সব পালাচ্ছে ।

খেতা—আমাদের বাজ কন্তে ত রাজপুত্র হয়ে যায় নি ? তা হলেই  
মস্কিল ।

চিত্রা-- তোমরা রাজ পুত্র তব্বে চিস্ কিনা আগেতা দেখ্ ।

পদ্মা—ওলো উ কি কথা লো ? আমার ভাই বড় ভয় কচ্ছে । কি জানি  
ভাই যদি পুরুষ মানুষ হয়ে পড়ি, তখন কি হবে ।

খেতা—তাতেই বা ভাবনা কি লো ? আমাদের দেখ্ন হাঁসি তোকে  
বে করবে ।

পদ্মা—ওলো খেতা ও সব কথা ত্রখন ছেড়ে দে, এখন আমরা পালাই  
চল্ । দেখন হাঁসিকে নিয়ে গিন্নি মার কাছে পৌছে দিইগে চল্ ।

( সকলের প্রস্থান )

সঙ্গে স্ত্রী রূপধারী রাজপুত্রগণের প্রস্থান । )

# তৃতীয় অঙ্ক ।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

( গগুকা নদী তীর )

উপবহন ও শান্তশ্রীব প্রবেশ ।

উপ—সখা ! এই ত সেই পুণ্য সলিলা গগুকা ।

হের হেব সখা ! এই দূব প্রবাহিনী স্রোতস্বিনী  
প্রেমানন্দে হয়ে উন্মাদিনী, প্লাবি ছই তীব্  
উর্ধ্বমালা রূপ দন্ত বিকাশি, উপহাসি,  
কুল্ কুল্ স্বরে বলে যেন মোবে, ও রে ও  
গন্ধর্ব কুমার জগত জীবের জীবনের স্রোত  
বয়ে যায়, এই রূপ মোর মত । দ্যোখো দ্যোখো  
চেয়ে, ঐ শুক তৃণ পত্র আদি কত, ভীষণ  
তরঙ্গাধাতে হয়ে জজরিত, কভু উঠে, কভুপড়ে  
কভু হেলে ছলে ভেসে যায়—

অনন্ত সাগরে বক্ষ দিয়ে মোর্ ।

জগতের জীব ও শুক তৃণ পত্র সম, ~~যে~~ যায়  
জীবনের স্রোতে, ভীষণ তবঙ্গাধাতে ~~হয়ে~~  
জজরিত, উঠে পড়ে চলে যায়—  
মিসিতে সে অনন্ত কালেতে ।

বলে যেন পূণ্যতোয়া গণ্ডকৌ আমারে,  
ওরে ও গন্ধর্ব্ব কুমার, যারে তুমি কর আরাধনা  
সেই অনাদি অনন্ত, দেব নারায়ণ, শালগ্রাম  
শিলা রূপ ধরি, করে বাস আমাব উদরে ।  
ভাগ্যং ফলতি সর্বত্র, নচঃদৈব, নচঃ পুরুষাকার ।  
ওই শুন সখা, শাখীপবে এসে পাগো,  
কুজনিয়া বলে যেন মোবে, ওহে ও রাজার কুমার,  
এই দেখ মোরা দাম্পত্য প্রণয়ে আবদ্ধ হইয়ে,  
দ্বারা পুত্র লোয়ে, বাঁধি নীড় থাকি স্নেহে মোরা,  
তাই বোলে, কুণ্ঠিত কি নারায়ণ,  
কৃপাবিতরণে আমাদের প্রতি ? তবে কেন তুমি  
দ্বার পরিগ্রহে বিরত এখনও ?  
ঐ যে দেখিছ গিরি, তুমারে আবৃত, চূড়া যার চলে গেছে  
অত্র ভেদী বিমান পথেতে, উপদেশ ছিলে  
বলে যেন মোরে, ওহে ও গন্ধর্ব্ব কুমার,  
যুগ যুগান্তর হতে থাকি এই খানে, দেখিয়াছি  
কত শত রাজা মহারাজে, কত শত যোগী ঋষি গণে.  
কত শত নাগ, নর, দেবতা গন্ধর্ব্ব,  
আটশষ সংসারেতে থাকি, যৌবনেতে  
দ্বারা পুত্র লোয়ে, সংসারের স্নেহ, করি  
উপদেশ, যাঁ কার্যক্যেতে প্রেমাকুর হইলে উদ্ভূত  
দ্বারা পুত্র রাখি সাবধানে, আমারি গহবরে  
বসি প্রেমাম্বল প্রেমাত্ম করি বসিষণ,  
মুক্তি লাভ করিয়াছে তারা । সাক্ষী তারদেখ



আমি নিজে হঠাৎ পাষণ, পাষণে গঠিত  
 হৃদয় আমার, তবু ঐ দেখ চেয়ে  
 ঐ আমার প্রেমময়ী প্রাণেব প্রতিমা  
 গণ্ডকী আমার, প্রেমানন্দে হয়ে বিগলিত  
 প্রোমকে প্রেমের ধারা বুঝাবার তরে,  
 প্রেম ধারা রূপে দেহ হতে মোর  
 বিনিস্থতা হোয়ে, ঘাত প্রতিঘাত রূপ তবঙ্গ আঘাতে  
 পাদ প্রক্ষালন করে মোর সন্ধ্যা ।  
 ঐ দেখ ঐ দেখ আমার হৃদয় ছায়া ধবিয়াছে  
 গণ্ডকী আমার । তাই পাঠিয়াছি  
 কীটরূপী নারায়ণে । রাখিয়াছি হৃদয়েতে তাঁরে  
 সযতনে । সখা ! ঐ গণ্ডকী বার বার  
 বলে যেন, “প্রেম বিনা কাব্য সিদ্ধি না হইবে মোর”

শাস্ত্রী—সখা ! দেবাদেশ কভু বর্থ নাহি হবে ।

দাম্পত্য প্রণয়ে বদ্ধ অচিরে হইবে ।

উপবহন—সখা ! সখা ! আবার আবার ঐ

ত্রিশূলেব ছায়া দেখা যায় গণ্ডকীর জলে ।

( জাহ্নু পাতিয়া কুতাজ্জলি পুটে ) বাগাঘর ! পড়িল কি  
 মনে, এই দীন হীনে, এত দীন পরে পুনঃ ?

( ত্রিশূল হস্তে শিবদূতের প্রবেশ )

শিবদূত—হর হর শঙ্কর ।

উপবহন—( কুতাজ্জলি পুটে ) বলুন দেব, কিবা আদেশ

মোর প্রতি বাগাঘরের ? প্রস্তুত এখনি পাণিতে  
 তাঁহার আজ্ঞা ।

শিবদূত—শুন ওরে গন্ধর্ব্ব কুমার ! বোধেশ

জানাতে তোমারে, আসিয়াছি পুনঃ হেথা ।

আজ শুভদিন শুভলগ্ন উপস্থিত ।

এই শুভ লগ্নে তুমি হবেরে সংসারী ॥

সঙ্গিনীগণ সনে জল ক্রীড়া হেতু, আসিতেছে

চিত্ররত কল্যাণ স্বাধবী মালাবতী । ঈশানীর বরে

বসিতে তোমারে । শঙ্কর আদেশে প্রেরিয়াছেন

কোটা সহ অক্ষয় সিন্দূর আপনি শঙ্করী ।

মালাবতী তব গলে দিবে কুলমালা । সেই কালে

দিবে তাবে অক্ষয় সিন্দূর সীমন্ত মাঝারে তার ।

এই লগ্নে অক্ষয় সিন্দূর ।

( প্রদান )

যাই আমি, থাক প্রতীক্ষার, বিলম্ব নাহিক আর,

যত্নে রেখো অক্ষয় সিন্দূরে ।

আশীর্বাদ করি, স্বামী সোহাগিনী হবে ।

হর হর শঙ্কর ।

( প্রস্থান )

উপবর্হন—সখা ! সখা ! কৈ ? কৈ ? আমার

হৃদয় বিহারিণী চিত্ররত কল্যাণ মালাবতী কৈ ?

( কৃতাজ্জলি পুটে ) ( স্বঃ ) নারায়ণ ! তবদেশ করিতে

পালন আসিয়াছি হেথা । বাচাধর !

সংসারী করিতে মোরে, কেন যে প্রয়াস তব

বৃদ্ধিতে না পারি । জানিভাম আগে,

সংসার অসার, সংসারে আবদ্ধ জীব

মুক্তি নাহি পায় ; এবে দেখি, সংসারি হর

এক মাত্র মুক্তির সোপান ।

শান্তপ্রী—সখা ! বুকে দেখ মনে, সংসারী না হইলে হৃদয়েতে নাহি হয়  
মায়া'র সঞ্চার, আবার মায়া না জন্মিলে হৃদে, প্রেমের না হয়  
বিকাশ । বিনা প্রেম, মুক্তির নাহিক উপায় ।

উপবর্হন—সখা । সত্য যদি সংসারই হয় মুক্তির সোপান,  
তবে আর বিলম্বে কিবা ফল ।  
চল যাই দেখি গগণে, কোথা সেট,  
প্রাণের প্রতিমা মালাবতী মোব ।

শান্তপ্রী—সখা ! সখা । বোধ হয় এইটিকে আসে কোন তাপসপ্রদান  
মুণিসত্তম বশিষ্ঠ বিবিতা মনে হয় অমুভব ।

### ( বশিষ্ঠের প্রবেশ )

বশিষ্ঠ—শিবশস্তো । শিবশস্তো ! শিবশস্তো ।

উপবর্হন—( কৃতাজলিপুটে ) তাপসেন্দ্র ।

জীবন সফল মম তব দবশনে ।

কৃতার্থ ককণ মোবে দিগে পদধূলি ( পদধূলিগ্রহণ ) ।

বশিষ্ঠ—মনবাঞ্ছা পূর্ণ হ'ব হউক সত্তবে ।

গন্ধকুমাৰ ! এখনও আছে কিবে চিত্তের বিকাৰ ?

উপবর্হন—তপোধন ! হেন কথা কি হেতু জিজ্ঞাসিলেন মোরে ?

বশিষ্ঠ—( স্বঃ ) জানি আমি সব, কে যে তুমি । মোর আশীর্বাদে,  
দেবাদিদেব শঙ্করের ববে, নাবায়ণের অশে, গন্ধর্করাজ্য ঔববে  
জন্মতব । ভক্তচূড়ামণি তুমি, তাই আসিগাছি দংশন আশে তব ।  
( প্রঃ ) ওবে গন্ধর্ককুমার । জানি আমি দেবাদেশ তব  
প্রতি সংসারী হইতে ; জানি আমি শঙ্কর আদেশে, অক্ষয় সিন্দূর  
প্রেবিগ্নাছেন আপনি শঙ্করী । তাহাতেও কি গুচে নাই

চিন্তেব বিকাব ভব ? তাই বংশ জ্ঞানিতে বাসনা এবে,  
কিবা ইচ্ছা তব ?

উপবর্জন—তপোবন । সত্য বটে, এখনও লম্ব অন্ধকাব

যায নাই মোব । বুঝিতে না পারি, সংসার-

আবদ্ধ ছাপ কেমনে পাইবে নিস্তাব ।

এই লম্ব অন্ধকাব মোব ককণ নিবাবণ ।

শিশু প্রব ও অবোধ বালক । কাহাবে পাইতে,

কাহাবে জানতে, কাহাবে দেখতে, মুক্তি চাহ তুমি ?

মুক্তি আশ কব কি কাবণ ?

উপবর্জন—দুঃখব । পাইতে সেই 'নিত্য' নিরঞ্জন নাবায়েণে ।

অন্ত কিছু ছাদে নাহি পায় স্থান ।

শিশু—তবেব অবোধ বালক । যাগারে পাহতে এত

কব আবিধান, সেই সাবনেব ধন

নিত্য নিবঞ্জে কব অবহেলা ?

যাগার আদেশে, গ্রাহ উপগচ্ছসহ

কোটা বসুন্ধরা ঘূর্ণিত হতেছে সদা

আপন কক্ষেতে । যাগার আদেশে

চন্দ্র সূর্য্য তাবা, দিবানিশি ঘুরিতেছে

আপন মণ্ডলে । যাগার আদেশে

মেঘদল সদা কবে, বাবি ববিষণ ।

যাগার আদেশে সদা বহে সমীরণ ।

যাগার আদেশে ফলফুলে স্নোভিত

হয় বৃক্ষগণ । অনন্ত জ্যোতিতে যার

দীপ্ত সদা জ্যোতিষ্ক মণ্ডল । ওয়ে ও অবোধ

বালক ! তাঁহারি আদেশ তুমি কর অবহেলা ?

ঐ দেখ চেয়ে ঐ স্ননীল আকাশে,

তুলারাশিসম ঐ জীমুতের দল,

উষ্ণ করিতে এই ধরাতল, পবন তাড়নে

উড়ে যায় বরিষণতরে দূর দূরান্তরে ।

তুমি কিরে মনে কর, এষ্ট সব আপনাতে হয় ?

যাঁহারি আদেশ তুমি কর অবহেলা ;

তাঁহারি আদেশে সব হতেছে সাধিত ।

তুমি নিজে হয়ে জাতিশ্বর, কেন তবে

ভুলে যাও নিত্য নিরঞ্জন ।

জানি আমি, সমাধিতে দেবকার্য্য

ভূবে আছি কিছুদিন বিন্ধুতির জলে ।

( উপবর্হনের চক্ষুস্পর্শ করিয়া ) গন্ধর্ব্বকুমার !

এইবার দেখে দেখি কে তুমি ?

কোথা হতে, কি কারণে আসিয়াছ হেথ ?

উপবর্হন—(কৃতাজ্জলিপটে) নারায়ণ ! বুঝিলাম কিবা ইচ্ছা তব । (প্রণাম)

মুণিবর ! প্রম অঙ্ককার এবে ঘুচিল আমার ।

অমুমতি করুন আমারে, এষে কি কার্য্য করিতে হবে ।

বশিষ্ঠ—ওরে গন্ধর্ব্বকুমার ! ঐষে দেখিছ দূরে

প্রস্তর নির্মিত সোপান রাজি, তীর হতে

স্পর্শিয়াছে গণ্ডকীর জল । যাও তথা;

অদূরে দেখিবে এক ক্ষুদ্র উপবন । লুকানিত থাক তথা,

জলজীড়া হেতু এখনি আসিবে তথা

চিহ্নরত কল্যাণাঙ্কী মালাবতী । অস্ত শুভলগ্নে

দৌহে হইবে মিলন । বাই আমি, যাও এবে,

প্রতীক্ষা করগে ত্বর । সময়েতে দেখা হবে পুনঃ ।

উপবর্হন—সুগিবর ! প্রণাম চরণে তব । আশীর্বাদ করণ আমারে ।

( উভয়ের প্রণাম )

বশিষ্ঠ—মনবাঞ্ছা পূর্ণ হোক তব । দেবকার্য সাধরে সত্বর ।

শাস্ত্রী—জয় হরিনারায়ণ ।

বশিষ্ঠ—শিবশস্তো ! শিবশস্তো ! শিবশস্তো !

( সকলের প্রস্থান )

## দ্বিতীয় গর্ভাঙ্ক ।

গণ্ডকী তীরস্থ স্নানের ঘাট ।

সখীগণ সহ মালাবতী ।

( গীত )

রাগিণী বেহাগ তাল কাওয়ালি ।

মালাবতী—যদি কিবা শোভা ( ঐ ) গণ্ডকীর জলে,

প্রাণ মোহিত হলো, ছেঁড়ি ঐ তরঙ্গ হিলে'লে ।

বড় আশা করে, এগেছি মা তব তীরে,

মনবাঞ্ছা পূর্ণ কর মা, অচিরে ;

ভুলেছি মা বেদ পুরাণে, গর্ভে ধর নারায়ণে

তাই যদি মা তোর চরণে ; 'নারায়ণ' বৈদ্য জানিস্ বলে ।

( ସ୍ଵ: ) ମା ଗଞ୍ଜକୌ ! ମା ସର୍ବମଙ୍ଗଳେ । କୈ ମା ?

କୈମା ଆମାବ ଝିନିବ ମତନ ପତିବନ ?

ଦିନେବ ପବ ଦିନ ସାୟ ସନ୍ଧେ ସନ୍ଧେ ଆମାବ

ଜୀବନେବ ସ୍ରୋତଓ ବହେ ସାୟି ।

୧ମ ସଖି—ଭାଉଁ ମାଳାବତୀ । ତୁହି ବିଡ୍ ବିଡ୍ ବରେ କି ବକଟିସ ଭାଉଁ ?

ଚୈଚିରେ ଚୈଚିରେ ବଲ୍ନା ଭାଉଁ, ଆମବା ସମ୍ପାହି ଶୁନି ।

୨ୟ ସଖି—ଓଲୋ ସଖିର ଆମାବ ମନେବ ଆଶ୍ଵନ, ଭେତବେ ଢଳେ ଉଠେଛେ,

ମୁଖ ଦିଏ ତାର ଠାଉଁ ବେକରେ, ତୋବ ଆମାର ସାଧ୍ୟ କି ସେ,

ସେ ଆଶ୍ଵନ ନେବାଉଁ । ସକଳେ ମିଳେ ଜଳେବ ଜୋଗାଡ଼ କହ୍ତେ ପାବିସ ତୋ

ସଖିବ ମନେବ ଆଶ୍ଵନ ନେବେ ।

୩ୟ ସଖି—ଓମା ଅବାକ୍ କଲ୍ଲି ସେ; କେନ ମା ଗଞ୍ଜକୌ ତୋ ସାମନେ, ଝବ

ଅତୋ ଜଳେ ଓ କି, ସଖିବ ମନେବ ଆଶ୍ଵନ ନିବ୍ବେନା ?

୪ର୍ଥ—ତୁହି କି ଶ୍ରାକା ଲୋ, ମନେବ ଆଶ୍ଵନ କି ସେ ଜଳେ ନେବେ ନାକି ?

୧ମ—ଶୁଧୁ କି ମନେବ ଆଶ୍ଵନ, ତାବ ସନ୍ଧେ ମନ୍ତ୍ର ତେଷ୍ଟାଓ ମେଶି ।

୩ୟ—ଆ ପୋଡ଼ା କପାଳ. ତବେ ଏକଟା ସୋଡ଼ା କି ଲମନେଟ ଏନେ ଦିଉଁ ନା,

ଏଥନି ପେଟ ଫାଁପା ଗବହଜ୍ଜମ୍, ଜଳ ତେଷ୍ଟା ସମ ଠାଣ୍ଡା ପଡ଼ବେ ଏଥନ ।

ମାଳାବତୀ—ଏକି ଭାଉଁ ତୋଦେବ ଜାହେ କି, ମନେ ମନେ ଠାକୁଦେବ ନାମଓ

କରୁତେ ପାବରୋ ନା ?

୧ମ ସଖି—ଭାଉଁ ଭେଞ୍ଜୁଚୁବେ ବଲ୍ନା ସଖି ।

୩ୟ ସଖି—ଓଲୋ ବୁଝାଚି ବୁଝାଚି ପ୍ରାଣେବ ଠାକୁରକେ ଡାକୁଚେ । ଚଲ୍ଲୋ ଚଲ

ଆମରା ଏଥାନ ଥେକେ ଏକଟୁ ସବେ ଯାଉଁ ମନେ ମନେ, ଚୁପି ଚୁପି,

ଚୈଚିରେ ଚୈଚିରେ, ଶୁରେ ବସେ, ଏଢ଼ିରେ ଗଢ଼ିରେ ଧାଁ ଇଛେ ଭାଉଁ କରେ,

ପ୍ରାଣେବ ଠାକୁରକେ ଡାକୁକ୍ । ଆମରା ଓଁ ବନ ଥେକେ

ଫୁଲ ତୁଲେ ମାଳା ଗେଁଥେ ଆନି ଚଲ ।

গীত।

সখীগণ—আয় লো আয় সবাই মিলে ফুল তুলি গে আয়

তুলে ফুল গাঁথবো মালা, পবাব মোঁবা সখিব গলায়।

১ম ২য়—ফুল তুলিব তোঁডা বাঁধিব।

৩য় ৪র্থ—ফুল তুলিব মালা গাঁথিব।

সকলে—( আবার ) সাজিয়ে দেব ঐ সখিব খোঁপায়।

১ম ২য় ওলো ওলো ঐ লো।

৩য় ৪র্থ—কিলো কিলো কৈলো।

সকলে—দেখ্‌লো দেখ্‌লো ঐ প্রজাপতিলো, উড়ে বস্‌লো ঐ মালাবতীৰ  
গায়। ( মালাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান )

গণ্ডকী নদী তীরস্থ উপবন।

উপবহণ ও শাস্ত্রী।

উপবহণ—সখা! শিবাদেশ বুঝি ব্যর্থ হ'লো এনে।

( জোড়হস্ত নাবায়ণ। তব হৃচ্ছা বুঝি পূর্ণ নাহি হয়।

সখা! সখা! ঐ, ঐ, ঐ, আমার প্রাণের প্রতিমা,

ঐ বুঝি আমার হৃদয় বিহাবিণী চিহ্নবত কল্পা মালাবতী।

সখা! দেখ দেখ অদূবে ঐ গণ্ডকী সোপানোপবে

কে ঐ বমনী বয়েচে দাঁড়িয়ে? অহা মবি মবি,

কিবা মানস মোহন অপকপ কপ। মনে হয় মোব,

পূর্বে কোথা হেরিয়াছি ঐকপ,

ব্রহ্মলোকে, কি শিবলোকে অথবা গোলকে।

সখা! বীণাধস্ত্রে আব মোব নাহি প্রয়োজন;



বীণাবস্ত্রে আর কিবা কাজ । ভীষণ সংসার,  
সম্মুখে আমার । রে বীণে ! এত দিন যত্ন কবে  
রেখে তোর, ভাসাইব আজ বিন্দুতির জলে—  
কিছুদিন তরে । সখা এই লগ্ন ধর ধর  
আমার সাধের বীণা ; যত্ন করো যত্নে রেখে,  
এই মিনতি মোর, হরিনাম মিশ্রিত বীণার মধুর ঝঙ্কার  
শুনাইওরে শেষের সে দিনে ।

( মালাবতীর নিকট গমনান্তর )

কে তুমি লো বরাননি ! শীঘ্র পরিচয় দেহ মোরে ।  
কেবা তব পিতা ? কেবা তব মাতা ?  
কোন্ কুল করেছ উজ্জল ?

মালাবতী—( নিরুত্তর )

উপবর্হণ—নিরুত্তর কেন লো সুন্দরী ? কি কারণে একাকিনী  
আসিয়াছ হেথা ? পরিচয় দানে সুখী কবলো আমারে ।

মালাবতী—( স্বঃ ) মা সর্বমঙ্গলে ! আমায় বল্ বুদ্ধি দাও মা ।

( প্রঃ ) আপনি কে ? আগে পরিচয় দিও মোরে ।

উপবর্হণ—গন্ধর্ব্ব রাজ পুত্র, আমি লো সুন্দরী !

উপবর্হণ নাম মোর, হরির ইচ্ছায় শিবাদেশে

সংসারী হইব বলি, আসিয়াছি হেথা ।

এবে তব পরিচয়, দাও লো সুন্দরী ।

মালাবতী—( স্বঃ ) মা সর্বমঙ্গলে ! এখন কি করি উপায় মা ?

( প্রঃ ) রাজ পুত্র ! চিত্তরত গন্ধর্ব্বের কস্তা হই আমি,  
নাম মোর হয় মালাবতী ।

সখিগন সনে আসিয়াছি হেথা ।

ফুল তুলিবারে গিয়াছে, ঐ উপবনে ।

জানি না কি আশায় আসিয়াছি হেথা ।

উপবর্জন—সত্য যদি তুমি, চিত্ররত কত্কা, হও মালাবতী

তব তরে সদা, পাতিয়া রেখেছি হৃদ সিংহাসন ;

এস এস এস লো সুল্লরী, আলিঙ্গন দেহ মোরে এবে ।

বন্ধে করি 'তোমা, মিটাইব আজ প্রাণের পিপাসা ।

( আলিঙ্গন করনাস্তর )

( কৃতাজ্জলিপুটে ) কোথা কোথা নারায়ণ ! কোথা, কোথা

বাঘাধর ! দেখ দেখ অলঙ্কিতে স্বর্গ হতে দেখ, পালিতে আদ্য

তব দৌহাকার, দাম্পত্য প্রণয়বন্ধ হইবো আজি,

মোরা দুই জনে ।

( ফুল মালা লইয়া গীত গাইতে গাইতে সখিগণের প্রবেশ । )

গীত ।

রাগিণী ঝিঁঝিঁট তাল কান্দ্রি রীতি মৈত্রী ।

সখিগণ—কে ঐ দাঁড়িয়ে রয়েছে,

মনের মাহুয কি প্রাণের ঠাকুর, বোঝা গিয়েচে,

জানেন ঘাটে নাইতে এসে মনেব মাহুয পেয়েচে ।

আয় লো সখি আয়, দেখবি যদি আয়,

( বিধি ) মনের মতন, মনের মাহুয মিলিয়ে দিয়েচে ।

১ম সখি—ও সই এ কে লো ? একে কোথা পেলিলো ? সঙ্গে করে

এনেছিলি নাকি ? না, মা গণ্ডকীর জল থেকে পেলি ?

২য় সখি—না লো না, সই ওকে কুড়িয়ে পেয়েচে । দেখিস্নি আগবার

সময় চারিদিক চাইতে চাইতে আসছিল ।

୩ୟ ସଖି—ତା ନୟ ଲୋ ତା ନୟ, ସତ କୌଚଢ଼େ କବେ ଲୁକିଲେ ଏନେଛିଲ ।

ସେମନ ଆମବା ସବେ ଗାୟତି, ଅମନି କୌଚଢ଼ ଥେକେ ବେବ କବେଚେ ।

୪ର୍ଥ ସଖି—ତୁହି ଠିକ ବଲୋଠିସ ମନ, ଓ ନିଶ୍ଚୟତ କୋଚଢ଼େ କବେ ଏନେଛିଲୋ ।

ଶୁଧୁ ତା ନିୟ, ଏଦିକେ ଶଗନ ଗାନ୍ଧନ ପନାପନ ଚାବ ଚୋକେ ଚାଓରା ଚାହି

ଅନେକ କାଞ୍ଜ ଚୁକିଲେ ବେଥେଚେ । ଶୁଧୁ ମାଳା ବଦଳ ବାକୌ ।

ମାଳା କାଢ଼େ ଖାକ୍ଲେ ସେ କାଢ଼ ଓ ଚୁକେ, ଖାବୁତୋ, ଆମବା ଏସେ

ଏକେନାରେ ବର କଲେ ଦେଖତୁମ୍ ।

ମାଳାବତୀ—ଏତ ବୁଝେତା ଯଦି ମହି, ଆମାସ ମାଳା ଦିଏ କେ ?

୨ୟ ସଖି—ଚାହିଲେ, ଯଦି ପାୟ, କବେ କେନ ସେ ନା ଚାୟ ।

୩ୟ ସଖି—ଢ଼ଲୋ ମୋଏବ ବୁକ ଫାଟିବେ ତୋ, ମୁଖ ଫାଟିବେ ନା । ଡାକି ଡାକା

ଜାନିସ ନା ?

୪ର୍ଥ ସଖି—ଦେ ଲୋ ଦେ ମୋହି ମିଲେ ମସେବ ଗଲାର ମାଳା

ମହି ଆମାଦେବ ମୋହାଗ୍ ଭବେ ବବକେ ଦେବେ ମାଳା ।

ମକଦେବ ମାଳା ପ୍ରଦାନ ।

( ମାଳାବତୀ ଉପନୟନବ ଗଳାର ମାଳା ପ୍ରଦାନ )

ଉପବର୍ତ୍ତନ—ଅକ୍ଷୟ ସିନ୍ଦୁବ ଏବେ ପବଲୋ ଶୁନ୍ଦରୀ ।

( ସୀମନ୍ତେ ସିନ୍ଦୁବ ପ୍ରଦାନ )

ଶଙ୍କର ଆଦେଶ ଅକ୍ଷୟ ସିନ୍ଦୁବ ପେବିସାଛେନ ଆପନି ଶଙ୍କରୀ ।

( କୁତାଞ୍ଜଳି ପୁଟେ ) ନାବାୟନ । ତବ ଚକ୍ଷୁ ପବିପୁର୍ଣ୍ଣ ଏବେ ।

ବାସାସବ ! ତବାଦେଶ କବିନ୍ଦୁ ପାଲନ ।

ଗୀତ ।

ବାଗିଳୀ ଗୋବୀ ଡାଲ କାଶ୍ମିରୀ ଥେମଟା ।

ସର୍ବିଗଣ—ଦେଖ୍ ଦେଖ୍ ଦେଖ୍ ଦେଖ୍ ଲୋ ସବାହି ନୟନ ଭରେ ।

କିବା ମନେବ ଯତନ, ଚାକ୍ ଚିକନ ଆଛେ ଶୋଭା କବେ ।

তয়ে মিলেচে ভাল, কবচে ভালো

আয়লো মোবা পবাই মালা যতন কবে ।

১ম সখি—আমি ভাই কান্ মলে দি ।

২য় সখি—আমি ভাই হাতে সঁপে দি ।

৩য় সখি—মোবা সব ঢলু ধবন দিলো ভাল কবে ॥

উপবহ—সখা । বাও যাও ভাই এব সব ফিবে ব

বশো বচো ভাই পলাব নকট,

এবে চচ্ছায় শিবাদেশে সংসার মলোচ্ছাদি আঁত ।

মনেতে বাসনা আমাব,

করি তীর্থ পর্য্যটন এব গরিব আবাব ।

মালাবতী—সখি ! তোমবাও ভাই গুন মোব কথা,

সংসাবেব সাব, জ্ঞানেনের সাব হয় পতি ধন,

স্বামী সেবা, স্বামী আজ্ঞা এবাক পালন,

দবা নাঝে নাবাব জনন । ভাই বলি সখি

তীর্থ পর্য্যটনে সঙ্গিনী হইব লা তাঁব ।

তোমবা সকলে মলে বোণো সহ

সায়বে আমাব, তীর্থ হতে আস,

স্বামী সহ, পুনঃ ঘাব ফিবে অবাব ।

এবে বিদায় দাও না সব মিলে মোবে ।

( উপবহ ও মালাবতীর প্রস্থান )

১ম সখি— ওলো দেখ্‌ল আপনাব পব হোণা, পব আপনাব হোণা ।

ঐ যে কথায় বলে

“পেটুটি ভোবে থায় দায়

সময় পেলেই বন পানে চায়”

সখীব আমাদেব ভাই হলো ।

২য় সখি—“দশ মাস দশ দিন পেটে ধরলে মা,

তারে কিছু না বোলে, কেমন করে চলে গেল গো মা ॥”

৩য় সখি—পিরীত বড় জিনিস সই, তুমি আমি বুঝলুম কৈ।

প্রেমেতে মানুষ হয় লো কাণা, আপন পর জ্ঞান থাকে না।”

৪র্থ সখি—“পিরীত যদি বুঝতুম সই, তোদের সঙ্গে কি আমি বই”।

চল্ চল্ বাই, এমন সুখের খবরটা মাকে দিই গে।

( সকলের প্রস্থান )

## তৃতীয় গর্ভাঙ্ক।

( রাজ-পর্থা )।

( দুই জন নাগরিকের প্রবেশ )

১ম নাগরিক—ওহে শুনেচো ? রাজবাটাতে এক মজার ঘটনা ঘটেছে ?

২য়—হ্যাঁ হে শুনেচি, আরে সে সব্ সত্য নাকি ? তাও কি কখন হয় ?

১ম—আর তাও কি হয় ; নিজের চোখে দেখেছি।

২য়—বল কিহে, তুমি সত্য গেছেলে নাকি ?

১ম—ঐ একটা লোক ছুটে এইদিকে আসচে না ? বোধ হয় রাজবাড়ী থেকেই আসচে।

২য়—হ্যাঁ হ্যাঁ তাই বোধ হ'তে। ওকে জিজ্ঞাসা করলেই সব্ জাণ্ডে পারা যাবে।

স্বসব্যস্তে রাজপথ দিয়া ভাটের গমন ।

১ম—ওগো মশাই ! ওগো মশাই ! কথা কছেন না বে ? শুহুন না, শুহুন না ।

ভাট্—আমার এখন শোনবার সময় নাই । মশাই ! এ যারগার নাম কি ? রাজবাড়ী থেকে কতদূর ? গন্ধর্ব্বনগর ছাড়িয়ে এইচি কি ?

২য়—কি হয়েছে মশাই ? ব্যাপারখানা কি ? আপনি অত চাঁপাচেন কেন ?

ভাট্—আমার মাতা আর আমার মুণ্ড । পালাও, পালাও শিগ্গির দেশ ছেড়ে পালাও ( কাপড় ঝাড়া দিতে দিতে প্রস্থানোদ্যত )

২য়—আরে মশাই শুহুন না ? কি হয়েছে ? আপনি কাপড় ঝাড়া দিচ্ছেন কেন ?

ভাট্—বুঝতে পারিনি, কেন আপনারা কি কিছু শুনি ন ?  
আমার সঙ্গে তামাসা কছেন ?

১ম—আপনি কাপড় ঝাড়া দিয়ে কি দেখছেন ?

ভাট্—আমার মাথা আর আমার মুণ্ড । আমি পুরুষ মানুষ আছি, না মেয়েমানুষ হয়ে গেছি তাই দেখছি ।

১ম ২য় ।—হাস্ত—

২য়—আপনি কি খেপেচেন নাকি ?

ভাট্—আমি খেপিনি, আপনারা খেপেচেন । আপনারাও দেখুন আপনারা পুরুষমানুষ আছেন কি, মেয়েমানুষ হয়ে গেছেন ।

২য় —আরে এ ব্রাহ্মণ বলে কি ?

১ম ২য়—হাস্ত

ভাট্—( ক্রোধভবে ) আপনাবা হাঁসচেন কেন ? আমি নিজে নিজে স্বচক্ষে ।

১ম—আপনি স্বচক্ষে কি দেখেচেন ? ( ২য়কে দেখাইয়া ) ই'ন আমার কথা বিশ্বাস কচ্ছেন না ।

ভাট্—( স্বসব্যস্তে চারিদিক দৃষ্ট করিয়া ) উ ন বিশ্বাস করণ আব নাই বকন আমি—

( প্রস্থানোত্ত )

২য়—পলালে বক্ষা পাবেন নাকি ? রাজাব লোক এলেই আমবা—

ভাট্—আপনাবা বনে দেবেন নাকি ?

দোহাই মশাই, দোহাই আপনাদেব, ব্রাহ্মণী'ব অ'ম ছাড়া আব কেউ না'হ, আমি পা য হবে দনিব ক'ছি, কোন্ শালা আধ বাঙসভ'র যাবে । কি কাণ্ড, কি ভয়ানক কাণ্ড, কি বিপৰীত কাণ্ড ( কাপড় ঝাড়া দিতে দিতে ) আমার আঁকল, একেবারে শুভূম । একি বাবা, যা নয় তা'হ, যা কোবাণে বাইবেলে নাই, যা বেদে পু'বাণে নাই, যা পু'থিবী'তে নাই যা হয়নি হবে না, তাই হয়ে দা'ডালো ।

১ম—আরে হয়েছে কি ? ভেঙেচু'বিই ব'লুন না মশাই ।

ভাট্—রাজকন্তে, বাজকন্তে, মালাবতী ।

২য়—তাব হয়েছে কি ?

ভাট্—যেমন বেব জন্তে সভার আসা, বস ।

২য়—বস্ কি ?

ভাট্—বস্ একেবারে বস্

১ম—বস্ কি মশাই ব'লুন না ?

ভাট্—বিবাহ প্রার্থী রাজপুত্রগণ, সর্ব স্ত্রীলিঙ্গম প্রাপ্তম্ । বিশ্বাস না হয়,

ঐ একজন ভিখারী বাজবাড়ীর ঐদিক্ থেকে আস্চে ওকে  
জিজ্ঞাসা কল্লেই সৰ্বে জানতে পারবেন ।

( দ্রুতবেগে পলায়ন )

জনৈক ভাখারী প্রবেশ ।

( গীত )

ভাখারী—মন মজবে কপেব সাগবে ।

দিন হুনিয়ামে কপচাঁদ সাঁচ্ছা আব সব বুঠা ।  
সাদা সাদা গোল গোল ধাবে কাঁক্কা কাটা ।  
চুনচুনাচুন বাদি বাজে, ছেলে বুড়ো এ খোঁজে,  
বাদি শুনে হড়কো মাগ, ছুটে আসে কাছে ।  
দাণ্ডা স্নাত পুত্র পৌত্র, আব সহোদর ভাত  
বিপদ কালে কপচাঁদনিদা, অগ্র গতি নাট ।  
কপচাঁদ যাব সঙ্গে থাকে, সেই কেও কেটা,  
স্বামী পুত্রহীন কপচাঁদ, হয় বড় বেটা ।  
কপচাঁদ যাব যবে থাকে, সেই বাপেব নেটা,  
কেউ কোথাও নাইকো যার, কপচাঁদ তাব জেটা ।  
কপচাঁদ ভায়াব দয়া হলে, পঙ্কজজ্যায় গিষি ।  
ফোঁটা চুনিব বেটা, চন্দ্র বিলাস আমবি আমবি ।

১ম—ওহে ! ওহে বাপু । তুমি কি বাজবাড়ীর ঐ দিক্ থেকে  
আসচো ?

ভাখারী—( চারিদিকে দৃষ্টি করিয়া পলায়নোদ্যত )

২য়—আরে তোমার এত ভয় কিসেব ?

ভা—সে কথা পরে বল্চি, আপনাবা এখন পালান্ পালান্ শিগগির  
পালান্ । ( নিজে পলায়নোদ্যত )



১ম—আমরা পালালে তোমার কথা শুনে কে? ব্যাপারখানা কি?

ভী—রাজবাড়ী সুদু, রাজসভা সুদু, সব্।

২য়—কি সব্?

ভী—গ্রামসুদু, দেশসুদু সব্; সব্ এক আকার।

২য়—ভায়া! এরও ঐ ব্যারাম্।

ভী—ব্যারাম্ আরাম কিছু না মহাশয়, এতক্ষণে বোধ হয় আর কেউ বাকী নাই।

১ম২য়—( হাস্য )

২য়—ভায়া তবে কি এসব্ সস্তি নাকি? হলো কি?

ভী—আমি এই রাজবাটী থেকে আসচি মশাই, পালান্ পালান্

( গীত গাইতে গাইতে পলায়ন )

১ম—যাই হউক আমার ভায়া ভাল বোধ হচ্ছেনা। শুনিচি  
ভবিষ্যৎ পূবাণে, সব্ একাকার হবে। আমার বোধ হয়  
তাই সব্ এক আকার হতে শুরু হয়েছে। আমার বিবেচনায়  
এখন সরে পড়াই ভাল।

২য়—সেই ভাল, সেই সংযুক্তি। কিজানি যদি কপাল গুণে, আর এই  
ক্লবেটার নিষেধে যদি কোন গোলমালই হোয়ে পড়ে, তখন বাড়ী গিয়ে  
মুখ দেখান তার হবে।

( উভয়ের প্রস্থান )

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

### বদরিকা আশ্রম

বেদব্যাসের কুটীর—কুটীর সম্মুখে ব্যাস দেব পদ চারণা করিতে করিতে ।

ব্যাস—তৎস্বমসি ! তৎস্বমসি ! তৎস্বমসি !

ব্রহ্মদেব ! একি লীলা তব ?

তোমারি ইচ্ছায় দেব, অবোধ মানবে,

তব অস্তি করিতে জ্ঞাপন, তব ইচ্ছারূপী

অমূল্য, অনিত্য, অভ্রান্ত বেদে, চারি অংশে

করিয়া বিভাগ, বেদান্ত দর্শনে কবি পরিণত,

কর্ণকাণ্ডেব করিতে বিস্তার, জ্ঞানের আধার,

মহা ব্রহ্মজ্ঞানী জৈমিনীয়ে করিয়া আদেশ,

নিজে সাধ্যমত জ্ঞান কাণ্ডের করি আলোচনা,

তোমারি শক্তি তোমারি মহিমা করিছি প্রকাশ ।

চির প্রচলিত কিম্বদন্তী, শ্রুতি স্মৃতি করিয়া মনন,

অষ্টাদশ মহা পুরাণ করি প্রণয়ন,

সংসার আবদ্ধ নরে দেখাইয়াছি মুক্তিপথ ।

করিতে জ্ঞানের বিস্তার এই ধরামাঝে,

আমারি ইচ্ছায় আমারি ইঙ্গিতে

সাংখ্য, পতঞ্জল, গৌতম গোভীলাদি মহাজ্ঞানী

গণ, বহুকাল ধরি, করি পরিশ্রম, তবতত্ত্ব

নিরুপণ আশে, ইচ্ছা শক্তি, জ্ঞান শক্তি, কর্ম্ম শক্তি  
 কপে, তবশক্তি তিন ভাগে করিয়া বিভাগ,  
 বড় দর্শন রূপ চক্ষু দিয়াছে মানবে। মায়াবদ্ধ  
 মানবেব মায়াজাল করিতে ছেদন, মহামুণি  
 বশিষ্ঠ স্মৃতি তপসা লব্ধ যোগ বলে,  
 যোগাবশিষ্ট করি প্রণয়ন সাযুজ্য, সামীপ্য  
 সালোক্য পথ দেখায়েছে মানব সবারে ।  
 সত্য ত্রেতা দ্বাপব তিন যুগ হতে, মানব সকল,  
 জ্ঞান চর্চা কবি, মহাজ্ঞানে হয়ে জ্ঞানবান্,  
 ঔদ্ধাব রূপিণী ওঁ তৎসৎ প্রণব মস্ত্রে কইয়া  
 দাক্ষিত তৎস্বমসি জ্ঞানে সত্য রজঃ তম  
 তিন গুণে উ, অ, ম, অভিহিত করি,  
 বম্ বম্ শব্দে দ্বিঅণুল করি  
 প্রতিধ্বনি, এক মেবা দ্বিতীয়ম্ বলি কবে ছিলো  
 স্থির । এবে দেখি সব্ বিপরীত ।  
 কলির প্রতাপে, অন্মায়ু হীনবার্ষ্য, স্বল্পবুদ্ধি  
 হইতেছে মানব সকল । জ্ঞানহীন, অন্মায়ু  
 কলির মানব, কেমনে পাইবে ত্রাণ বৃদ্ধিতে না পারি ।  
 দিব্য চক্ষ্যে দেখিতেছি আমি, কলির মানব  
 অল্পজ্ঞানে হয়ে আশ্রয় হারা, প্রকৃত শাস্ত্রের  
 অর্থ বৃদ্ধিতে না পারি, কল্পিত কল্পনা বলে  
 অভ্রান্ত অদ্বৈত বাদে, দ্বিধা যুক্ত দ্বৈত বাদে  
 করি পরিণত, নিরাকার নির্ঝিকার,  
 সধানন্দে ভুলে বাবে তারা ।

### বশিষ্ঠের প্রবেশ ।

বশিষ্ঠ—শিব শস্তো ! শিব শস্তো ! শিব শস্তো !

ব্যাসদেব—তাপসেন্দ্র ! আশ্রম পবিত্র আমার ।

না জানি কোন্ মহাত্মত উজ্জাপন আশে

এসেছেন হেথা ? জ্ঞানময় ! তব দরশন

দেব দরশন বলি মনে হয় মোর । পাদদ্যাব

লয়ে কৃতার্থ করুণ মোরে ।

বশিষ্ঠ—বাদরায়ন ! বিশাল পরোধি কেন আন্দোলিত হেরি ।

কম্পিত কেন বা হেবি হিমালয় গিরি ।

জ্ঞানোদ্ভীষ্ট সূর্য্য কেন হোরি বা মলিন ।

ব্যাস—ত্রিকালজ্ঞ ! অবদিত আছে কিবা তব ? দিব্য চক্ষু দেখিতেছি

আমি, করিতে জ্ঞানের বিনাশ, গুপ্তভাবে পশিয়াছে কলি,

এহ ধরা মাঝে ; পাপিষ্ঠ কলির প্রতাপে, জ্ঞান হীন হবে

সব কলির মানব । উদ্বেলিত হৃদয় আমার সে কারণে ।

বশিষ্ঠ—বেদবিদ ! জানি আমি সব, সপ্তর্ষি মণ্ডল এবে মদা নক্ষত্রে

আছে অবস্থিত । তাই আসিয়াছি করিতে মন্ত্রণা তব সনে ।

জানি আমি কলির প্রভাবে, ক্ষত্রকুল গাণি কুরুকুলাদ্য

হুষ্ট দুর্হ্যোধন, জন্মিয়া সে তব বংশে, পাতিয়া কোশল জাল

অক্ষত্রীড়া করি, অধর্ম্মতে পরাজিয়া, তব বংশের তিলক রাজা

যুধিষ্ঠিরে, কেশাকর্ষণে আনাইয়া সভাতল মাঝে, পাণ্ডব কুলের

লক্ষ্মী, সতী দ্রৌপদীরে পতিগণ মাঝে, বিবত্না করিবে তারে ।

মহাবীর্য্য বান ধর্ম্ম পরায়ণ যুধিষ্ঠিরাদি পাণ্ডু পুত্রগণ, ধর্ম্ম রক্ষা

হেতু সঙ্ক করি সেই অপমান, বনবাসী হবে তারা । \*জানি

আমি সে কারণে কুরু পাণ্ডবে বাধিবে সমর । অহো ! রক্ত

শ্রোতে ভাসিবে মেদেনী, তাণ্ডবে নাচিবে যোগিনী, প্রেতিনী ;  
 নরমুণ্ড লয়ে খেলিবে ডাকিনী । কোটীকবন্ধ উঠিবে আগিয়া ;  
 রথের ঘর্ষবে, কোদণ্ড টকারে, হস্তির বৃহণে, অখহ্রোষা রবে,  
 রোধিধে শ্রবণ সবাকার । বীরপদভরে মেদিনী কাঁপিবে,  
 ইর্ষা পরবশে স্বজন স্বজনে নাশিবে, এই আখ্যাবর্ত্তভূমি বীরশূন্ত  
 হবে । অমব ভূষণী কাক করিবে রুধির পান চঞ্চু ডুবাইয়া  
 সেইকালে । কুরুকুল অন্নদাস জয়দ্রথরথী তুঘি আশুতোষে,  
 দিনেকের তরে, পরাজিয়া বীর বৃকোদরে, সপ্তরথীমিলি পাণ্ডব-  
 কুলের রবি অভিমন্যুবীরে, অশ্রায় সমরে অকালে বধিবে ।  
 অহো আর কি বলিব আমি, কলির প্রতাপে তব বংশধর  
 ধর্মপায়ণ রাজা পরিক্ষীতের হবে ব্রহ্মশাপ ।

ব্যাসদেব—( স্বঃ ) আর না, আর না, আর না পারি শুনিতে ।

বশিষ্ঠ—বাদরায়ণ ! ভাবনার নাহি প্রয়োজন, ধর্মের জয় নিশ্চই হইবে  
 চিরকাল । দেখাতে ধর্মের জয় এই ধরামাঝে, জন্মিয়া সে  
 বহুবংশে হারি নারায়ণ, পাণ্ডবের সখা হয়ে কুরুক্ষেত্র রণে  
 স্ববংশে নাশিয়া সেই ছুট কুরুরাজে পাণ্ডবকুলের মণি রাজা  
 যুধিষ্ঠিরে বসাইবে পুনঃ সিংহাসনে । জয়ন্ত পাণ্ডুপুত্রানাং যেষাম্  
 পক্ষে জনাৰ্দ্দন ।

ব্যাসদেব—আরারে পাণিষ্ঠ ছুরাচার কলি !

এত দর্প, এত স্পর্দা, এত অহঙ্কার,

ব্রহ্মশাপে নাহি কর ভয় ?

এখনও হোমায়ি প্রজ্জলিত হয় ধরামাঝে,

এখনও বেদধ্বনি হয় মর্ত্তলোকে,

এখনও ব্রহ্ম ভেজ বিদ্যাজিহ্ম, ব্রাহ্মণের হৃদে ;

এখনও ব্রহ্মনাশীষ ব্যর্থ নাহি হয় ;

এখনও সর্বব্যাপি হরিতেছে বিপ্রপদ ধূলি ।

দেখি, দেখি, পারি কি না পারি রোধিতে সে ক্ষমতা কলির ।

( কুমণ্ডল হইতে জলগ্রহণান্তর শাঁপ প্রদানোত্তর )

দ্রুতবেগে কলির প্রবেশ ।

কলি—( জোড়হস্তে ) রক্ষাকরণ, রক্ষাকরণ, রক্ষাকরণ মোরে ;

কিবা অপরাধে অভিশপ্ত করেন আমারে ?

ধর্মের দাস হই আমি, নাম মোর হয় সে অধর্ম,

কলি বলি বিখ্যাত ভুবনে । বাড়িতে ধর্মের মান

এই ধরামাঝে অধর্ম করেছে প্রকাশ । কিবা সাধ্য মোর

শ্রীহরির ইচ্ছাবিনা, প্রবেশিতে এই ধরামাঝে ।

বহুকাল ধরি শ্রীহরির করি আবোধনা, পেয়েছি অভিষ্টবর,

মৃত্যু তাঁর হাতে, বিনা ক্ষমতা বিস্তার এই মর্ত্যভূমে পূর্ণরূপে,

বঞ্চিত হইব আমি তাঁর কৃপা হতে । সময় হয়েছে মোর,

তাই সৃষ্টি রক্ষাহেতু হরির ইচ্ছায় আসিয়াছি এই ধরামাঝে ।

ব্যাসদেব—বুঝিলাম এবে হরির ইচ্ছায় সব হতেছে সাধিত ।

( জোড়হস্তে ) নারায়ণ ! কোন্ অপরাধে অপরাধী ধরার মানব ;

বশিষ্ঠ—বাদরায়ণ ! তব অভিশপ্ত বারি মোরে করিয়া অর্পন, ক্ষমা করি

এরে, রক্ষা কর ব্রহ্মশাঁপ হতে ।

ব্যাসদেব । তাপসেন্দ্র ! হরির ইচ্ছায় ধরামাঝে আসিয়াছে কলি, তাই

তারে করিলাম ক্ষমা ।

( বশিষ্ঠের কুমণ্ডলে বারি রক্ষা করনান্তর )

বাও কলি, ভয় নাই তব, ব্রহ্মশাঁপে ভয় রেখে মনে, দিনান্তেও

গায়ত্রী মাতারে যেবা করিবে শ্রবণ, নাশিবে স্পর্শিতে তারে  
ক্ষমতা তোমার ! যাও যাও এবে, যথায় বাসনা ।

কলি—যেবা আজ্ঞা, কিন্তু বলে দিন মোবে,  
ধরামাঝে কোথা মোর স্থান ? হরির ইচ্ছা কেমনে হইবে  
পূর্ণ বুঝিতে না পারি ।

ব্যাসদেব—শুন বৎস ! যেখানেতে পঞ্চমকার হইবে মিলন ।

যেখানেতে জীলোকের হবে অপমান ।  
বেঙ্গালরেতে আর শুভিকা আলরে, সূবর্ণ বণিক আর  
স্বর্ণকার গৃহে, অক্ষকীড়া হবে যেই স্থানে,  
বসতি হইবে তোমার সেই সব স্থানে ।

বশিষ্ঠ—বাদরায়ণ ! হরি ভক্ত হয় এই কলি,  
জিজ্ঞাসা করহ তারে, উপায় কিছু আছে কিনা আছে  
রক্ষা হতে হস্ত হতে তার ।

ব্যাসদেব—বল বল ওরে হরি ভক্ত কলি, কেমনে পাইবে  
ত্রাণ ধরার মানব, কিবা গতি হবে তাহাদেব ?

কলি—হরেণামৈব কেবলং হরেণামৈব কেবলং, হরেণামৈব কেবলং  
কলোনাস্তেব, নাস্তেব, নাস্তেব, গতির্গাথা !

( শ্রাণাম চরণে তব দৌহাকার )

প্রস্থান

বশিষ্ঠ—বেদ বিদ্ ! ভাল মনে পড়েচে আমার,  
একদিন হরিভক্ত নারদের সনে হয়েছিলো দেখা তব,  
বলেছিলে তাঁকে, দেব ! সর্বশাস্ত্র করি প্রণয়ন  
প্রাণের পিপাসা কেন মিটিল না মোর ?  
শান্তি কেন নাহি পাই মনে ?

ব্যাসদেব—ভারপব, ভারপব, অরুণ হতেছে মোর ;

বশিষ্ঠ—শুনি তব মুখে সেই সব কথা, বলেছিলেন তিনি

বিনা হরিগুণাকীৰ্ত্তন তৃপ্তি নাই পাবে মনে,

শান্তি নাই পাইব কভু ;

ব্যাসদেব—( জোড় হস্তে ) নাবারুণ ! ত্যাই যদি হয়,

তবে আজি হতে তব গুণাকীৰ্ত্তনে কাটাইব কাল ;

রচি গুণাকীৰ্ত্তন তব, শ্রীমদ্ভাগবত নামে কবিব প্রকাশ

এই ধরা মাঝে । আনন্দে করিয়া পান তব নামামৃত,

ত্রাণ পাবে কলির মানব । হরৈর্গাঠমৈব কেবলং

হরৈর্গাঠমৈব কেবলং হরৈর্গাঠমৈব কেবলং ।

কলৌ নাস্তেব, নাস্তেব নাস্তেব গতিগ্যাথা ।

ব্যাস ও বশিষ্ঠ—হরিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।

বশিষ্ঠ—বাদরাসুগ ! আসি আমি এবে, সময়েতে দেখা হবে পুনঃ ।

( প্রস্থান )

ব্যাসদেব—সুদামা তোমার, লীলা বোঝা ভার ।

( প্রস্থান )



# চতুর্থ অঙ্ক ।

## প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

সরোবরতীরস্থ বনপথ ।

উপবর্হন ও মালাবতী ।

উপবর্হন—মালাবতী ! মালাবতী ! দেখ দেখ  
ঐ সরোবরতীরে, ক্রৌঞ্চবধূসহ ক্রৌঞ্চ  
কিবা খেলা করে । ক্রৌঞ্চ বধা উড়ে যায়  
ক্রৌঞ্চী তার পিছে ধায় । বসে গিয়ে ছুয়ে  
একাসনে । ঝেঁঝে মোব মনে হয়, অলুক্ষণ  
বিচ্ছেদ না হয়, উভয়ে উভয়ের সঙ্গে ।  
পরিণে প্রণয় হাব ওরা দুইজনে,  
ভাসিছে আনন্দ নীবে হরির মায়ায় ।  
মালাবতী ! সকলি হরির লীলা সকলি হরির খেলা  
বদ্ধজীব হরির মায়ায় ; জন্ম মৃত্যু বিবাহ বন্ধন,  
সুখ দুঃখ আর অদৃষ্ট যিখনি সকলি হই  
হবির ইচ্ছায় । ~~ক্রেত~~ ~~ক্রেত~~ মনে তুমি মালাবতী,  
কে তুমি আমি বা কে ~~কোথা~~ ~~কোথা~~ হতে আসি

গণ্ডকীর জলে বিবাহ বন্ধনে কেনবা মিলন  
হইল মোদের ? সকলি হরিব ইচ্ছার হতেছে  
সাধিত । অণু পবমাণু হতে গ্রহউপগ্রহসহ  
সমস্ত বস্তুধা, তাঁহাবি নিয়মে বীধা জানিবে নিশ্চয় ।

মালাবতী—কুদয়েশ্বর ! সকলি বুঝিছ আমি, কিন্তু হবিব মারা কিবা  
বুঝিতে না পারি ।

উপবর্হন—কুদয়েশ্বরী ! <sup>১</sup> অনির্বচনীয় অচিন্তনীয়, হয় সেই  
মারা । জগতের সৃষ্টি স্থিতি মারার  
প্রভাবে । জগতের লয় হয় মারার <sup>২</sup>অস্তাবে ।  
মারার জড়িত এই জগত সংসার ।  
কর্ম্ম শক্তিরূপে মারা সৃষ্টি স্থিতি করে,  
প্রলয় কালেতে মারা ব্রহ্মে হয় লীন ।

মালাবতী—নাথ !, বুঝিতে নাছিছ ব্রহ্ম কেবা ?  
মারায়ুক্ত কিবা ! মারায়ুক্ত তিনি ?

উপবর্হন—প্রাণেশ্বরী । কেমনে বুঝিবে তুমি ব্রহ্ম কেবা ?  
জ্ঞানহীন আমি আমি বা কেমনে বুঝাব তোমারে ।  
তবে এইমাত্র জেনো, যেই মারা, সেই শক্তি,  
যেই শক্তি সেই ব্রহ্ম । মালাবতী ! মালাবতী ।  
ঐ দেখ ঐ দেখ ঐ যে অদূরে, যথা বনস্পতিগণ  
বিস্তারি বিশাল শাখা, আবরিছে দিনকর কব  
নিরেতার নৃত্য গীত করে বা কাহারো !  
মাংসোপজীবী ব্যাধগণ বলি হয় অসুমান ।

মালাবতী—নাথ । চল চল যাই তথা, ব্যাধগণ পাশে  
কর্ণেতে গুনিচি ব্যাধনাম, কভু দেখি নাই ব্যাধ কিবা ।

উপবর্হন—চল চল মালাবতী দেখাব তোমারে ব্যাধগণ কিবা ।

উভয়ের প্রশ্নান ।

( পট পরিবর্তন )

বৃক্ষতলে জংলিসর্দার ব্যাধ, হুরিয়া ব্যাধিনী

ব্যাধপুত্র লুণ্ডি, ব্যাধকন্ডা মুনিয়া ।

ব্যাধ ও ব্যাধিনীগণের—নৃত্য ও গীত

গীত ।

ব্যাধগণ—আরে কিম্ কিম্ কিম্ আরে কিম্ কিম্ কিম্ ।

ব্যাধিনীগণ—জান্সে তু তালু মেরা, তু হামরা কিম্ ।

আরে তু হামরা কিম্

ব্যাধগণ—তাকড় ধা, মিকড় ধা, হামরা তুহার কিম্

তু হামরা কিম্

ব্যাধিনীগণ—লট্‌কান্ সে পট্‌কান্ মেরা, সেঁইরা মেরা কিম্ ।

( তুষে ) সেঁইরা মেরা কিম্ ।

ব্যাধগণ—আরে জংলি, লুণ্ডি পিয়ারা তুতার, হুরিয়া মুনিয়া কিম্ ।

ব্যাধিনীগণ—তু হামরা, হামরা তুহার কিম্ কিম্ কিম্ ।

জংলিসর্দার—আরে লুণ্ডিরা !

লুণ্ডি—কি বোলচুম্বে ?

জংলি—আরে সোরা বোরা কত্না মারলুম্বে ?

লুণ্ডি—তিন গেঙা নটুরে ।

জংলি—হাঃ হাঃ হাঃ বেশ করে চুম্, বেশ করে চুম্

মুই ছটা হরণ মারলুম্বে । চামড়া খুল্

চামড়া খুল্ বেশী দামে বিক্বোরে ।

সুরিয়া—হরণ মরলুনারে চামড়া খুলুস নারে চামড়া খুলুস না ।

ইথে মুহার বড়ি ছঃখ্ লাখ্ বুয়ে ।

জংলি—ইঃ কুখা সে মুহাব লকিরা ঠাউরণ এলুবে ।

চামড়া খুলুস নারে, চামড়া খুলুস নারে ।

আরে লুঙি চামড়া খুল চামড়া খুল ।

সুরিয়া—মুগিয়া ! মুহাগোর রাণী আজ্ জংলে মহল কুড়াবেরে ।

জংলি—রাণি জংলে মহল কুড়াবে, তা তুহার কিরে মুহার কিরে ? রাণি  
মহল কুড়াবে, বাজা মুহা খাবে । তুহার মুহাব কুচ্ছ  
মিলবেরে ? আবে মুনিয়া মহয়া পিয়েএটা গান গাউস্কে ।

গীত ।

তুহার লেগিয়ে মুহার জান্ গিলরে ।

জান গিলো জান গিলো জান গিলোবে

ঘরমে বৈঠে মহয়া পিনি জংলে মারি বেরা

ঝুমকি ঝুমকি নাচ তুহার ভালু লাগলু

মেরারে ভালু লাগলু মেরা

( আর ) হুমকি নাচ মুনিয়া হুমকি হুমকি নাচুরে ।

লুঙি নাচে লটু ঝটাপটু, মুগিয়া নাচে টেঁড়া

সুরিয়া মুনিয়া পেয়ারা মুহার জংলি নাচে দৌড়া

রে জংলি নাচে দৌড়া

( আর ) সোরা বোরা যতনা মারলু কচ্চু বিকলো নারে ।

জংলি—আরে লুঙিরা দেখুস দেখুস ও কেডা আস্চুস্কে !

লুঙি—হাঁ হাঁ হাঁ রে ।

উপবর্হণ ও মালাবতীর প্রবেশ ।

জংলি—তু কেডারে তু কেডা ?

কুথা থাক আঁলবে ? ( মালাবতীকে দেখাইয়া ) এডুহার  
কেরে ?

লুঙি—তুহারে এক কাঁড় বিধিরে ।

অরিয়া—আরে লুঙি কুচ্ছু বলুস্ নারে ।

কুচ্ছু বলুস্ না । ও কুথাকোর রাগি হবুরে ।

মুনিয়া—জংলে মছল কুড়াবে রে ।

জংলি—আরে বিধ বিধ এক কাঁড় বিধিরে ।

উপবর্হন—( স্বঃ ) কোথা নারায়ণ, নিত্য নিরঞ্জন

একি তব লীলা, একি তব খেলা

ধরি দয়াময় নাম, এই ধরাধাম

দয়াশূন্ত কেন করেছ হে তবে ।

হয়ে দয়ার সাগর সংসার সাগর

উদ্বেলিত কেন তিংসার তরঙ্গে ।

( যদি ) সৃষ্টি স্থিতি লয় সকলি তোমাতে হয়

( তবে ) হিংসায় নাহি করি লয়, পশ্রর কেনবা দিরেছ ।

যদি শক্তি নাহি তব, ওহে শক্তিদর,

রক্তিতে সে তিংসাক্রপ মহাপাপ হতে,

তবে শক্তিদর নাম তুমি কেনবা ধরেছ ?

বার বার কতবার শুনিয়াছি তব মুখে

ওহে নারায়ণ ; অহিংসা পরম ধর্ম

হিংসা মহাপাপ তবে হিংসাক্রপ

মহাপাপে নিমজ্জিত কেন বা রেখেচো মানব সবারে ।

হিংসাই মজ্জপি হয়, তব লীলা খেলা ,

হিংসাই বড়পি হয় ভবপারেব ভেলা,  
তবে অহিংসা পরমধর্ম হিংসা মহাপাপ  
বল কেন মানবেব বেলা ।  
বুঝিতে নাবিনু হবি একি তব গীলা ।  
হরি হে ! অজ্ঞান তিমির জাল করি উন্মোচন  
জ্ঞানরূপ আঁখ দিয়ে মানব সবারে,  
বক্ষা কর হিংসারূপ মহাপাপ হতে ।  
দাও দাও দাও হবি তব নাম ভেলা  
আশ্রয় হইবে যাহা ভবপারেব বেলা ।

( প্রঃ ) আবেবে অবোধ ব্যাধ, এই কিবে জীবনের কাজ ।

সামান্য জঠর জালা নিবারণ তরে,  
দয়্যারূপ মহাধর্ম্যে দিয়া বিসর্জন,  
কেন শত শত প্রাণী নিত্য কবিছ বিনাশ ?  
অথবা জীবনে তব আছে কিছু আশ,  
যে কাবণে কব তুমি জীবকুল নাশ ?  
ওবেও অবোধ ব্যাধ তুমিও ভাই সজ্জিত বাঁহাব,  
ঐ ঐ ঐ ধূলার লুপ্তিত হতপ্রাণ জীবকুল সজ্জিত তাঁহাব ।  
সুখ দুঃখ অনুভব তোমার যেমন,  
জীবমাত্রের সুখ দুঃখ হয়বে তেমন ।

তবে কেন ? কি কারণে ? জীবকুল করয়ে বিনাশ ?  
ঐ ঐ দেখ চেয়ে, ঐ হতপ্রাণ জীবগণের চক্ষু বহে ধাবা ।  
কাতরকণ্ঠে বলে যেন তাহা, ওরেও নির্দয় ব্যাধ  
কি কাজ করিলি কিবা অপরাধে আমাসবাক্যকার  
জীবন নাশিলি ?

হিংসাঘেষে পরিপূর্ণ মানব সবাই,  
ছাড়ি লোকালয়, দ্বারাপুত্র লয়ে  
নিবিড় কাননে বাস করি তাই ।  
তাহাতেও মানুষের হাতে রক্ষা নাহি পাই ।  
নির্দয় মানব ভয়ে, রাখি শাবকেরে  
গিরির গহ্বরে, এসেছিছু মোরা আহারের তরে,  
জীবন নাশিয়া আমাগবাকার, বধিলে শাবকগণে ।  
ব্যাধরে ! একবার দেখ্ চেয়ে ঐ হতপ্রাণ জীবকুল,  
তব অস্ত্রের আঘাতে হয়ে জর্জরিত,  
বারিধা মত রুধিরের ধারা, ঢালি ধরাপরে  
বিকট বদন ব্যাদনে, প্রাণের বেদনা জানাতেছে তোরে ।  
কেহ নিমিলিত আঁখি, কেহ আধ নিমিলন,  
কেহবা বিকট নয়নে, বলে যেন তোরে,  
আমাদের মত, হত প্রাণ হয়ে, ভ্রমে পড়ে রবে,  
যবে শমন ব্যাধ বধিবেরে তোরে ।  
ব্যাধরে অস্ত্রের যাতনা, প্রাণের বেদনা  
জান নাহি কিরে ? নাই জান যদি—  
তবে এই দেখ ? ( ব্যাধের হস্ত হইতে বাণ  
লইয়া ব্যাধের অঙ্গে বিদ্ধকরণ ) কিবা সে  
অস্ত্রের যাতনা, প্রাণের বেদনা ।

জংলি—উঃ হঃ উঃ হঃ উঃ হঃ গেলুরে গেলুরে ।

লুণ্ডি—তু কি করলু রে ? তু কি করলু ?

তুহারে এক কাঁড় বিধিরে । ( মারিতে উদ্ভত )

মুনিয়া—মার মার টাঙি মাররে ।

সুবিয়া—আরে কি করুস্, কি করুস্

মৎসারুস্‌রে । কুখা কোর রাধা রাণি হবুরে ।

শুন শুন ওডার কুখা শুনরে ।

উপবর্হন—আমারে বধিলে যদি জঠরের জালা

হয় নিবারণ দিনেকের তরে তব সবাকার,

তবে বধ বধ বধরে আমারে, বিলম্ব না কর

আর । ( কৃতাজ্জলিপুটে ) হরিহে ! নাহি জানি

কোন্ মহাপাপে, বন্ধিত ইহারা তব কৃপাদৃষ্টি

হতে । দয়াময় ! প্রাণি হিংসায় যদি কোন

হয়ে থাকে পাপ্ ; আমি স্বেচ্ছায়

সে মহাপাপ্ করিব গ্রহণ ।

দাও দাও দাও হরি, জ্ঞান চক্ষু দাও, এই জ্ঞান হীন জনে ।

আর যদি ইচ্ছা হয়, ওহে ইচ্ছাময়,

জীবের শোণিতে রঞ্জিতে মেদিনী,

ভূভার হরিতে হরি, আবশ্যক যদি হয়

জীবের শোণিত ; জীবের শোণিতে, যদি তব

সৃষ্টি রক্ষা হয় ; প্রস্তুত সর্বদা আমি

দিতে আমার হৃদয় শোণিত ।

বধিয়া আমারে, আমার শোণিতে

তব প্রিয় কার্য্য হরি করহে সাধন ।

জংলি—তু কি বলচুস্‌রে ? সোরা বোরা আর

মারবু নারে ? কি খাবুরে ? সুবিয়া মুনিয়া

কি খাবুরে ? তু খাওয়াবুরে ?

উপবর্হ—ওরেও অবোধ ব্যাধ । বিনা সেই হরি



দয়াময়, কাহারো শক্তি নাই, জীবগণে

আহার প্রদানে । সেই হরি দয়াময়

তোমাদের দিবেই আহার ।

মনে ভেবে দেখবে ব্যাধ, যবে তুমি ছিলেই

ভাই মায়ের উদরে । কে তোমারে

দিয়ে ছিলো খাদ্য সেইকালে ?

ভূমিষ্ঠ হইলে পরে মাতৃস্তনে কেবা হৃৎ দিলে ?

সেই হবি দয়াময় তোমাসবাকারে দিবেই আহার ।

জংলি ( আমুপাতিয়া কুঠাজলিপুটে ) তু কি বলচুস্নে ?

তুহার কুখা মুহার বড্ডা ভালু লাগলুয়ে ।

কে তুহার হারিরে ? কুখা সে থাকুস্নে ?

তুহার হারি মোগাদেব খাতি দিবেই ?

মহয়া খাতি দিবেই ?

উপবর্হন—ব্যাধরে ! বাহা চাবেই ভাই তাঁহার নিকটে তখনি তা

দিবেই ভাই হরি দয়াময় ।

জুন্নিয়া—তুহার হারি কুখা থাকুস্ন ?

মুনিয়া—তুহার হারি কত্না মহয়া খাউস ?

লুণ্ডি—তুহার হারি এ জংলে আছেই ?

উপবর্হন—তোমাতেও আছে হরি, আমাতেও আছে হরি, হরি ছাড়া নাহি

কোন স্থান, জলে হরি, স্থলে হরি অনলে অনিলে হরি, হরিময়

এই ভূমণ্ডল ।

জংলি—তু মুহারে হারি দেখাতে পারুস্ন ?

উপবর্হন—নিশ্চয় নিশ্চয় পারিয়ে ভাই, দেখাইতে হরি দয়াময়ে, এইক্ষণে ;

লুণ্ডি—অহ তু না পারুস্ন তুহারে এক কাঁড় বিধে দিবেই ।

উপবর্জন—যদি নাহি পারি দেখাইতে হরি দয়াময়ে,

বিদ্র কয়ে মোরে স্মৃতিহীন শরতে তব ।

বসো বসোরে নয়ন মুদিয়ে, বসো এই থানে ।

এই দেখ, এই ভাবে বসো এই থানে ।

( জাহ্নপাতিয়া নয়ন মুদিয়া কৃতাজলি পুটে )

জংলি—( তদ্রূপ করণ )

উপবর্জন—ব্যাধরে এইবার প্রাণ ভরে একবার হরি হরি বলে ডাক ।

জংলি—ও হারি ! ও হারি ! তু কুখা আছুসরে মুহারে একবার

দেখা দিউস্ রে ।

উপবর্জন ও মালাবতী—( জাহ্ন পাতিয়া কৃতাজলি পুটে )

গীত—

রাগিনী থট—তাল একতাল ।

কোথায় আছ ওহে হরি,

রেখো রেখো মান ওহে বংশীধারী ;

পড়েছি হরি বিষম সঙ্কটে,

এই এই এই ব্যাধেরি নিকটে,

দেখা দিবে রাখমান ওহে দানবারী ।

বলেছি ব্যাধরে, দেখাব তোমারে,

অনিলে অনলে তুচরে খেচরে,

যদি নাহি পারি দেখাতে তোমারে,

কলঙ্ক পড়িবে অকলঙ্ক নামে হে হরি ।

জংলি—( নয়ন মুদিয়া ) আঃ আঃ কি দেখুছরে কি দেখুচু' ।

উপবর্জন—ব্যাধরে প্রাণভরে এইবার হরি হরি বলে ডাক দেখি ।

জংলি—হারিবোল ! হারিবোল ! হারিবোল !

হারি তু খাউস্ নারৈ ; তু খাউস্ না

তু মুহার কাছে আউস্‌রে ।

তুহারে সু ছাড়বু নারে । ( ধরিতে উত্তত )

তু কুখা গেলুৱে ! তু কুখা গেলু !

( ধনুক বাণ পরিত্যাগ করত—উপবর্হনের পদ ধারণ করিয়া )

তুহার গোড় সু ছাড়বু নারে,

তুহার হারি মুহারে দিউস্‌রে,

আর সু সোরা বোরা কুছু মারবু নারৈ ।

উপবর্হন—ছাড় ছাড়রে ব্যাধ, ছাড় মোর পদ,

হারি হবি বল মুখে, ভাব হরি পদ,

হরিবোল হরিবোল হরিবোল বলরে ।

অনিত্য সংসারে ভাই কেউ কাবো নয় রে ॥

একা যে এসেছে ব্যাধ, একাযেতে হবে রে ।

দাবা পুত্র পরিজন, কেউ সঙ্গে যাবে না রে ॥

যাহাদের তরে ব্যাধ, নিত্য পাপ কবরে ।

তোমাব পাপের ভাগ, কেউ নাহি লবে রে ॥

হরিনাম বিনে ব্যাধ, গতি কিছু নাই রে ।

( তাইবলি ) হরিবোল, হরিবোল হরিবোল বলরে ॥

জংলি—হারিবোল ! হারিবোল ! হারিবোল ; আরে হুরিরা আরে

লুণ্ডিয়া তুহার সখ্‌ হরিবুল রে ।

সকলে—হারিবুল্ ! হারিবুল্ ! হারিবুল্ !

উপবর্হণ ও মালাবতী—হারিবোল ! হরিবোল ! হরিবোল !

( সকলের ঐক্যনি )

# দ্বিতীয় গর্ভাক

( কৈলাস পুরী )

মহাদেব ও পার্কতী ।

মহাদেব—বল শৈল সূতে ! আর কিবা শুনিতে  
বাসনা ! সৃষ্টি স্থিতি লয়, যে কারণে হয়,  
আগম, নিগম, তন্ত্র, মন্ত্র, ষট্ চক্র ভেদ,  
পুরুষ প্রকৃতি মধ্যে কিবা হয় ভেদ,  
স্বতঃ রজঃ তম, তিন গুণে কিবা ভেদাভেদ,  
সকলি গুনেছ তুমি ; প্রায় কালেতে  
তুমি শক্তি, সূক্ষ্মরূপে ব্যাপ্ত থাকি, এ বিশ্ব  
মাঝারে, খেলেছিলে সেই কালে অল্প পরমাণু  
লয়ে, তোমারি স্পন্দনে, তোমারি কম্পনে  
পুরুষ প্রকৃতি সৃষ্টি হয় সেই কালে ।  
তুমি শক্তি থাকি পুরুষেতে, পুরুষে করাও  
তুমি স্পন্দন কম্পন, প্রকৃতি মধ্যেতে থাকি  
গতি আর ক্রিয়া কর অমুকণ । তব আকর্ষণ  
বিকর্ষণ আর স্থিতিস্থত্য,—সৃষ্টি স্থিতি লয়  
হয় বার বার ।  
গিরি সূতে ! তব শত্ৰুহৃত পুরুষ প্রকৃতি কৃত  
স্পন্দন কম্পনে, কারণ বাসির সৃষ্টি হয়েছিল

প্রলয় কালেতে, সেই ঘোর তমসচ্ছন্ন অনন্ত  
 অগত ব্যাপ্ত কারণ বারিধি পরে, সৃষ্টিয়া সে  
 নিরদ বরণ, শঙ্খচক্র গদাপন্ন ধারী পুরুষরাজে  
 তব মার্যরূপ বটপত্রে, কিছুদিন রাখি ভাসমান  
 সৃষ্টির প্রাক্কালে পুনঃ কারণ বারিধি তলে,  
 অনন্ত শয্যায়, বোগ নিদ্রায় অভিভূত  
 রেখেছিলে তারে । আবার তোমারি ইচ্ছায়,  
 সৃষ্টিয়া সে বিধাতায়, বসায়েছিলে নাতি পদ্মে তাঁর ।  
 জানিনা জানিনা পার্কর্তী  
 অমর করিয়া মোরে, মৃত্যুঞ্জয় নামে অভিহিত  
 করি, হলাহল পান তুমি কেনবা করালে মোরে ।  
 জানি মাত্র তুমি শক্তি, আদ্যাশক্তি ইচ্ছাময়ী তুমি  
 তোমারি ইচ্ছায় সৃষ্টি স্থিতি লয়, হয় নারেবার ।

পার্কর্তী—সত্য বটে আমি শক্তি আদ্যাশক্তি, শক্তিময়ী আমি,  
 শিবশক্তি বলে খ্যাত এ তিন ভুবনে, কিন্তু নাহি জানি,  
 কি কারণে কোথা হতে, কে আমারে করিল সৃজন ।  
 নাহি জানি আমি, কি কারণে, যুগে যুগে হই আমি  
 শিবসীমন্তিনী । জানি মাত্র আধারের আধেয় আমি,  
 বিনা সে আধার, আমি শক্তি শক্তিহীন সদা ।  
 আমি শক্তি স্তম্ভ রূপে  
 থাকি পঞ্চভূতে, পুরুষ প্রকৃতি মধ্যে হই বিকাশিত ।  
 শশাঙ্কশেখর । ভূত ভবিষ্যৎ সকলি শুনিচি তবমুখে ;  
 কিন্তু কভু নাহি শুনিয়াছি  
 প্রকৃতির কার্য কিবা ? কলি কালে জীলোকের

ধর্ম কিবা হবে ? মর্ত্তভূমে এবে, সতী কেবা আছে ?

কলিকালে সত্য কিবা হবে ?

মহাদেব—পার্বতী ! অবিন্দিত আছে কিবা তব ?

পুরুষে আশ্রয় হয় প্রকৃতির কার্যা, কলিকালে

তারক ব্রহ্মনাম, হবে হারিনাম, সতীত্বই.

স্ত্রীলোকের হইবে ভূষণ, পতিভাস্ক পতিসেবা

শ্রেষ্ঠ ধর্ম হবে স্ত্রীলোকের ; শঙ্করী !

ত্রিভুবনে সতী তুমি হও চিরকাল, সতী বলি

অভিহিত হও যুগে যুগে, তোমারি আদর্শে এবে

সতীকুলশ্রেষ্ঠা মালাবতী সতী হয় ধরামাঝে ।

সতীত্ব সৌরভে তার ব্যাপ্ত চরাচর । কিন্তু

বৈধব্য যজ্ঞগা তার কপালে লিখন ;

পার্বতী—মৃত্যুঞ্জয় ! বল বল মোরে, তবে

কি পাপে বিধবা হবে মালাবতী সতী ?

তোমারি আদেশে, আমারি প্রেরিত অক্ষর

সিল্পুর শোভে তার সীমন্ত মাঝারে,

আহা অবলা সরলা সে যে, কিছুই জানেনা

আমাতৈব । ফুল দল দিয়া আজন্ম পূজিয়া

মোরে, ভক্তি ডোরে বাধিয়াছে সে ;

আশীর্ব্বাদ করিয়াছি আমি, জন্মএক্ট্রী যবে বলে ;

পত্নপতি ! বাড়িতে সতীর মান,

সতী সতী বলে ডাক তুমি দিশা নিশি ।

সতীমাধ ! সেই সতী বাক্য বৃদ্ধি ব্যর্থ

হলো এবে, সতী আশীর্ব্বাদ মিথ্যা হলো তবে ।

মহাদেব—শঙ্করী ! জানি আমি, মালাবতী সতী

হয় প্রিয় দাসী, কিন্তু বিধি বাম্‌বায় প্রীতি,

জীবনেতে সুখ কিবা তার । ত্রিনয়নি !

অগ্নে অগ্নে তুঞ্জে জীব কৰ্ম্মকল বিধির বিধানে ।

কাহারো শক্তি নাই, রোধিতে সে প্রাক্তনের গতি ।

ভেবে দেখ মনে, তুমি দান্ধায়নী,

তব পুত্র গণমেবের, করী মুণ্ড কেনবা হইল ।

সমুদ্র মন্থনোখিত হলাহল মোর ভোগে

কেনবা ষটিল । আমি কাল হয়ে মহাকাল,

সেকাল এ কাল চিবকাল, করি তোমা কোলে

কালেতে থাকিবা কেন তব পদতলে ?

তাই বলি শিবে, সবে বদ্ধ বিধির বিধানে ।

পার্কী—মৃত্যুঞ্জয় ! সতীর বৈধব্য যদি বিধির বিধান,

নাহি জানি তবে, অস্ত্র পরে কিবা

পরিণাম, নাহি জানি তবে সতীর আদর

সতীত্ব গৌরব কেমনে রহিবে ভবে ?

আশুতোষ ! শক্তি নাহিক যদি খণ্ডিতে সে বিধির বিধান,

তবে বাড়াতে সতীর মান, রাখিতে সতীর মান,

আমি সতী খণ্ডিব সে বিধির বিধান ।

সতীর বৈধব্য হবে, বে বিধির বিধি, হেন বিধির

কিবা প্রয়োজন জিজ্ঞাসন মাঝে ? কেবা সে বিধাতা,

নাহি জানে সে, মালাবতী সতী, হয় মোর দাসী ?

মৃত্যুঞ্জয় ! মৃত্যুঞ্জয় তুমি, এ বিশ্ব মাঝারে 'ঈশ্বরকাল' ;

কিন্তু যদি যদি তুমি, হস্ত হেঁদার সনে; আমি সতী

রক্ষা নাই পাবে তুমি, সতী শাঁপ হতে ।

সজিয়া সে, অজ্ঞ বিধাতার, সতীর বৈধব্য ঘুচাইব

চিরকাল তরে । ( কোথালো জরে ! কোথালো বিজরে ! )

( জয়া ও বিজয়ার প্রবেশ )

জয়া ও বিজয়া—প্রণাম হই মা চরণে ( প্রণাম করিয়া ) কি কারণে  
ডেকেছেন আমা দুইজনে ?

পার্কীতি—জরে ! কর্মফলে বিধির বিধানে, মোর

প্রিয় দাসী মালাবতী সতী, বিধবা হইবে অচীরে,

আশীর্বাদ করিয়াছি তারে, বুঝি বুঝিলো

জরে, মোর বাক্য মিথ্যা হয় এবে ।

জয়া—মাগো অভয়ে ! সতীবাক্য কভু মিথ্যা নাহি হবে ।

তব আশীর্বাদে জন্ম এত্নী হবে, মালাবতী সতী ।

কর সাধ্য বিধবা করিবে তারে ;

বিধি, বিষ্ণু, শিব, সতীবাক্য খণ্ডিতে নারিবে ।

বিজয়া—জানি আমি মাগো, দক্ষরাজের

অঙ্গমুণ্ড হরেছিল সতীর শাঁপেতে ।

হরগ্রীর হরে ছিথেন নিজে নারায়ণ ।

পার্কীতি—জরে ! বিজরে ! গুনি তো সবার সুখে,

সতীর গৌরব কথা, বড় সুখী হইলাম আমি,

কি দ্বিগুণে সন্তোষ তোমের করিবলো আমি ।

পয়লো পয়লো পলে সতী দত্ত মুকুতাম হার

তোমরা উভয়ে । ( উভয়কে হার প্রদান )

ভেৎসনা উভয়ে মোর প্রিয়কার্য্য এক করলো সাধন ।

বাও বাওলো জরে, বাওলো বিজরে, বাও শীঘ্র করি,



বথা মোর প্রিয়দাসী মালাবতী সতী ; লক্ষী অংশে  
 জন্ম তার । লরে ষাও মোর সীমন্ত সিন্দূর,  
 হস্তের কঙ্কণ, আর হরের ত্রিশূল ; অলঙ্কারে  
 রঞ্জিয়া সে চরণ ছুথানি, পরায়ে সে রক্তবস্ত্রতারে,  
 আমার সীমন্ত সিন্দূর দিও তার সীমন্ত মাঝারে ।  
 ( সিন্দূর প্রদান ) আমার হস্তের কঙ্কণ পরায়ে দিওলো  
 তার স্নানর হস্তেতে । ( কঙ্কণ প্রদান ) এই লও  
 সতীবাহী হরের ত্রিশূল ( ত্রিশূল প্রদান ) বলো তারে,  
 আমি, দাক্ষায়নী নামে, দক্ষরাজ গৃহে স্বামী নিন্দা  
 শুনে যবে, তাজে ছিলাম প্রাণ, সেই কালে নিজে  
 শূলপাণি, রাখি এই শূলে, ভীষণ ত্রিশূলে,  
 স্তব্ধে করি মেরে, সতী সতী বলে ঘুরেছিলেন  
 ত্রিতুবন ময় । ইহ জন্মে আমি, গোরি নাম ধরি,  
 জন্মাবধি হর পদ পূজি, পাইয়াছি এই সতীবাহী শূলে ।  
 আশীষিয়া বোলো তারে ;  
 পতি পদধূলি যত্নে শিরেধরি, পতিপদ পূজি,  
 এই সতীদত্ত সতীবাহী হরের ত্রিশূলে, রাখে বেন  
 নিজ পাশে দিবস শরীরী । আর বলো বলো  
 তারে তোমর। উভয়ে, মোর আশীর্বাদে জন্মএজী  
 হয়ে, সতী নামে খ্যাত, রবে ত্রিতুবনে ।

জয়া—( জোড়হস্তে ) এখনি বাইব মাগো মালাবতী পাশে ।

বিজয়া—( ঐ ) তব আজ্ঞা করিব পালন ।

( প্রণাম করণান্তর উভয়ের প্রস্থান )

পার্বতী—ওন জিপুয়ারী ! বিধির বিধান খতি ।

সতীর বৈধবা যদি ঘুচাইতে নারি, তবে আমি  
বুধা এই সতী নাম ধরি । কৰ্ম্মকল ভুঞ্জে নর  
এই সত্য যদি, কি কারণে পুজিবে নরে দান্দ্যায়নী সতী ?  
দেখিব কেমনে হয়, বিধবা সে  
মালাবতী সতী । ( প্রস্থান )

মহাদেব—( স্বঃ ) হরিভক্ত কলি এবে মর্ত্যলোকে  
দরেছে প্রবেশ । হরি ভক্ত কলির দর্প,  
খণ্ড করিবারে, হরির ইচ্ছায়, বিতরিতে  
নামাস্ত্রুত জগত মাঝারে, প্রেরিয়াছেন নিজ পুত্র  
নারদেৱে নিজে পদ্মযোনী, এবে উপবর্হন  
নামে খ্যাত হর মর্ত্য লোকে । নারায়ণ সকলি  
তোমার ইচ্ছা । হরেণামৈব কেবলং, হরেণামৈব  
কেবলং, হরেণামৈব কেবলং । ( প্রস্থান )

## তৃতীয় গর্তাঙ্ক ।

( গন্ধৰ্ব নগর । গন্ধৰ্বরাজের মন্ত্রণা গৃহ )

গন্ধৰ্বরাজ ও মন্ত্রী ।

গন্ধৰ্বরাজ—মন্ত্রী ! আজ কতদিন হলো, পুত্র মোর  
স্নান হেতু গিয়াছে সে, গওকীর জলে ;  
তাই পথ পানে চেয়ে আছি, পুত্রের কারণে দিবারাতি ।

বিলম্ব দেখিয়া তার, অস্থির হতেছে  
 হৃদয় আমার, বল বল মস্তি, পুত্র মোর কিংগে,  
 কেন নাহি এলো ? হেথা হতে বহুদূর  
 হয় সে গণ্ডকী, ভীষণ দুর্গম হয় সেই পথে,  
 ব্যাঘ্রাদি হিংস্র জন্তু বিচরণ করে সেই পথে,  
 মস্তি ! বুঝি উপবর্হন পুত্রমোর বেঁচে নাই আর ।  
 ( সজল নয়নে ) বাঘাঘর ! তব আশীর্ব্বাদে পাইয়াছি  
 হরিভক্ত পুত্রধনে, দিয়ে নিধি কেন মোরে  
 করহে বঞ্চনা ? হরিষে বিষাদ কেন ঘটাও আমার ?

মন্ত্রী—মহারাজ ! অনির্দিষ্ট বিপদের করিয়া কল্পনা,  
 ছায়ামাত্র দেখি বিপদের, উচিত না হয় তব  
 অস্থির হইতে এত । মৃত্যুঞ্জয় বরে পাইয়াছেন  
 পুত্র ধনে, মৃত্যুঞ্জয় হবে পুত্র তব । নিজে মৃত্যুঞ্জয়  
 রক্ষা তারে করিবে নিয়ত । হরিভক্ত জনের  
 বিপদ কভু না সম্ভবে ।

গন্ধর্ব্বরাজ ! মস্তি । মস্তি । ঐ ঐ ঐ কিরে আসে  
 শাস্ত্রী একা, পুত্রধনে সঙ্গে কেন নাহি দেখি তাব ?

মন্ত্রী—মহারাজ ব্যস্ততার নাহি প্রয়োজন,  
 ধৈর্য্যধারণ, ধৈর্য্যতাই মহতের গুণ । শাস্ত্রী  
 সহাস্ত বদনে, আসে তব কাছে । বিপদের  
 সম্ভাবনা কিছু মাত্র নাই । ধর্ম্ম রক্ষা করে  
 সদা ধার্ম্মিকের ।

“শাস্ত্রীর প্রবেশ”

গন্ধর্ব্বরাজ ( রাত্তরবে ) ঠেক ঠেক শাস্ত্রী !

পুত্র মোর কৈ ? স্বান হেতু গেলে দুই জনে,

নাহি জানি কি কারণে একা ফিরে এলে ?

শাস্ত্রী ! উত্তর প্রদানে শাস্ত, কররে আমারে ।

শাস্ত্রী—( প্রণাম করণান্তর ) মহারাজ ভাবনার

নাহি প্ররোজন, তব আশীর্বাদে সকলি

মঙ্গল, হরি ভক্ত জনের বিপদ না হয় কভু ;

গন্ধর্করাজ—শাস্ত্রী ! বল শীঘ্র করি, এবি

পুত্র মোর কোথা ? বিলম্ব না সহে আর,

কুশল বারতা দানে, ব্যথিত হৃদয় ব্যথা কর নিবারণ ।

মন্ত্রী—মহারাজ ! উদ্ভিগ্নের নাহিক কারণ ;

হরি ভক্ত জনের বিপদ নাহিক কোথা ।

শাস্ত্রী—মহারাজ ! হরির ইচ্ছায় মহেশ আদেশে

পুত্র তব হয়েছে সংসারী ।

গন্ধর্করাজ—তারপর তারপর, কোথা ?

কেমনে ? সচক্ষে দেখেচ তুমি ?

শাস্ত্রী—আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য মিলন গণ্ডকীর তীরে,

নাহি জানি কোথা থেকে এলো সেই

অসামান্য রূপসী ললনা । সজ্জিনীগণ সনে

এসেছিল গণ্ডকীর ঘাটে ললত্রীড়া হেতু ।

গন্ধর্করাজ—তারপর তারপর ?

শাস্ত্রী—তাপসেন্দ্র বশিষ্ঠ আদেশে, লুকাইত

ছিহু যোরা, গণ্ডকীর উপকূলে উপবন মাঝে,

গন্ধর্করাজ—তারপর তারপর ?

শাস্ত্রী—দেখি সেই অলোক সামান্য রূপসী ললনা,

সখা মোর দিয়ে মোরে সাধের সে বীণা,

উন্নত প্রায় ছুটে গিয়ে সম্মুখেতে তার দিল দরশন ।

গন্ধর্বরাজ—তারপর তারপর ?

শাস্ত্রী—উভয়ে উভয়েরে তুষ্ট করি প্রেম—আলাপনে,

প্রেম ফাঁস গলে দিল, উভয়েতে উভয়ের গলে ।

গন্ধর্বরাজ—বল বল শাস্ত্রী সত্য কিরে তবে, পুত্রমোর হয়েছে সংসারী ?

নিশ্চয় নিশ্চয় মহারাজ, পুত্রতব হয়েছে সংসারী !

শাস্ত্রী—কিবা সে প্রণয় হাস্, কিবা সে প্রণয় ভাস্

কিবা সে প্রণয় আশ্ কিবা সে হান্ত পরিহাস,

এক মুখে বলিতে না পারি ।

গন্ধর্বরাজ—নাহি জান কিরে কেবা সে ললনা ?

কিবা নাম তার ? কোন কুলোদ্ভবা ?

যেবা হয় এবে, পুত্র বধু মোর ।

শাস্ত্রী—মহারাজ ! গুনিয়াছি আমি শিবদূত মুখে,

গণ্ডকীর তীরে, শিবাদেশে আসি সেই ঋনে,

বলেছিল সে, সখারে আমার,

“চিত্ররথ কছা স্বাধীন মালাবতী—

সঙ্গিনীগণ সনে, আসিতেছে জলক্রীড়া হেতু

গণ্ডকীর জলে, ঈশানীর বরে বরিতে তোমায়ে ।

দাম্পত্য প্রণয়ে বদ্ধ হইবে ছজনে ।

গন্ধর্বরাজ—তারপর তারপর, এবে কোথা পুত্র আর পুত্র বধু মোর ?

শাস্ত্রী—পুণ্ডরিক গুণ্ডলগ্ধে, তারা দৌড়ে হইয়ে মিলিত,

মোর হাতে দিয়ে তার, সে সাধের

বীণে, তীর্থ পর্যটন আশে করিল প্রস্থান ।

গন্ধর্বরাজ—মজ্জি ! কেবা সেই চিত্ররত ? কোন্ কুলোদ্ভব সে ?

প্রেরিয়া সে রাজদূতে, সংবাদ আনহ এখনি ।

মজ্জী—মহারাজ ! মুনিসত্বম বশিষ্ঠ যে কার্যের নেতা,

সে কার্যের অমঙ্গল কভু না সম্ভবে ।

গন্ধর্বরাজ—মজ্জি ! আদেশেহ কোবাধক্ষে, ধন রত্ন

শকটাদি লোয়ে যায় যেন, যেথা পুত্র আর পুত্র বধু মোর ।

বুঝায়ে সে পুত্রে মোর, আনে যেন ঘরে ফিরে ।

( ভট্টনৈক দৌবারিকের প্রবেশ )

দৌবারিক—( অভিবাদন করিয়া ) মহারাজ ! এক বড়ি

ভারি ব্রহ্মণ, দরোজে মে খাড়ি ছায় ।

গন্ধর্বরাজ—উস্কে! আচ্ছি তরপুসে হিঁয়া লেয়াও ।

দৌবারিক—যো! হকুম্ ।

( প্রস্থান )

( বশিষ্ঠের প্রবেশ )

বশিষ্ঠ—শিবশঙ্ভো ! শিবশঙ্ভো ! শিবশঙ্ভো !

গন্ধর্বরাজ—( স্বসম্মুখে গাত্ৰোত্থান করত কৃতাজ্জুলি পুটে ) জনম সকল

মম তব দরশনে, পবিত্র এ রাজপুরী তব পদার্পণে । পাদ্য অর্থ

লোয়ে কৃতার্থ করণ আমারে ( আসন প্রদান )

বশিষ্ঠ—( উপবেশনান্তর ) গন্ধর্বরাজ ! স্বজন সংহতি আছোত

কুশলে ?

গন্ধর্বরাজ—তব আশীর্বাদে সকলি কুশল । মনোবাহু! পূর্ণ মোর

হইরাছে এবে ।

বশিষ্ঠ—গন্ধর্বরাজ আর কিবা মনেতে বাসনা ?

গন্ধর্বরাজ—তাপসেন্দ্র ! অবিদিত আছে কিবা তব । জ্ঞান হেতু গিয়াছে

সে পুত্র মোর গণ্ডকীতে, শুনিলাম শাস্ত্রী মুখে ভবান্বেশে,  
চিত্ররত কস্তা মালাবতী সনে দাম্পত্য প্রণয়বদ্ধ হয়েচে কুমার ;  
নাহি জানি আমি, কেবা সেই চিত্ররত ? সে কোন্ কুলোদ্ভব ?  
কোথা রাজ্য তার ? ত্রিকালজ্ঞ ! না পারি বুদ্ধিতে পুত্র  
মোর, করি দ্বার পরিগ্রহ, গৃহবাসী না হইয়ে, তীর্থবাসী কেন বা  
হইল ? আজন্ম করি দেব আরাধনা, পাইয়ে ভবাদৃশ মহ-  
তের শুভ আশীর্বাদ, মহেশ আদেশে 'পাইয়াছি পুত্র ধনে ।  
নাহি জানি দেব, হরিষে বিষাদ কেন হইল আমার ।

বশিষ্ঠ—( স্বঃ ) হরিভক্ত কলির গর্ব খর্ব করিবারে নিজে নারায়ণ  
প্রেরিয়াছেন নারদেবে গন্ধর্বরাজ গৃহে, বাড়িতে সতীর মান্  
রাখিতে সতীর মান, তীর্থবাসী হইয়াছে সে, লক্ষ্মী অংশে  
সমুদ্ভূতা মালাবতী সনে, তীর্থ পর্যটন চলে, দেশে দেশে হরি-  
নাম বিলাইবে তারা । ( প্রঃ ) গন্ধর্বরাজ ! এ কারণে উৎ-  
কণ্ঠিত হইতেছ হেন ? চিত্ররত, গন্ধর্ব কুলেতে হয়েছে উদ্ভব ।  
রাজবংশে জন্মতার, হয় মহাবাজা, হিমগিরির উপত্যকায়  
রাজত্ব তাহার, শাস্ত দান্ত মহাবীর্যবান্ সে, তোমাপেক্ষা  
ধনে মানে কুলে শীলে কোন অংশে হীন নয় সে, তোমাদের  
করনীয় ঘর ; কোন অংশে দ্বিধা, নাহি কর মনে ।

মন্ত্রী—( জোড়হস্তে ) কি কারণে ঘুঘরাজ হলেন তীর্থবাসী ?

গন্ধর্বরাজ—( জোড়হস্তে ) কত দিনে পুত্র মোর ফিরিবে আবার ?

বশিষ্ঠ—গন্ধর্বরাজ ! পুত্র তব নহেক সামান্য, দেব বরে পাইয়াছ  
তারে, দৈব কার্য্য করিতে সাধন, তীর্থবাসী হইয়াছে সে ;  
আগামী কংকিক মাসের পূর্ণমা তিথিতে, দিবা দ্বিপ্রহরে  
কৌশিকী নদীর তীরে ফিরিবে তাহার পুনঃ । বীণা নয়ে

যায় যেন শাস্ত্রী সেই কালে । বিনা সেই বীণা, পুত্র তব  
না ফিরিবে ঘরে । গন্ধর্ব্বরাজ ! সেই দিনে রাজ্ঞী তব,  
পুঞ্জে যেন শিব সৌমস্ত্রিনী ।

তুমিও করিবে ধ্যান, হরপদারবিন্দ সেই কালে ।  
আদেশিবে পুরবাসী জনে সেইদিনে,  
সবে মিলে মায় যেন তারা, কোশিকী নদীর তীরে,  
আনিতে গৈ পুত্র আর পুত্রবধূ তব ।  
যাই আমি এবে, চিন্তার নাহিক কারণ ।

গন্ধর্ব্বরাজ—( প্রণাম করণান্তর জোড়হস্তে ) তব দাসামুদাস আমি,  
আশীর্ব্বাদ করণ আমারে ।

বশিষ্ঠ—ধনে পুত্রে লক্ষ্মীলাভ হউক তোমার ।  
শিবশস্তো ! শিবশস্তো ! শিবশস্তো !

( প্রস্থান )

গন্ধর্ব্বরাজ—( জোড়হস্তে ) বাঘাঘর ! এতদিনে পড়িল  
কিহে মনে, এই দীন হীন জনে ।  
মন্ত্রিবর ! মহামুণি বশিষ্ঠের আদেশ  
যথাবিধি করহ পালন । যাও শাস্ত্রী  
মুনির আদেশ করিও পালন ।

রাজ্ঞী—যেবা আজ্ঞা তব ।

শাস্ত্রী—তব আজ্ঞা শীরধার্য্য ।

( উভয়ে প্রস্থান )

গন্ধর্ব্বরাজ—যাই আমি দেখি কোথা প্রেয়সী আমার ।

( প্রস্থান )



## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

( পার্বত্য প্রদেশস্থ বনপথ )

মালাবতী—নাথ ! শুনিয়াছি তব মুখে ব্রহ্ম হয় এক ;  
এক মেবা দ্বিতীয়ম বলি কতবার বলিয়াছেন  
মোরে । কেমনে বুঝিব নাথ, ব্রহ্ম এক কিম্বা দুই ।  
কেমনে বুঝিব কোথা তাঁর স্থান ;  
কিবা কার্য্য তাঁর ।

উপবর্হণ—মালাবতী ! এ সম্বন্ধে নানা মূনির আছে  
নানা মত । দুজ্জের দুর্বোধ্য হয় সেই মত ।  
তবে আমার ধারণা, জ্ঞানের সমষ্টি, হয় সেই  
ব্রহ্ম । এক পদার্থের সমষ্টি কতু হয় নাকো দুই !  
এ কারণে হনু তিনি এক ।  
দ্বিতীয় নাহিক তাঁর । অল্প পরামাণু হতে  
স্বাবর জগমে স্থান তাঁর । স্থূল সূক্ষ্মরূপে তিনি  
ব্যাপ্ত চরাচরে ! সংযোগ বিয়োগ স্থিতি,  
হয় কার্য্য তাঁর, সৃষ্টি স্থিতি লয়, হয় যার নাম ।

মালাবতী—নাথ ! জ্ঞানের সমষ্টি কিবা বুঝিতে না পারি ।

উপবর্হণ—মালাবতী ! এ জগতে জীব আর জড়  
এই দুই আছে বর্তমান । জড়তে জ্ঞানের  
সঞ্চার নাহি হয় কতু । জীব মাঝেই

জ্ঞানের আধার, জীবমাত্রেই নৃত্যধিক  
সকলই জ্ঞানী । জরনা করনার হয়  
ইচ্ছার উদ্বেক, ইচ্ছা না জন্মিলে, নাহি হয়  
জ্ঞানের সঞ্চার, পঞ্চভূত হতে ষড়ৈশ্বর্য দ্বারা  
হয় জ্ঞান লাভ । প্রত্যেক ইন্দ্রিয় হতে  
জ্ঞান লাভ হয় ! একারণে জ্ঞানের সমষ্টি  
বলা যায় তাঁরে । জ্ঞানের সমষ্টি হইলে মার্জিত  
মনঃশক্তি বৃদ্ধি হয়, পূর্ণ ভাবে তবে ।  
মনোমধ্যে সেই শক্তি হলে সঞ্চারিত ;  
ভেদাভেদ কিছু নাহি থাকে । জীব মাত্রে  
সমজ্ঞান হয়, জন্মে সদা জীব জড় সম  
ভাল বাসা । সুখ দুঃখ কিছু নাহি হয়  
অনুভব । স্থূল সূক্ষ্ম একরূপ হয় দরশন ।  
এই জ্ঞানে যেবা হয় জ্ঞানী, তাহাকেই  
ব্রহ্মজ্ঞানী বলে । একবার ব্রহ্মজ্ঞান হলে  
মানবের, অপার আনন্দ রসে মজে তার মন ।  
ব্রহ্ম জ্যোতী বিনিমিত হয় তার ষড়ৈশ্বর্য হতে ।  
ব্রহ্মতেজে দ্রবীভূত হয়ে ষড়রিপু,  
প্রেম সাগরের স্রষ্টি হয় হৃদয় মাঝেতে ।  
প্রেমের তরঙ্গ প্রেমাত্মরূপে, দর দর দরে  
ঝরে তার নয়ন হইতে, প্রেমের উচ্ছাস যদি  
পূর্ণরূপে বাহিরিতে নাহি পারে ষড়ৈশ্বর্য দিয়ে ;  
প্রেমের তরঙ্গ ধায় উর্দ্ধদিকে ব্রহ্মরন্ধু দেশে ;  
ব্রহ্মজ্ঞানী বাহ্যজ্ঞান শূন্য, হয় সে কারণ ।

প্রাণেশ্বরী । সমাধি তাহার নাম ।

বেস জেনো মালাবতী, বিনা জ্ঞান

কোন কৰ্ম হই না সাধিত ।

মালাবতী—(অঙ্গুলি নির্দেশে ) নাথ ! ও কাহারো আসিতেছে

আমাদের দিকে ? ঐ বন পথ দিয়ে ?

উপবহণ—মালাবতী ! এস বসি মোরা ঐ শিলাপবে,

আসিলে তাহাবা, জানিতে পাবিব মোরা, কে হই উহার ।

( উভয়ে শিলাপবে উপবেশন )

( বজ্রাবৃত চক্ষে সন্ন্যাসী বেশে জংলি সর্দার ও

সন্ন্যাসীনী বেশে ব্যাধ পত্নি সুরিয়া ।

সুরিয়া অঞ্চল দ্বারা পথ পৰিষ্কার করন ।

( জংলি সর্দারের ধীবে ধীবে পদক্ষেপনাস্তব আগমন )

জংলি—হাবিবোল, হারিবোল, হারিবোল,

আরে সুরিয়া, তু মুহাবে কুখা আনলুবে ?

সুরিয়া—হিংলু পোহাড রে ।

জংলি—এইখানে কুচ্ছ মুনিস্ নাই তুরে ?

সুরিয়া—হাঃ থুঃ, কুচ্ছনা কুচ্ছনা গুটা তু আরম্ভ ।

আরে সর্দার ! এখানে তু কেনো আলুরে ?

এখানে তু হারে মুহারে কে খাতি দিবেরে ?

জংলি—আরে সুরিয়া ! তু হারিবোল, হারিবোল,

হারি তুহারে খাতি দিবেরে ।

হারি তুহার মুহার সাথে সাথে ফির্চিরে । হারিবোল..

হারিবোল, সব্ মিলবুরে, সব্ মিলবু ।

সুরিয়া—আরে সর্দার ! বহুক্ষণ মিলুনা তু কি খাশু রে ?

জংলি—আরে সুরিয়া ! তু কুছ বুঝলু নারে,  
যোতু গুটা ডাঁস্ মৎমারস্ গুটা পিগ্নি  
মৎমারস্, মচ্ছি গুস্ না খাউস্ তো  
হারি তুহার সাথে আসনাই করবুরে,  
তুহাব সাথে নাচবুরে গাবুরে ।

সুরিয়া—আবে সর্দার ! তু কি বোলছুস্ রে ?  
তু মুহার মরদ<sup>১</sup> আছুস্ রে, তুহার সাথে  
মুহাব আসনাই আছুস্ । কিন্ হারির  
সাথে কিম্ নে আসনাই হবুরে ?

জংলি—আরে সুরিয়া ! তু জাহুস্ না, হারি তুহার  
মরদ, মুহার মরদ, সাকিবকার মরদ ।  
সাকিবকার সাথে আসনাই আছেরে ।  
হারির আসনাই বড়ি মিঠা আসনাইরে,  
তুযো লুগিয়া ছড়ুস্, বুধিয়া ছড়ুস্  
মুহারে ছড়ুস্, ঘর ছড়ুস্ হুয়ার ছড়ুস্ তো,  
হারি তুহার সাথে আসনাই কুরতে পারে রে ।  
আরে সুরিয়া ! তু মুহার গুটা গান শুহুস্ রে—

( বৃক্ষতলে উপবেশনস্তর )

( গীত । )

জংলি—হারি তু কুখা আছুস্ দেখা দিউস্ রে ।  
তুযে সব্ দেখুস্, সব্ জাহুস্, সব্ শুহুস্ রে ।  
( আরে সুরিয়া ) হারি তুহার মরদ মুহার মরদ সাকিব মরদরে ।  
আগেতে না বুঝলু সোরা বোরা কত্ না যারলু  
( হারি ) তুহার সাথে আসনাই কোরে, বড়ি মজা শিলুস্ রে ।

উপবর্হন—মালাবতী ! চিনেতে পারিলে কিবে কেবা ঐ হরি পরায়ণ ?

মালাবতী—নাথ ! পরিচিত স্বয়ং বোলে হয় অহুমান ।

উপবর্হন—মালাবতী ! ঐ হরি পরায়ণ হয় সেই ব্যাধ ।

পূর্বে বাদের নৃত্যগীত শুনিয়াছি মোরা ।

এবে হরির মায়ায় মুগ্ধ হয় এই ব্যাধ,

হরির মায়ায় বিরত সে জীব হিংসা হতে,

হিংসা ভয়ে বস্ত্রেতে আবদ্ধ করি নয়ন

তাহার, চলে ধীরে ধীরে পথ দিয়ে,

নাহি জানি কোন পুণ্য ফলে পাউল সে

শ্রীহরির দয়া ; মালাবতী ! ঐ ব্যাধের সর্দার

হৃদয়ে মেখেছে হবিনাম, হৃদয়ে গেঁথেছে

হরিনাম, মানসে এঁকেছে মাধুবী বনান ।

চিন্তচকোব তার, বাস্তব সদা নাম স্থা পানে ।

জ্যোতীর্ষ্যের জ্যোতী, বিভাসিত নয়নেতে তার ।

( ব্যাধের নিকট বাইরা ) ব্যাধরে ! চিনিতে পার

কিরে মোরে ? আমি রে সেই জ্ঞান হীন,

ভক্তিহীন অতিথি তোমার ।

জংলি—কে তুরে ? মুহার ঠাউর ? সুরিয়ারে !

খুল খুল মুহার আঁখি খুলরে, শুটা ঠাউরকে

একুবার দেখবুঝে । ( সুরিয়া কতৃক

নয়ন উন্মোচন ও উপবর্হণের চরণ ধবিয়া )

ঠাউর ! তুহার গোড় মু আর ছাভবু নারে,

তুহার সাথে তুহার হারির দ্যাশে বাবুঝে ।

মু আর জংলে রবু নারে । তুহার গোড়

পড়িবে । তুহার হারির সাথে মু গুটা কথা  
কবুরে । হুরিয়া মুনিয়া হুব্ হুমুগ আছে রে ।

উপবর্জন—( স্ব ) হরির মায়ায় মুগ্ধ হয় এই ব্যাধ,  
নারায়ণ ! সকলি তোমার ইচ্ছা ।

( প্রঃ ) ব্যাধরে দেরে, দেরে, দেরে মোরে আলিঙ্গন ।  
( দৈভয়ে আলিঙ্গন ) ব্যাধরে ! জীবনের সার  
প্রেম আলিঙ্গন, সর্বজীবে দিবে রে ভাই এই আলিঙ্গন ।  
সর্বজীবে দয়া ভাই করিবে সতত ।

অহিংসা পরমধর্ম্য মনেতে জানিবে । দিনেকের  
পাপ্ দিনান্তে ক্ষমা ভিক্ষালবে, ত্রীহরির কাছে ।

জংলি—ঠাউর ! সব্ বুল্, আচ্ছা হারি ঠাউব  
কোন্ মুল্লকে থাকুস ? কি করুস ?  
কি খাউস ? কত্ না মহয়া খাউস ? হারিবজরু আছে রে ?

উপবর্জন—ব্যাধরে ! সেই দয়াময় হবি সঙ্গে সঙ্গে  
আছেরে তোমাব, জগত পালন কার্য্যতঁার ।  
জগত মাতা জগদীধরী পত্নী তার । ব্যাধরে !  
সেই নিখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি, ত্রীহরির দয়া হলে  
একবার, ভব যন্ত্রণা নাহি রবে আর ।

জংলি—ঠাউর ! তুহার গোড় পড়িবে, তুহার হারির  
সাথে হুরিয়ার কুচ্ছ আসনাই করকুদেরে ।  
আরে হুরিয়া ! ধরুস্ ধরুস্ ঠাউরকু গোড় ধরুস্ ।

হুরিয়া—( চরণে ধরিয়া ) ঠাউর ! মুহার কি হবুরে ?  
সর্দার তুহার সাথে চলুয়ে,  
মু কি করবু রে, কি খাবুয়ে ?

উপবর্হণ—ওঠো, ওঠো মা জননৌ, ছাড় মোর পদ

ভজ আমিপদ, ভজিলে সে পদ, পাইবে

সে পদ, রবেনা বিপদ । দুজনায় মিলে

বল হরিবোল, হরিবোল পথেরি সম্বল,

হরি হরি বোল বল মা মুখে ।

জংলি ও সুরিয়া—হারিবোল ! হারিবোল । হারিবোল ।

উপবর্হণ ও মালাবতী—হারিবোল, হরিবোল, হরিবোল ।

উপবর্হণ—ব্যাধরে ভুলনারে কভু হবি নারায়ণে,

যাই মোরা তীর্থ পয়াটনে । পুঙ্কর তীর্থেতে

যাব মোরা

( উভয়ের প্রস্থান )

জংলি—আরে সুরিয়া, মু সব্ ছাড়লুরে, তুহায়ে মু পারলুনারে ।

( বজ্রাবৃত চক্ষু জংলি সন্দ্বারকে লইয়া সুরিয়াব প্রস্থান )

## পঞ্চম অঙ্ক ।

### প্রথম গর্ভাঙ্ক ।

( বৈকুণ্ঠপুরী—সিংহাসনোপরি উপবিষ্ট নারায়ণ )

নারায়ণ—( স্বঃ ) ব্রাহ্ম আর পাণ্ড কল্প হয়েছে অতীত,  
বারাহ কল্প ও অবসান প্রায় । চারি যুগে  
এক কল্পের হয় পরিমাণ, বারাহ কল্পের. সত্য  
ত্রেতা হয়েছে অতীত, দ্বাপরের প্রায় অর্ধেক  
হয়েচে বিগত । আমারি ইচ্ছায় কলি, মর্ত্যলোকে  
কবেছে প্রবেশ । বড় ভক্ত মোর, তর সেই কলি ।  
চারিযুগ হতে, করি মোর আবাবধনা, পেয়েছে  
অভিষ্ঠ বর মৃত্যু মোব হাতে । মোর ভক্ত নারদ  
সুভতি, পিতৃ শাপে গন্ধর্ব যোনীতে জন্ম, লইয়াছে এবে,  
উপরহণ নামে খ্যাত ধবামাঝে এবে ।  
অচিরে হইবে তার শাপ বিমোচন, বম অংশে জন্মভার,  
তাই নারায়ণী, মালাবতী নাম ধরি,  
মিশিয়াছে তার সনে । সতী স্বাধীন হয় মালাবতী,  
জন্মগ্রহণী যবে বলে-আশীর্বাদ করেছে জৈশানী ।



না পারি বুঝিতে কেমনে বিধবা হবে  
 মালাবতী সতী । সতীর বৈধব্য কভু,  
 সহ নাহি করিবে জ্ঞানী । নাহি জানি  
 কেমনে সে মহাকাল, পূর্ণ হলে কাল, বিধবা  
 করিবে তারে । নাহি জানি কেমনে সে রবিসুত  
 করিবে পালন আজ্ঞা তাঁর, অসাধ্য আসাধ্য আমার,  
 নিজে পদ্মযোগী, নারিবে বিধবা করিতে তারে,  
 বিনা সেই দাক্ষায়ণী সতী, কাহারো শক্তি নাই,  
 বিধবা করিতে তারে, মালাবতী সতী হয় প্রিয় দাসী তাঁর ।

( ব্রহ্মা মহাদেব ও যমেব প্রবেশ )

ব্রহ্মা—নমস্তে নারায়ণঃ ।

মহাদেব—নমস্তে মধুসূদনায়ঃ ।

যম—নমস্তে বৈকুণ্ঠ নাথায়ঃ ।

নারায়ণ—এস এস পদ্মযোনী, এস যুতাজ্ঞয়, এস যমবাজ,  
 হেন অসময়ে কি কারণে আসিয়াছ তোমরা সকলে ?  
 কুশল সংবাদ দানে কর সুখী মোরে ।

ব্রহ্মা—নারায়ণ ! অবিদিত আছে কিবা তব ; দেব !

তোমারি ইচ্ছায়, বার বার তিনবার সৃজন করেছে  
 এই জগত সংসার, দুইবার লয় হইয়াছে সমুখে আমার ।  
 সৃজিয়া এবার জগত সংসার, খেত বাবাহ নাম দিয়াছি তাহার ।  
 বারাহ কল্পের সত্য ত্রেতা হয়েছে বিগত, ষাণ্ময়ের  
 না হইতে শেষ, কলি সে দুর্য়তি পশিয়াছে  
 অকালেতে ধরামাঝে ; রক্ষিবারে ধরা বাসীকুহু;  
 তব নাম রূপ মহৌষধি বিতরণ আশে, শাপ দিয়া ঐশ্বর্য্যদ্বি

মম পুত্র নারদেয়ে ধরাধামে । এবে পূর্ণায়ু হইয়াছে তার,  
অচিরে হইবে তার শাঁপ বিমোচন,  
তোমারি ইচ্ছায় দেব, সৃষ্টি রক্ষা হেতু, পুনঃ  
শাঁপ দিব তারে পুঙ্কর তীর্থেতে । পুনঃ শূদ্র বোনীতে জন্ম  
লইবে সে ধবা মাঝে । দেব !  
এবে কি করি উপায়, সতী সাধবী হয় মালাবতী,  
লক্ষ্মী অংশে জন্ম তার, জন্ম এত্নী রবে বলে,  
আশীর্বাদ করেছে ঈশানী । তোমারি ইচ্ছায়,  
সতীর গৌরব আছে ধরা মাঝে ।  
তোমারি ইচ্ছায় বৈধব্য লিখিয়াছি অদৃষ্টেতে তার ।  
দেব ! বাড়তে সতীর মান, রাম অবতারে,  
তোমারি সাক্ষাতে স্বর্ণ লঙ্কা পুরে, সাগর সৈকতে,  
সতী সাধবী সীতা দেবী ক্রোড়েতে করিয়া ধারণ,  
সতীর মাহাত্ম্য দেখাইছি সবে ।  
অধিক কি বলিব দেব ! চারিযুগ হতে ঘেবা সতী,  
স্বামী অদর্শন সহিতে না পারি,  
জুড়াতে প্রাণের জ্বালা, নিজ হস্তে চিতা,  
কবি প্রজ্জ্বলিত, সহস্র বদনে মোরে করে আলিঙ্গন,  
বৈকুণ্ঠ নাথ ! সেই কালে আমি,  
ক্রোড়ে করি তারে, আনি ব্রহ্মপুত্র, তোমারি ইচ্ছায়,  
পুনতারে মিলাই তার স্বামীধন সনে ।  
দেব ! বলুন আমারে, এ হেন সতীরে, কেমনে কোন প্রাণে,  
বিধবা করিব তারে ?

নারায়ণ—বুড়াজ্বর ! আছে কিবা বক্তব্য তোমার ?

মহাদেব—মধুসূদন ! অনন্ত তোমার লীলা, না পারি বুঝিতে ।

দাক্ষায়ণী সতী, দক্ষরাজ গৃহে,  
পিতৃমুখে স্বামী নিন্দা শুনি যবে, ত্যজে ছিলো প্রাণ,  
তোমারি ইচ্ছায় আমি, নষ্ট করি দক্ষের সে মহাবজ্র,  
শূলে রাখি সতী দেহ, স্বন্ধে করি তারে,  
রাখিতে সতীর মান, দেখাতে সতীর মান, বাড়াতে সতীর মান,  
প্রকাশিতে সতীর গৌরব, সতীর মাহাত্ম্য ;  
সতী সতী বলে ভ্রমেছিলাম ত্রিভুবন ভয় । বৈকুণ্ঠনাথ !  
সেই কালে সূর্যদর্শন চক্রে ছিন্ন করি সতী দেহ, স্বন্ধ হতে মোর,  
একোপকোশ ভাগে করিয়া বিভাগ, একান পীঠের সৃষ্টি  
করি সেই কালে, বাড়ালে সতীর মান ।

আমি সতীনাথ, সতীর মাহাত্ম্য করিতে কীর্ত্তন,  
সতীছাড়া রহিতে না পারি, সতীপীঠ রক্ষা হেতু,  
রুদ্রেশ্বর, বক্রেশ্বর, ঘণ্টেশ্বর নাম ধরি থাকি সদা  
সতী পাশে । বাড়াতে সতীর মান,  
সতী পদতলে থাকি নিরন্তর ।

আবার কভু সতী শিরে ধরি, কভুসভা কোলে করি,  
কভু সতী হৃদে রাখি, বাড়াই সতীর মান ।  
দেব ! তোমারি ইচ্ছায়, রাখিতে সতীর মান,  
সতীর আদেশে, সতীরে তুষিতে, তত্ত্ব চূড়ামণি  
দশাননে ত্যজি, সতীসহ আমি সতীনাথ,  
ত্যজেছিলাম অৰ্ণ লঙ্কাপুরী । বাড়াতে সতীর মান  
দেবগণ মাঝে, অন্তঃপুরেরে, মহিষীর গর্ভে জন্ম জন্মে,  
ত্রিলোক বিজয়ী মহিষাসুর নাম ধরি, ;

সতীর ইচ্ছায়, সতীপদ স্বন্ধে করি, বন্ধ হয়ে নাগপাশে,  
 সহ্যকরি কেশরীর ভীষণ দংশন, সতীহাতে  
 তাজিবারে প্রাণ, পাতিয়া লয়েছি বুকে ভীষণ ত্রিণ্ডলে ।  
 সতীরে তুষিতে, মদনে করিয়া ভঙ্গ,  
 সতীশাপ ভয়ে, সতীর সাক্ষাতে পুনর্জীবিত করিয়া মদনে,  
 রুতি সতীর বাড়াইছি মান ।  
 বাড়াতে সতীব মান, ত্রেতাযুগে আমি, পবন ঔরবে  
 জন্মলয়ে, রামদাস নামধরি, তোমার দাসত্ব করিয়ে স্বীকার,  
 উলম্ব সাগর লজ্জি, সতী দেহ চেড়ীগণের বেত্রাবাতে জর্জরিত  
 হেরি, জুড়াতে হৃদয় জালা, জালাইয়া সে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী,  
 উদ্ধারিতে সীতা সতী, তোমারি সাক্ষাতে,  
 স্বেচ্ছায় রাক্ষসধম ইন্দ্রজিতের নাগপাশে বন্ধ হয়ে ছিহু ।  
 দেব! চিবকাল কবি সতীর আদর,  
 কেমনে কোন্ প্রাণে, সতীবে বিধবা করিব এবে ?  
 ছার সে ব্রহ্মতেজ, ছার সে রুদ্রতেজ, সতীতেজ কাছে ।  
 ছার সে ব্রহ্মমায়ী, ছার সে বিষ্ণুমায়ী,  
 ছার সে রুদ্রমায়ী, সতীমায়ী কাছে ।  
 সতী শ্রেষ্ঠা এবে মালাবতী সতী, হয় ধরামাঝে ।  
 কাহাবো শক্তি নাই বিধবা করিতে তারে ।  
 অসাধ্য, অসাধ্য আমার ; মধুসূদন ! অসাধ্য  
 তোমার, সাধ্য নাহি প্রজাপতির । আবার  
 মালাবতী সতী হয় প্রিয় দাসী জৈশানীর ।  
 জগৎ এতী রবে বলে আশীর্বাদ করেছে জৈশানী তারে ।  
 মধুসূদন ! বৈকুণ্ঠনাথ ! এবে যেবা হয় করহ বিহিত ।

নারায়ণ—যমরাজ ! কিবা বস্তুব্য তোমার ?

যম—নারায়ণ ! আর কতদিন জীবের সংহার কার্যে রাখিবে হে মোরে ?

তোমারি ঈচ্ছায়, বিধির বিধান, করিতে পালন,

কালের আদেশে, নিষ্ঠুর সংসার কার্যে ত্রুতী অলুক্ষণ ।

নাহি জানি দেব ! কোন মহাপাপে,

হেন নিষ্ঠুর কার্যের ভার দিয়াছেন মোরে ।,

নাহি জানি, ত্রিভুবনে ধর্মরাজ কেন বলে মোরে ।

অধর্শ্বিকের চূড়ামণি আমি ; না হইতে পূর্ণ জীবের,

জীবনের কাল, অকালে তাহারে আমি করিহে গ্রহণ ;

দাম্পত্য প্রণয়া বন্ধ দম্পতি যুগলে,

না মিটিতে তাহাদের প্রণয় পিপাষা,

ছিন্নকরি তাহাদের প্রণয়ের ডোর, বিচ্ছেদ সাগরে

তাদের ভাসাই সতত । পুত্র প্রাণা

জননীর জীবনের সার, সরল সাহাস্য বদন

স্তনপায়ী সন্তানে, ছিন্নকরি মাতৃকোড় হতে,

ভাসাই অনন্ত কালের স্রোতেতে । পূর্বজন্মাজিত

সতীস্বাধীর সাধনার ফল, সতীর গৌরব রবি

স্বামীধনে তার, আনি নিজপুরে, সাজায়ে

সে সধবার বিধবা সাজেতে, দুখের সাগরে

ভাসাই সতীরে ; এর চেয়ে অধর্মের কার্য

কিবা হতে পারে ? এর চেয়ে হীন কার্য কি আছে জগতে ?

এর চেয়ে মহাপাপ কি আছে ভুবনে ? আহা সেই বিয়োগ বিধুরা

পতিগত প্রাণা, পতিহীনা সাক্ষনয়না

সতী সাক্ষী, খুলিতার হস্তের কঙ্কণ, মুছিতার

সীমন্ত সিন্দুর, ভাসায়ে শ্রোতের জলে সধবার সাজ,  
 উর্দ্ধনেত্রে বন্ধে রাখি হাত, লক্ষ্যকরি মোরে,  
 বলে সেই সতী, ওরে রে নিশ্চয় বম ;  
 এই কি রে ধরমের কাজ ? ধর তুমি ধর্ম্মরাজ  
 নাম ? সতীর প্রাণেতে ব্যথা দিলেতে যেমন,  
 জন্মে জন্মে প্রাণে ব্যথা পাইবে তেমন ।  
 নারায়ণ ! বুঝি সতীশাঁপে মোরভাগ্যে হেন  
 হীন কার্য্য ঘটেছে আমার । বুঝি সতী শাঁপে  
 বংশে মোর কেহ নাহি রবে । বুঝি সতীর নিশ্বাসে  
 বংশ মোর নির্বংশ চইবে ।  
 দেব । ভয়ঙ্কর ভয়ঙ্কর সে সতী শাঁপ ;  
 অতি তুচ্ছ তার কাছে হয় ব্রহ্ম শাঁপ ।  
 নারায়ণ ! তনাদেশে আমি,  
 হীনাপেক্ষা হীনতর কার্য্য, কবিবাবে পারি ;  
 কিন্তু সতীর বৈধব্য আমি সহিতে না পারি ।  
 সতীর চক্ষের জল দেখিতে না পারি ।  
 অসহ, অসহ সে সতীশাঁপ । ব্রহ্মতেজ তার কাছে,-  
 খদ্যোতিকা প্রায় ।  
 আবার, আবার সে সতী শাঁপ সবুখে আমার ;  
 সতী শ্রেষ্ঠা হয়, মালাবতী সতী ধরানাবে ;  
 কেমনে কোন্ অপরাধে, কোন্ মহাপাপে,  
 বিধবা করিব তারে ? রাসেশ্বর !  
 গুনিয়াছি তব মুখে জন্মে জন্মে ভুঞ্জে জীব.  
 কর্ণফল তার ; নিজে সে বিধাতা

লিখেন অদৃষ্টে তার কৰ্মফলফল ;  
 কৰ্মফল ভুঞ্জি জীব, জীবনের কাল  
 হলে পূর্ণ কাল, নিজের মহাকাল  
 সংহার করেন তারে । নাহি জানি দেব,  
 কি কারণে তবে, জগতের জীব,  
 অকলঙ্কে কলঙ্ক আরোপ করে মম নামে ?  
 জন্মোদয় যম সবে, অকলঙ্কে হইয়াছে গত ; ‘  
 আমি হই যতুদিশ যম, মোব ভাগ্যে  
 সতীকে বিধবা করা, একি নারায়ণ ?

নারায়ণ—! (স্ব) বুঝিই সকলি, এবে কি করি উপায় ?

(প্রঃ) মৃত্যুঞ্জয় ! পদ্মযোনী ! যমরাজ !  
 সত্য বটে সতীরে বিধবা করা অসাধ্য আমার,  
 অসাধ্য তোমার, অসাধ্য বিধাতার ।  
 যম রাজের সাধ্য কিবা আছে ?  
 কিন্তু মনে করে দেখ, তোমরা সকলে,  
 কে আমরা ? কাহার ইচ্ছায়, কি কারণে,  
 সৃজিত হোয়েছি মোরা ? জাননা কি সবে  
 মোরাসবে মায়াময়ীর মায়ার সাগরের  
 সামান্য বৃন্দ বৃন্দ মাত্র । তবে মোরা কেন  
 করি ভয় ? কারে করি ভয় ? যে কার্য্য করান  
 তিনি সেই কার্য্য করি মোরা ।  
 আমাদের শক্তি কিবা আছে ? রোধিতে তাঁহার ইচ্ছা ।  
 ইচ্ছা ময়ীর ইচ্ছা অবশ্যই হইবে পূরণ ।  
 মোরা সবে উপলক্ষ্য মাত্র তার ।

বিনা সেই শক্তিশ্রী আমাদের অভিষ্ট সিদ্ধি কছু নাহি হবে ।  
 যাও সবে কোশিকী নদীর তীরে, যথাবিধি  
 কর্তব্য পালন করিও সকলে ।  
 যাব আমি তথা, মিলিয়া সকলে করিলা মন্ত্রণা,  
 উপস্থিত মতে, যেরা হয় করা যাবে তথা ।  
 বিনা শক্তি আরাধনা, সৃষ্টি রক্ষা হবেনা হবেনা ।  
 যাও সবে, যাই আমি, দেখা হবে পুনঃ কোশিকীর তীরে ।  
 ব্রহ্মা, শিব, যম—যেবা ইচ্ছা তব ।  
 জয় নারায়ণ ! জয় নারায়ণ ! জয় নারায়ণ ।  
 জয় শক্তিশ্রী, জয় ইচ্ছাময়ী, জয় মায়াময়ী ।

## দ্বিতীয় গর্তাক ।

পার্বত্যীয় প্রদেশস্থ বনপথ ।

( উপবহন ও মালাবতী— )

উপবহন—মালাবতী ! ঐ যে দেখিছ দূরে উচ্চ গিরি রাজে,  
 শৃঙ্গ বার স্পর্শিয়াছে অত্রভেদী গগন মণ্ডল ।  
 সদাকৃত চূড়া যার আনন্ত তুবারে ;  
 যার রক্ষ করি বিদীরণ, নিম্নল সলিলা  
 শ্রোতস্বতীগণ, প্রবাহিত সদা এমহী মণ্ডলে ।  
 গহ্বরে বসিয়া বার—বোগী ধ্বংস গণ  
 সদা মগ্ন ধ্যানে আছে অধুনা ;



এহেন বে গিরিরাজ, কালের অনন্ত স্রোতে হইবে যে লয়।  
 ঐ উচ্চ উচ্চতর গিরিচূড়া বাহা যোরা,  
 স্থূল চক্ষে না পাই হেরিতে,  
 একদিন নিষ্ঠুর কালের স্রোতে, তোমা আমা  
 পদতলে হইবে লুপ্তিত। তাই বলি মালাবতী  
 এজগতে অনিত্য সকলি।

মালাবতী—নাথ ! চন্দ্র সূর্য্য গ্রহ তারা আদি, নিত্য নহে কি উহার ?

উপবহ্ন—প্রাণেশ্বরী ! অনিত্য ; সকলি অনিত্য।

মালাবতী—নাথ ! জানিতে বাসনা মোর,

এ জগতে নিত্য কিবা আছে ?

উপবহ্ন—মালাবতী ! মুনি ঋষিগণ পরমাণু আর কালে,

নিত্য বলি করিয়াছে স্থির

ইহা ছাড়া শব্দ আর ক্রিয়া নিত্য বলি

মোর মনে, হয় অসুমান, গুদগুধরী !

নাহি জানি ইহামোর ভ্রম কিনা।

মালাবতী—জগৎশ্রবণ ! আকর্ষণ, বিকর্ষণ, স্থিতি

আর ব্যাপকতা, নিত্য নহে কি ইহার ?

সৃষ্টি স্থিতি লয়, হয় বার মাম।

উপবহ্ন—মালাবতী ! উহারাই ক্রিয়া নামে হয় অভিহিত।

মালাবতী—নাথ ! বর্ণ আর জ্ঞান নিত্য নহে কি তাহার ?

উপবহ্ন—প্রিয়ে ! বর্ণ আর জ্ঞান নিত্য বলি আমার বিশ্বাস।

নাহি জানি বিজ্ঞানেতে ক্রিয়া তারে বলে।

মালাবতী।—নাথ ! অজ্ঞান কি তব্বে অনিত্য জগতে ?

উপবহ্ন—মালাবতী ! পদান্ত করিলে মোরে,

আমি নিজে জ্ঞান হইন, অজ্ঞান নিত্য কি অনিত্য,  
কেমনে বুঝাব তোমায় ।

তবে আমার বিশ্বাস, অজ্ঞান না রবে ভবে ;

একদিন জীব মাঝেই পূর্ণ জ্ঞানী হবে ।

মালাবতী ! কঠিন মাটিতে, হাঁটিতে হাঁটিতে,

বেদনা হয়েছে পায়, কিছুক্ষণ শ্রান্তি দূর, কব এই ধানে ।

আ'ম বন হতে আনি বন ফুল, মালাগাঁথি পরাবো তোমারে ।

( প্রস্থান )

( জয়া—ও বিজয়ার প্রবেশ )

জয়া—জয় মা শঙ্কবী !

বিজয়া—জয় মা ভবানী !

মালাবতী—কে তোমরা গো স্রচার হাসিনী ?

কি কাবণে, কোথা হতে আসিয়াছ হেথা ?

প্রয়োজন কিবা আমা কাছে ? পরিচয় দাও মোরে ।

জয়া—দেব দূতী মোবা, দাসী মোবা হই শিবানীব ।

আশীর্বাদ জানাতে তোমাবে, আসিয়াছি মোরা ।

বিজয়া—তুমি কেমা ? কাহার হুহিতা ?

কোন ভাগ্য ধরের হওমা বনিতা ?

কোন কুলোডা বা তুমি ?

মালাবতী—মাগো ! নাম মোর হয় মালাবতী,

গন্ধর্ব্ব কুলেতে জন্ম, পিতামোর হন চিত্ররত ।

গন্ধর্ব্ব রাজের পুত্র হন আমার মোর ।

আমিও মা, তবেষ আমিণী ঈশানীর দাসী ।

প্রণাম হইমা চরণে । (প্রণাম করণে)।

জয়া—চিরআরুণতী হয় মাগো ।

বিজয়া—জন্য এতী রবে মাগো তুমি ।

মালাবতী—(স্ব:) মনে কি পড়েছে মাগো এ দাসীরে তব ?

(প্র:) মাগো ! বল মোরে, এ দাসীরে কি কারণে

হয়েছে স্বরণ তাঁর ? আমাপ্রতি কিবা আদেশ আছে মার ?

জয়া—শঙ্করী আদেশে আসিয়াছি মোরা, সাজাইতে তোমা,

মনোমত্ত সাজে তাঁর ।

বিজয়া—মাগো বড় ভাগ্যবতী তুমি, তাই নিজে মা শঙ্করী,

সাজাইতে তোমা পাঠিয়েছেন হস্তের কঙ্কন,

সীমন্ত সিন্দূর তাঁর ; আব এই সতী বাহী শুলে ।

জয়া—বড় সাধ তাঁর সাজাতে তোমাকে তাঁহার মত ।

বক্ত বস্ত্র পরায়ে তোমারে, অলঙ্কারে রঞ্জিয়া সে

চবণ ছুথানি, সীমন্ত সিন্দূর তাঁর,

দিয়া তব সীমন্ত মাঝারে, পবাতে তোমার হস্তে,

হস্তের কঙ্কণ তাঁর ।

বিজয়া—এই যে দেখিছ মা ভীষণ জিগুল,

সতী বাহী শুল, নাম হয় এব ।

স্বামী নিন্দা শুনি দক্ষরাজ গৃহে ববে,

ভাজে ছিলেন প্রাণ দাক্ষায়নী, সেই কালে

নিজে শুলপাণী, সতী দেহ রাখি এই শুলে,

সতী সতী বলি, ঘুরে ছিলেন জিভুবন ময় ।

জয়া—মা আমার, ইহ জন্মে গৌরি নাম ধরি,

হব পদ পুঞ্জি, পেয়েছেন এই সতী বাহী শুলে ;

এবে ধরমাঝে সতী প্রেষ্ঠা হও তুমি,

সে কাবণে, তোমাতবে পাঠিয়েছেন এই শুলে

সতী শ্রেষ্ঠা মা আমার ।

মালাবতী—দেবদূতী তোমবা মা হও হুইজনে,

মায়েব আদেশে আসিয়াছ সাজাইতে মোবে,

বড় ভাগ্যবতী আমি, সাজাও আমাবে, যথা ইচ্ছামার ।

জয়া—বসো মা এই খানে ।

মালাবতী—(উপল খণ্ডে উপবেশন)

জয়া—(অলঙ্কর হস্তে পদস্পর্শ কবনোদ্যত)

মালাবতী—( নিবাবণ করিয়া ) কি কব কি কর মা দেবদূতী ;

আমি যে মা গন্ধর্ব্ব হুহিতা, কেমনে পশিতে

দিব মা তোম', চবণ আমার ?

জয়া—কি বলিলে মা ? না পাবি পশিতে সতীপদ মোবা ?

মাগো । কি পাপ কবেছি মোবা ?

কোন মহাপাপে সতীপদ না পেহু পশিতে ?

জন্ম জন্মান্তর হতে কবি সতী আরাধনা, হইয়াছি—

সতী দাসী মোবা ; সতীবে তুষিতে, সতীরে সাজাতে,

সতীবে পূজিতে, থাকি সদা সতী পাশে,—

সতী পদ পূজি নিবন্তব । সতীর আদেশে

সতীরে সাজাতে আসিয়াছি মোরা । তুমি যে মা

সতী শ্রেষ্ঠা হও ধরামাবে, তুমি সতী, হও সতী দাসী ;

মোবাও মা হই সতী দাসী, তবে কেন না পাই—

পশিতে সতী পদ ? ( জোড় হস্তে উর্ধ্বনেত্র ) মাগো অভয়ে !

বড় গর্ব্ব ছিল আমাদের, সতীদাসী হই মোরা,

সে গর্ব্ব খর্ব্ব মা করিলে এত দিনে ।

বিজয়া—নারিছ বুঝিতে সতীর আবার জাতিভেদ কিবা ।

দেবী কি দানবী, গন্ধৰ্ব কি মানবী,  
 ব্রাহ্মণী কি চণ্ডালী, যে বা সতী হবে জিভুবন মাঝে,  
 সেই পূজ্যা হবে । দেবত্ব অমরত্ব তুচ্ছ তার কাছে ।  
 সিদ্ধি মুক্তি তার পিছু পিছু ফেরে ।  
 ধর্ম অর্থ কাম মোক্ষ চতুর্কর্গ ফল তার, হাতে হাতে ফলে ।  
 যেবা সতী পতি পদ ধুলি যত্নে ধরে শিরে,  
 ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে তার কি করিতে পারে ।  
 মাগো ! সতীরে পাইতে নিজের সতী নাথ,  
 অঙ্গে মাখে ছাই, কণ্ঠে ধরে বিষ, সতী সতী বোলে  
 বাজার ডুকর, সতী সতী বলে বাজার শিঙা ।  
 মাগো ! তুচ্ছ তার কাছে শিব লোক, ব্রহ্ম লোক, আর সে  
 গোলক । সতী পদে স্থান তাব হয় চিরকাল ।  
 হেন সতী পদ পূজি মোরা দিবস শরীরী । তবে কেন  
 না পাই পূজিতে সতী পদ মোরা ?

মালাবতী—না বুঝে করিছি অপরাধ,—দেবদূতী তোমরা ছজনে,  
 তাই মাগো করেছি নিশেধ । ভবেশ ভামিনী মা আমার,  
 পাঠিয়েছেন তোমা সবে, সাজাইতে মোরে ।  
 এর চেয়ে, ভাগ্য মোর কিবা হতে পারে ।  
 সাজাও আমারে যথা ইচ্ছা মার আমার ।

(জয়া ও বিজয়ার সাজাইতে সাজাইতে গীত)

( গীত )

পরমা, পরমা, পরমা বসন—পরমা, পরমা, পরমা কঙ্কণ ।

পরমা-পদে অলঙ্কার রঞ্জন ॥

মোরা হুই জনে হই সতী দাসী, জানি মোরা তুমি,  
হও সতী দাসী ।

(তাই) সতীর আদেশে, এসেছি সাজাতে মোরা হুই জন ॥  
তুরি যে মা সতী, হও ভাগ্যবতী, তাই দাক্ষায়নী সতী,  
দিয়াছেন তোমা সখবা ভূষণ ॥

জয়া—বিজয়ে লো ! মায়ের সীমস্ত সিন্দূব পরালো সতীর সীমস্ত মাঝারে ।

বিজয়া—( সীমস্তে সিন্দূব প্রদান )

মালাবতী—প্রণাম হইমা চরণে (প্রণাম)

বিজয়া—দেবদুতী সতী দাসী আমি,

আশীর্বাদ করি জন্ম এস্ত্রী রবে মা গো তুমি ।

জয়া—ধরমা ধরমা সতী দত্ত সতী বাহী গুল,

আজ্ঞা তাঁর দিবস শঙ্করী রেখো মা হাতে ।

মায়ের মাথার অর্ঘ্য ধর ধর মা শিরে ।

( গুল ও অর্ঘ্য প্রদান )

মালাবতী—প্রণাম হই মা চরণে । (প্রণাম)

জয়া—জন্ম এস্ত্রী হয়ে, চির আয়ুস্বতী হও মাগো ।

পতি পদ ধুলি শিরে ধরি, পতি পদ সেবা করো নিরন্তর ।

বাই মাগো মোর—( উভয়ের প্রস্থান )

মালাবতী—(স্বঃ) না পারি বুঝিতে এবা কিবা খেলা মার ?

( জোড় হস্তে ) মাগো দাসী তব আমি, শেষের সে দিনে,

চরণে স্থান দিওমা আমারে ।

( উপবহনের প্রবেশ )

উপবহন—(মালা হস্তে) মালাবতী ! আহা মন্দির করি—

হেন সন্ন্যাসিনী সাক্ষে কে সন্মিলো তোমা ?

হেন সুবিন্যাসে সীমন্তে সিন্দূর কেবা পরাইল ?  
 হীরক মণ্ডিত সুবর্ণ কঙ্কণ, কে তোমার হাতে দিল ?  
 কোন স্বাধবী অলঙ্কারে বঞ্জিল তব, চরণ দুখানি ?  
 কোন সতী মনসাধ মেটায়েছে পরায়ে তোমাবে  
 কৌশীক বসন ? বল বল মালাবতী ভীষণ ত্রিশূল তুমি  
 কোথা হতে পেলেন ?

মালাবতী—হৃদয়েশ্বর ! তোমাবি কুপায় পাইয়াছি এই সব্ ।

দিবস শর্যবী তব পদ পূজি,  
 তাই দাক্ষায়নী সতী দিয়াছেন এই সব্ ।  
 তব পদ পূজিবারে, সতীপদ পূজি, সতীদাসী নাম ধবি —  
 হইয়াছি দাসী তব, সে কারণে দাক্ষায়িনী মা আমাব,  
 মনোমত সাজে সাজাতে আমাবে,  
 পাঠায়ে সে দেবদুতী গণে সাজায়েছে মোবে ।  
 নাহি জানি কিবা আছে মার মনে ।

উপবহন—মালাবতী ! সতী তুমি, তাই দাক্ষায়নী সতী

সাজায়েরেছে তোমা । এখন চল  
 যাই মোরা পুঙ্কব তীরেতে ।

(উভয়ের প্রস্থান)

## তৃতীয় গর্ভাক্ষ ।

হরিদ্বার—

( ভাগীবধী ত্রীমস্থ শিলাপরে উপবিষ্ট ব্যাসদেব )

ব্যাস—তারা তৎস্বমসি ! তৎস্বমসি ! তৎস্বমসি !

মাতঃ ! বিষ্ণুপাদোদ্ভবাং শীতলাং নিম্নলাং পূতসলিলাং,  
ব্রহ্মাদি দেবগণ পূজিতাং, মুনিগণ সেবিতাং, সুরাসুরে বন্দিতাং,  
পতিত পাবনি, সুরধনি গঙ্গে ! প্রণমী মা তব পদে ।

জানি না মা, কলি কালে—

কেমনে সে কলি, এ মাংহাঙ্গ তব করিবে বিনাশ ?

ওমা শৈলবক্ষ বিদারিণী, ঐবাবত দর্প নাশিনী—

উত্তাল তবঙ্গময়ী মহাবেগবতী ভাগীরথী !

জানিনা মা কলি কালে বিজ্ঞাতীয় সবে,

কেমনে মা তোরে লৌহ পাণ্ডবে করিবে বন্ধন ?

ওমা শশাঙ্ক শেখর শিরবাসিনী, ব্রহ্ম পুর নিবাসিনী,

গঙ্গাধর মনোমহিনী, সগর বংশ উদ্ধাবিনী,—সিদ্ধি মুক্তি

দায়িনী, জানিনা মা কলি কালে কেমনে তুই,

প্ৰভাবের পরমালী রূপে হবি অভিহিত ?

যে বৃকে ভাসে মা তোয়, জবা বিষদল,

যে বৃকে ভাসে মা তোয়, কুল শতদল,

জানিনা মা সেই বৃকে কেমনে ধরিবি তুই,

বিজ্ঞাতীয় লৌহ পোত দল ! কেমনে ভাসাবি বৃকে,



বিজ্ঞাতীয় পতাকা সকল ? জানিনা মা কলিকালে,  
কেমনে তোরে বিজ্ঞাতীয় সবে, লৌহ বস্ত্রে করি আকর্ষণ,  
লয়ে বাবে ইচ্ছামত স্থানে ।

(অষ্টাবক্র মুনির প্রবেশ)

অষ্টাবক্র—ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ ওঁ তৎসৎ ।

ব্যাসদেব—মুনিসত্বম ! সুপ্রভাত মম, সার্থক জীবন মম  
তব দর্শনে ; কুশল সংবাদ দানে সুখী কর'মোরে ।

অষ্টাবক্র—তাপসেন্দ্র ! জানিতে বাসনামম,  
তারক ব্রহ্ম নাম কিবা, হবে কলি কালে ?  
কেমনে পাইবে ত্রাণ কলির মানব ?  
কলিকালে কলির প্রতাপে হইবে অধর্মচারী  
কলির মানব । না পারি বুঝিতে, কেমনে  
পাইবে মুক্তি, অজ্ঞান মানবে ? কলির কুহকে পড়ি  
ভুলে যাবে সবে, নিত্য নিরঞ্জন ।  
তাই সদা কাঁদে প্রাণ তাহাদের তরে ।

ব্যাসদেব—কলেধ'ন্য—কলেধ'ন্য—কলেধ'ন্য ।

অষ্টাবক্র—বেদবিদ ! নারিছ বুঝিতে কলিকাল ধন্য কিসে ?  
অজ্ঞান তিমিরাচ্ছন্ন অন্তর আমার,  
না'হ পারে করিতে ধারণা, কলিকাল ধন্য কিসে ?  
জ্ঞানময় ! দিগে জ্ঞান অঁাধি, অজ্ঞান তিমির জাল কর উন্মোচন ।

ব্যাসদেব—মেধাবিদ ! জন্ম জন্মান্তর হতে, পরম ব্রহ্মের—  
করি আরাধনা, পাইরে হৃদয় মনুষ্য জন্ম,  
জন্মাবধি দিবারাত্র না করি বিচার, উপেক্ষিয়া ছর ঋতু  
ছর রিপু গণে, তুচ্ছ করি জীবনের

সুখ দুঃখ ; ছিন্ন করি মায়া'র বন্ধন, করি জীর্ণ বকল ধারণ,  
একাহাবে, ফলাহারে, অনাহারে কাটায়ে কাল,  
কভু একাসনে, কভু ধরাসনে, কভু শবাসনে,  
কভু চাহি ভাসুপানে, কভু একপদে, কভু উর্দ্ধপদে,  
কভু বহির মাঝারে, পঞ্চতপা করি, হরিপদার বিন্দ  
চিন্তা রূপ, করিয়ে ছরস্ত কঠোর তপ, নারিহু  
হেরিতে, নারিহু লভিতৈ মুক্তপদ ।  
কলিকালে অজ্ঞান মানব সকলে, মাতর্গঙ্গে বলি  
স্নান করি, ভাগীরথীর পূণ্য সলিলে,  
গোবিন্দ নাম, একবার লয় যদি মুখে,  
জন্ম জন্মার্জিত কোটি কোটি মহাপাপ ছরহয়ে যাবে ।  
জাগ পাবে তাবা, গোবিন্দ নামেতে ।  
গঙ্গা, গায়ত্রী, গোবিন্দ নাম তারক ব্রহ্ম নাম  
হবে কলিকালে । তাই বলিলাম  
কলেধ'ন্ত কলেধ'ন্ত কলেধ'ন্ত ।

অষ্টাবক্র—( ধ্যানস্থ হইয়া ) জ্ঞানময় ! একি হেরি ?

একি হেরি ? কলির ব্রাহ্মণগণ দিনান্তে ও  
হেন গায়ত্রী মাতারে স্মরণ না করিবে ?  
একবার গোবিন্দ নাম মুখে নাহি লবে ?  
পতিত পাবনি মাকে স্পর্শ না করিবে ?

( ধ্যানান্তে ) আয়ে রে কলিব ব্রাহ্মণগণ !

ব্রহ্ম অংশে, ব্রাহ্মণ ঔরবে জন্ম লয়ে, তারক ব্রহ্ম নাম  
ভুলে যাবি তোরা ? কলুষ নাশিনী পতিতোদ্ধারিণী  
মাতৃবক্ষে মল মুক্ত নিষ্টিবন জ্যাগে, কুণ্ঠিত না হবি ?

যোজনেব পথে থাকি যে মায়ের নাম,  
 একবার মুখে, হলে উচ্চারণ, শত জন্মের পাপ  
 দূব হয়ে যায়, হেন মায়ের নাম একবার নাহি লবি মুখে ?  
 যে মায়ের বিন্দুমাত্র বারিপানে,  
 শত শত মহাব্যাধি দূব হয়ে যায় ।  
 যে মায়ের স্পর্শমাত্র, কোটি পুরুষ উদ্ধার হয়ে যায়,  
 যে মায়ের জলে করিলে তর্পণ ;  
 তৃপ্ত হন সদা পিতৃ পুরুষগণ, যে মায়ের দরশন আশে,  
 দেবগণের মর্ত্তি আগমণ । হেন মাকে উপেক্ষিয়া  
 বিজাতীৰ লোহ বস্ত্রে আকর্ষিত জলপান করি,  
 তৃপ্ত হবি তোরা ? দিক্ দিক্ দিক্ তোমাসবাকাবে ।  
 ব্রহ্ম অংশে জন্ম লয়ে ব্রহ্মদত্ত দেবের দুলভ  
 যজ্ঞোপবীত তোমাসবাকাবে ভার বোধ হবে ?  
 বিজাতীৰ তৃপ্তি হেতু বিজাতীয় বস্ত্র পরিধান,  
 ভাব নাহি হবে ? আবে বে কলি ব্রাহ্মণগণ ।  
 তোসবাব শিরস্থিত ব্রাহ্মণ গোবব শিকা ফোঁটা  
 আব সে ঐবলী, কবি পবিত্র্যাগ, বিজাতীয় শিরস্ত্রান  
 কবিবি পরিধান ? যে মুখেতে তোসবার, ব্রহ্মতেজ সদা বর্ত্তমান,  
 তোসবাব যে কর্ণেতে, ওঁকার রূপিনী  
 বেদ মাতা গায়ত্রী, সদা অধিষ্ঠান, সেই মুখে  
 বিজাতীয় সৌগন্ধ মাখি, স্থখী হবি তোরা ?  
 আবেবে অধর্ম্মচারী কলির ব্রাহ্মণ !  
 কেমনে ভুলিবি তোরা মিছেব গৌরব ?  
 মহৌষধি রূপ তোসবার পদধূলি, নাম যার

হয় বিপ্রপদ ধূলি, পাখী বাহা আশুভ্র চণ্ডাল,  
হেন পদ ধূলি কেমনে কোন্ মুখে  
বঞ্চিত করিবি তাদেব ? বেদ বিদ ! না পারি  
বুঝিতে হেন অধর্মচারী কলির ব্রাহ্মণ কেমনে পাইবে ত্রাণ ?

ব্যাসদেব—তাপস প্রধান ! মুক্তি পাবে তাবা

গঙ্গা গায়ত্রী গোবিন্দ নামে । কলির আশুভ্র চণ্ডাল,  
গঙ্গা পরশনে আব গোবিন্দ নামেতে, মুক্তি পাবে তাবা ।  
মুনিসত্তম ! অধিক কি বলিব তোমায়,  
কলির মানব, জলে স্থলে, অন্তঃবীক্ষে থাকি,  
অনিচ্ছা সত্ত্বেও যদি গঙ্গা, গোবিন্দ নাম  
করয়ে স্মরণ, সেও সত্ত্ব মুক্তি পাবে ।  
আজন্ম অধর্মচারী হয় যদি কলির মানব,  
শত শত মহাপাপে, হয় যদি পাপী,  
সর্ব ব্যাধিব শ্রেষ্ঠ ব্যাধি, মহাব্যাধি যদি তাদেব  
করয়ে আশ্রয়, নাহি যদি পারে তাবা উচ্চাবিতে  
গঙ্গা, গোবিন্দ নাম শেষেব সে দিনে,  
অবসন্ন ইন্দ্রিয়গণ অক্ষম যদি বা হয়,  
করিতে স্মরণ ঐ চুই নাম ;  
সেই কালে কেহ যদি গঙ্গা মৃত্তিকায়, গোবিন্দ নাম  
লিখে দেয় বক্ষঃস্থলে তার, সেও সত্ত্ব মুক্তি পাবে ।  
মৃত্যু যদি হয় তার শ্মশানে মশানে,  
গহণ কাননে, পর্বত শিখরে, অথবা  
সাগরের তলে, অপঘাতে আত্মঘাতে  
নিহত হয় বা যদি ; তাহাদের অস্থি, কোন কালে

কেলে যদি আনি শৃগাল কুকুরে, পণ্ডিত পাবনীর পুত্ৰ সলিলে ;  
তাহাতেও মুক্তি পাবে তার।  
তাই বলি কলেধৰ্ম্ম, কলেধৰ্ম্ম, কলেধৰ্ম্ম ।  
কলির অত্যাধ্বন চণ্ডাল, তারাত্ত ধন ।

অষ্টাবক্র—জ্ঞানময় ! তবে, বুধা মোদের তপ জপ,  
বুধা মোদের আরাধনা । বুধা মোদের শাস্ত্র আলোচনা ;  
তবে, বুধা বেদবিধি, বুধা বিধির বিধি,  
বুধা বিধাতার সৃষ্টি প্রকরণ । বুধিতে নাবিহু তবে,  
জ্ঞানীগণে কি কারণে করে তবে শাস্ত্র প্রণয়ন ?  
শুনি তব মুখে কলির মাহাত্ম্য কথা,  
ইচ্ছাকবে আত্মঘাতী হয়ে, কলির চণ্ডাল হোয়ে  
জন্ম লই ভবে । বুধিতে নারিহু কেন তবে  
করিলেন বেদের বিভাগ ? বেদ বিদ ! কিবা  
প্রয়োজন তবে বেদান্ত দর্শনে ? জানিলাম গৌতম গৌতমাদি  
মহাজ্ঞানীগণ ভ্রমে পূর্ণ সবে ।

ব্যাসদেব—মহাত্মন ! ভ্রমে পূর্ণ নহে জ্ঞানীগণ সবে,  
চারি যুগেই মুক্তি পাবে মানব সকল ।  
সত্যযুগে সহস্র সহস্র বৎসর, করি কঠোর  
কঠোর তপ, মুক্তি পাইয়াছে সবে ।  
ত্রেতাযুগে তপ জপে মুক্তি পাইয়াছে সবে ।  
দ্বাপরেতে তপ জপ আব শাস্ত্র আলোচনার,  
মুক্তি পাবে সবে । কিন্তু কলিকালে,  
সত্ত্ব মুক্তি পাবে, গঙ্গা গায়ত্রী গোবিন্দ নামেতে ।  
সত্য বটে, চারি যুগে মুক্তি পাবে সবে,

কিন্তু নির্কাণ মুক্তি নাহি পাবে তারা ।

বিনা তপ্ জপ্ শাস্ত্র আলোচনা, জ্ঞানের না হয় সঞ্চার ;

বিনা জ্ঞানের সম্পূর্ণ বিকাশ, মহাজ্ঞানের

হয় না উদয়, বিনা মহাজ্ঞান, ব্রহ্মজ্ঞান নাহি হয় কভু,

বিনা ব্রহ্মজ্ঞান, নির্কাণ মুক্তির নাহিক উপায় ।

তাই বলি ভ্রমে পূর্ণ নহে, জ্ঞানীগণ সবে ।

অষ্টাবক্র—ধন্য কলিকাল, ধন্য কলির মানব, ধন্য তোরা ।

গঙ্গা গায়ত্রী গোবিন্দ নামে মুক্তি পাবি তোরা ।

নাহি জ্ঞানি কতদিনে মুক্তি পাবো মোরা ।

বাসদেব—মুনিপুঙ্গব ! ভাবনার নাহি প্রয়োজন,

ব্রহ্মার মানস পুত্র নারদ স্মৃতি পিতৃশ্রীপে

উপবর্হন নামে, বিষ্ণু অংশে গন্ধর্ব্ব ঘোনীতে জন্ম,

লইয়াছে এবে, হরিনাম বিলাইছে সে চারিদিকে ।

চল মোরা যাই সবে, শুনিতার মুখে হরিনাম,

জীবন সফল করি মোরা ।

হরেন্দ্রমৈব কেবলং হরেন্দ্রমৈব কেবলং ! ( উভয়ের প্রস্থান )

## ( দৃশ্য পরিবর্তন )

পুষ্পর তীর্থ—দেব সভা

ব্রহ্মাদি দেবগণ আসীন

( মেনকা ও রস্তা অপরূপ দ্বয়ের নৃত্য ও গীত )

রাগিণী গৌরা তাল আধরা ।

( গীত )

অলিকুল গুঞ্জিত, পিককুল কুঞ্জিত,  
ফুলদল শোভিত, প্রমোদিত মলজ সমীরে ।  
দেবগণ ইন্দ্রীত, দেবেন্দ্র বাঞ্ছিত সুখেদি বসন্তে ।  
সমাগত দেবগণ, অরিকুল নিম্নদন, এ হেন পুষ্পরে ।  
প্রণমী সে দেবগণে, একমনে সযতনে,  
তুষিয়া সে মরগণে, লভিব অতুল যশ এ সভা মাঝরে ।

( উপবর্হন ও মালাবতীর প্রবেশ )

উপবর্হন—( হাস্য করনাস্তর ) অগ্নি ঐরাবতনে !

বিশৃঙ্খল বস্ত্রতব কর সংবরণ ।

ব্রহ্মা—আরে রে অবোধ ! এত স্পর্ধা তোর ?

পুত্র হয়ে পিতার সাক্ষাতে, মাতৃসমা

-অঙ্গসঙ্গণে, কর পরিহাস ? লজ্জা নাহি হলো

উচ্চারিতে লজ্জাস্বর কথা আমার সাক্ষাতে ?

আরে রে পাপিষ্ঠ ! মোর আজ্ঞা অবহেলা হেতু,

আমারি শাঁপেতে, জন্মিয়াছ এবে গন্ধর্ব্ব যোনীতে ;  
পুনঃ শাঁপ দিব তোরে আমি । ওরে মূর্খ !  
শূদ্র যোনীতে জন্ম হইবে রে তোরে । আজি হতে  
সপ্তম দিবসে, মৃত্যু তোরে হবে । আজি হতে সপ্তদিন  
বাহুজ্ঞান শূন্য হয়ে যবে । অস্তঃরেতে  
শুধুমাত্র চৈতন্য বহিবে ।

উপবর্হন—( জোড়হস্তে ) পিতা ! পিতা ! আবাব, আবাব  
পিতৃশাঁপ ? মালাবতী ! মালাবতী ! কৈ ?  
কৈ তুমি ? ধর ধর ধর মোরে । না পারি দাঁড়াতে ।  
পিতৃশাঁপ, আবাব পিতৃশাঁপ, বন্ধা নাহি মোর ?  
মালাবতী ! নারিলে রাখিতে মোরে ।  
ধর, ধব, আমায় ধব ( পতন ও মূর্ছা )

মালাবতী—(জোড়হস্তে) কে লোকেশ ! হে সুর শ্রেষ্ঠ !  
কোন্ অপরাধে অভিশাঁপ করিলে প্রদান স্বামীরে আমার ?  
শাস্ত্রেতে শুনিচি নাম তব বিধি,  
ওহে বিধি ! এই কিহে বিধির বিধি ?  
দেবারাধ্য জগত পূজ্য শ্রীমুখ নিম্নত বেদেও তো  
হেন বিধি শুনিবাই কভু । ধরামাঝে পতিসহ  
পত্নির মিলন, চিরকাল বিধাতা নির্বন্ধ বলি,  
আছে প্রচলিত । হে বিধাতঃ ! তুমি কি হও  
সেই বিধাতা ? তাই যদি হও দেব, তব নাম  
অশুভ বিধাতা, শুভ ধাতা আছে অশ্রু জন !

ব্রহ্মা—আরে মূঢ়ে ! হুর্বিগীতে ! ভর নাহি ছদে ?  
এত দর্প, এত অহঙ্কার ? সমুচিত শাস্তি তুই পাইরি অচিরে ।



মালাবতী—আরে ভ্রাস্ত ! জ্ঞানান্ধ ! দেব কুল কলঙ্ক !

আত্ম হারা হয়ে আছ, দেবত্ব ব্রহ্মত্ব পেয়ে ?  
 সতী শাঁপে ভয় নাহি কর ? যে মায়ের  
 অমুগ্ৰহে ব্রহ্মত্ব পাইয়ে, এত কব অহঙ্কার,  
 যে মায়ের কটাক্ষেতে, তোমাসম কত শত  
 বিধি বিস্কৃত শিব নিমেষেতে সৃষ্টি স্থিতি, লয়  
 হয় বার বার । সে মায়ের দাসী আমি ।  
 সতী দাসী নাম মোর । মায়ের চরণ স্মরি,  
 ধর্ম সাক্ষ্য করি বলি, যদি আমি এক দিনও  
 সতীপদ পূজে থাকি, কণেকের তরে যদি  
 স্বামীপদ পূজে থাকি, মোব বাক্য মিথ্যা  
 নাহি হবে । জগত মাঝারে তুমি অপূজ্য  
 রহিবে চিরকাল ; তব কৃত দুরারাধ্য  
 দুজ্জের্ম যে বেদ, আত্মাঙ্গ চণ্ডাল মুখে হবে উচ্চারিত ।  
 সামান্ত জঠর জ্বালা নিবারণ আশে,  
 বিক্রয় করিবে অমূল্য বেদেব বিধি তব বংশধরগণ ।  
 তব দত্ত দেবেব দুর্লভ জজ্ঞোপবীত,  
 বিক্রীত হইবে সদা হাটে মাঠে ঘাটে ।  
 দেখি ব্রহ্মশাঁপ বড় কিম্বা সতী শাঁপ বড় ।  
 ( উপবর্জনকে স্কন্ধে লইয়া ) জয় মা ভবানী, জয় মা শঙ্করী ।

( প্রস্থান )

ব্রহ্মা—( স্বঃ ) হীন হীন ব্রহ্মতেজ, হান্ হীন ব্রহ্মশাঁপ

সতীতেজ, সতীশাঁপ কাছে । সতীর ক্রোধায়ি শিখা

ব্যাপী চারিদিক, ধায় ধেন ব্রহ্মপূরী

করিতে বিনাশ । সতীর নয়নাশ্রু উত্তাল তরঙ্গ সম  
 ধায় যেন ভাসাইতে ব্রহ্মপুত্রী মোর ।  
 সতীর হৃদয় তেদী ভীষণ নিশ্বাস, প্রবল ঝটিকা রূপে,  
 ধায় যেন উপাড়িতে ব্রহ্মলোক মোর ।  
 সতীর সে ক্রোধ বিজ্জ্বলিত কণ্ঠস্বর, অশনি নির্ঘোষে,  
 বাজিছে শ্রবণে আমার ।  
 সতীর সে আরক্ত নয়ন, অগ্নিশূলিক বলি,  
 হয় অমুমান । এখন কি করি উপায় ।  
 সতী শাঁপ মিথ্যা নাহি হবে । নারায়ণ !  
 সকলি তোমার খেলা ! মাই আমি কৌশিক  
 নদীর তীরে । দেখিব নয়নে ব্রহ্মশাঁপের  
 কিবা পবিগাম । এবে যাও দেবগণ স্বকାର্য্য সাধনে ।

দেবগণ—জর ব্রহ্ম সনাতন ! ( দেবগণের প্রস্থান )

ব্রহ্মা—দেখি ঈচ্ছাময়ীর ইচ্ছা কিবা ? ( প্রস্থান )

## চতুর্থ গর্ভাঙ্ক ।

( কৌশিকী নদীর তীর )

( মালাবতী মুচ্ছিত স্বামীকে স্বক্ষে করিয়া গীত গাইতে গাইতে আগমন )

গীত ।

রাগিনী সাহানা তাল ধামার ।

কোথা গো মা দাক্ষায়ণী, কোথা গো মা ভবানী,

কোথা গো মা শঙ্করী, কোথা গো মা ঈশানী ।

স—৯

কোরে মোরে আশীর্বাদ, কেন মা সাধিলি বান,  
 কমা কর মা অপরাধ, ওগো ভবরাণী ।  
 সিন্ধুর সীন্দুর দিয়ে মাথায়, কঙ্কণ পরায় আমার,  
 কেন মা ঠেলিলি পায়, কি দোষে গো জননী ।  
 আমি যে মা তব দাসী, তব পদ ভালবাসি  
 পূজি মা গো দিবানিশি কমা কর মা ত্রিনয়নী ।

( স্বঃ ) সপ্তম দিবস আজ, না জানি অদৃষ্টে,  
 কি আছে আমার, বিধবা হইব আমি আজিকার দিনে ।  
 স্বামীধনে হারাইব জনমের তরে ।  
 সতীব্রত উজ্জাপন হবে আজি, কৌশিকীর তীরে ।  
 ( উপবেশনান্তর স্বামীকে ক্রোড়ে ধারণ করত )  
 ( প্রঃ ) মা শঙ্করী ! কি করিলি মা ?  
 কি হবে মা ? মাগো বিধবা করিবি মোরে ?  
 জন্ম এতী রবে বলে আশীর্বাদ কোরেছো যে মা ।  
 তোমার সীমন্ত সিন্দুর, আমার মাথায় দিয়েছো যে মা ।  
 তোমার হাতের শাঁখা আমার হাতে দিয়েছো যে মা ।  
 তব দস্ত সতীবাহী গুল এই যে মা রয়েছে মোর হাতে ।  
 তবে কেন ঠেলিবি মা পায় ? তবে কেন ভাসাবি মা জলে ?  
 সতী নাম দিয়েছো যে মা ? সতী বলে ডাক যে মা মোরে ?  
 সতী হোয়ে কেনে দিবি মা ব্যথা সতীর প্রাণেতে ?

( গীত )

রাগিনী পাহাড়ী ভাল আড়াঠেকা ।  
 কঠিন পাষণ কদম কে আছে রে ভুবনে ।

বিধবা করিয়ে মোরে, কেড়ে নেবে পতিধনে ।  
 পূজি আমি সতীপদ, পূজি আমি পতিপদ,  
 আমার হবে এ বিপদ, স্বপনেও ভাবিনে ।  
 পতি বিনে স্বর্গবাস, তাতে'মোর নাহি আশ,  
 আমি চাই পতিপাশ, সেকিয়ে তা নাহি জানে ।  
 পতিপদ মম ধন, পতি মম প্রাণ ধন  
 নাহি জানি অল্প ধন, শিবস্ত্র ব্রহ্মস্ত্র চাইনে ॥

( মৃত্যু কন্ডার প্রবেশ )

মালাবতী—কে মা তুমি ? কি কারণে আসিরাছি হেথা ?

কিবা প্রয়োজন মোর কাছে ?

মৃত্যু কন্ডা—ধর্ম্মের কিঙ্করী আমি, নাম মোর মৃত্যু কন্ডা,  
 যমপুরী বাস মোর, থাকি যমালয়ে, ধর্ম্মের আদেশে,  
 স্বকার্য্য সাধনে আসিরাছি হেথা ।

মালাবতী—মাগো ! বড় ভয় হতেছে আমার,  
 নারিহু ব্রিতে কিবা কার্য্য তব ?

মৃত্যুকন্ডা—মা গো হইলে সে, জীবগণের পবনায় শেষ,  
 ধর্ম্মের আদেশে, আমি তারে করি না আশ্রয় ।  
 জানি না মা, কেবা মোর মাতা পিতা,  
 কোন্ মহাপাণে এই কার্য্যে হইছি মা ব্রতী ।  
 কেবা মোরে এই কার্য্যে করিল নিয়োগ ।  
 জানি মাত্র, ছয় রিপু ছয় মোর স্বামী ।  
 কন্ডা মোর জরা, ব্যাধিগণ পুত্র মোর ।  
 অমর হইয়ে বাল, করে সদা এ মর জগতে ।

জন্ম, স্থিতি, মৃত্যু, তিন ভগ্নি মোরা,  
 পঞ্চভূত স্বামী হয় জ্যেষ্ঠ্যার আমার ।  
 আকর্ষণ শক্তি হয় মধ্যমার স্বামী ।  
 কন্যা পুত্রগণ মোর, থাকি জীবগণ হৃদে,  
 খেলা করে সদা জীবগণ লোরে ।  
 বালকের মত খেলা সাক্ষ হোলে,  
 ভগ্ন করে তারা জীবগণে পুতুলিকা মত ।  
 সেই কালে আমি পুনর্গঠন আশে,  
 আশ্রয় করি মা জীবগণে । এবে বিধাতা নির্বন্ধে  
 ব্রহ্মশাপে অভিশপ্ত হয় স্বামী তব ।  
 সপ্তম দিবস আজ, আয়ু শেষ হবে তার আজিকার দিনে ।  
 তাই মাগো আসিয়াছি করিতে আশ্রয় তারে ।

মালাবতী—মাগো বুঝি সকলি, আয়ুশেষ হইয়াছে স্বামীর আমার ;  
 জন্মিলে সে জীব, নিশ্চয় মরণ তাব, জানি আমি তা ।  
 জন্মে জন্মে ভুঞ্জে জীব কর্ম ফল তার ।  
 সৃষ্টি রক্ষা হেতু বাধা নাহি দিব তাতে ।  
 কিস্ত বল, বল মাগো ! কোন্ মহা পাপে বিধবা হইব আমি ?  
 কোন্ কর্মফলে বিধি, বৈধব্য লিখেছেন অদৃষ্টে আমার ?  
 উত্তর প্রদানে, স্পর্শ কর স্বামীধনে মোর ।  
 নাহি যদি পার দেখাইতে কোন মহাপাপ,  
 কেশাগ্র স্পর্শিতে নারিবে স্বামীরে আমার ।

মৃত্যু কন্যা—মাগো ! সতী তুমি, সতী দেহে পাপ কভু  
 প্রবেশিতে নারে । সতী নারীর জন্ম জন্মার্জিত পাপ  
 এক জন্মে দূর হোয়ে যায় ।

সতীনারী যেখানেতে সদা বাস করে, সেই সর্ব স্থান  
তার্থ বলি হয় গনণীয় ! সাক্ষী তার কামাক্ষাদি  
তীর্থগণ সবে, সতী অংশ ধরিয়ে হৃদয়ে,  
তীর্থ বলি হয় অভিহিত ।

মাগো ! আমি কোন্ ছার, নিজে ধর্মরাজ,  
সতী ছারা স্পর্শিতে না পারে কভু ।

মাগো ! সৃষ্টি রক্ষা হেতু, আজ্ঞাদেহ মোরে,  
স্পর্শিবারে স্বামী দেহ তব ।

মালাবতী—নারী হোয়ে কেমনে বলিলে তুমি হেন কথা ?

নারীর বেদনা ভাল জান তুমি ।

স্বামী বিনা সতী নারীর কি আছে জগতে ?

কুনিচি শাস্ত্রেতে, জন্ম জন্মার্জিত

সাধনার ফল, হয় পতিধন । সতী নারীর পতি হয়  
জীবনেব ধন । পতি বিনা সতী নারীর বুথাই জীবন ।

সিদ্ধি মুক্তি হয় সতীব, পতির চরণ ।

হেন পতি ধনে, কেমনে কোন্ প্রাণে স্পর্শিতে

দিব মা তোবে ? স্বইচ্ছায় কোন্ সতীনারী

দেয় মাগো নিজ পতিধনে, তাতে তুলে তোসবার হাতে ?

স্বত্ব কন্যা—মাগো ! বিনা আজ্ঞা তব, সাধ্য নাহি মোর,

স্পর্শিতে সে স্বামী দেহ তব । ( স্বঃ ) নারায়ণ !

না পারি বৃদ্ধিতে, কোন্ মহাপাপে সতীনারী বিধবা হইবে ?

ও হে ধর্মরাজ ! জীবগণের পাপ পুণ্যের বিচার,

কর তুমি সদা, বোলে দিন মোরে,

কোন্ মহাপাপে বিধবা করিব আমি সতী সাধীজনে ?

সতীর নিখাসে স্বর্ণ লঙ্কাপুরী বৃদ্ধ হয়ে ছিলো ।

সতীর শাঁপেতে রক্ষা কুলরাজ,

হয়ে ছিলো অবশেষে নিধন । সতী স্বাক্ষরী

তারার শাঁপেতে, যক্ষাগ্রস্থ হোয়ে, নিজে সে শশাঙ্ক,

রক্ষা পেয়েছিলো, স্থান পেয়ে শশাঙ্ক শেখর ভালে ।

মহামুনি গৌতম পত্নী, সতী স্বাক্ষরী অহল্যার শাঁপে ;

সহস্রাঙ্কি হয়ে ছিলেন, নিজে শচী পতি ।

( প্রঃ ) মাগো ! হেন সতী নাহি কি জগতে ?

পুত্র কন্যাগণ সনে ভ্রম্ব করে মোরে ?

তা হলে জুড়ার মোর হৃদয়ের জালা ।

সতীরে বিধবা মোরে, না করিতে হয় কভু ।

সতী শ্রেষ্ঠা তুমি, চরণে ধরি মা তোমার,

এই মিনতি রাখো মোর, ভ্রম্ব কর মোবে এই থানে ।

ফিরে যেতে না হয় মোরে ধর্মরাজ কাছে ।

মালাবতী—মৃত্যু কভো ! কোন অপরাধ নাহি তব ।

ধর্মের কিঙ্করী তুমি, করিতে আদেশ পালন তাঁর,

আসিয়াছ হেথা । যাও ফিরে, বলো তব ধর্মরাজে,

সতী আমি, কোন্ অপরাধে বিধবা হইব আমি ?

বিনা উত্তর প্রদানে, নারিবে স্পর্শিতে স্বামী ধনে মোর ।

মৃত্যু কভো—যাই মাগো ।

মালাবতী—প্রণাম হই মা চরণে । ( প্রণাম করণ )

মৃত্যু কভো—অক্ষর সিন্ধুর সিন্ধুর, অক্ষর হবে মা তোমার ।

( প্রস্থান )

মালাবতী—( স্বঃ ) বেলা প্রায় দ্বিপ্রহর হইল অতীত ।

দিবা অবসানে স্বামীর জীবন মম, হবে অবসান ।  
( জোড় হস্তে ) ত্বিনয়নি ! কোরে আশীর্বাদ,  
বিধবা কবিবি মোরে ?

( যমের প্রবেশ )

মালাবতী—কে তুমি ? দেখিয়া তোমাতে বড় ভয় হতেছে আমার ।

যম—( স্বঃ ) কাঁপিছে হৃদয় মোর দিতে পরিচয় ।

না জানি কি আছে অদৃষ্টে আমার ।

( প্রঃ ) সতী ! ধর্মরাজ নাম মোব ।

হই আমি কালেব কিকর । মহাকাল নাম হয় ধীর ।

ত্রিভুবনে যম নামে হই অভিহিত ।

মালাবতী—( জোড় হস্তে ) কেন ধর্মরাজ ?

কিবা প্রয়োজন তব আমার নিকটে ?

যম—সতী ! আজ দিবা অবসানে, তোমার স্বামীর আয়ু,  
হবে অবসান । স্বল্পক্ষণ বাকী, আছে মাত্র তার ।

সৃষ্টি রক্ষা হেতু কালের আদেশে,

আসিয়াছি করিতে গ্রহণ তব স্বামীধনে ।

সতী ! দেহ অস্থলি নষ্টে তব স্বামীর পরাণ ।

কর পরিত্যাগ স্বামীয়ে তোমার ।

মালাবতী—ধর্মরাজ ! সৃষ্টি রক্ষা হেতু বাধা নাহি দিব,

করিতে গ্রহণ স্বামীয়ে আমার । কিন্তু বলে দিন মোরে,

কোন মতাপায়ে, কোন অপরাধে, বিধবা হইব আমি ?

ধর্মরাজ নাম তব, পাপ পুণ্যের বিচার তার, আছে তব প্রীতি ।

বলুন আমারে, কোন বিচারে বিধবা হইব আমি ?



উত্তর প্রদানে করহ গ্রহণ, স্বামীর পরাণ মোর ।

নাহি যদি পার দেখাইতে পাপ্ মোর,

তবে অগ্রসব না হইবে একপদ আর ।

হও যদি অগ্রসর সতী শাঁপে রক্ষা নাহি পাবে ।

যম—সতী দেহে পাপ্ কভু না হয় সম্ভব ।

সতী দেহে পাপ্ কভু প্রবেশিতে নারে ।

নিশ্চাপ নিষ্কলঙ্ক হয় সতী দেহ ।

সতী দেহ স্পর্শ করা, হয় বহুদূর, সতীছায়া

স্পর্শিবারেও না আছে ক্ষমতা ।

সতীর ইঙ্গিত ধনে, নাহি মোর কোন অধিকার ।

মাগো ! বিনা আজ্ঞা তব, নারিব স্পর্শিতে, স্বামীধনে তব ।

আমি কোন্ ছার, নারিবে স্পর্শিতে বিধি বিফু শিবে ।

স্বাধো ! আমি হই কালের কিঙ্কর । তাই কালের আদেশে,

স্বকারণ সাধনে, আসিয়াছি হেথা ।

মালাবতী—নাহি জানি আমি, কেবা হয় কাল,

কেবা হয় মহাকাল, জানি মাত্র স্বামীর চরণ ।

স্বামীর চরণ ধূলি যত্নে ধরি শিরে ।

রে শমন ! সধবার সীমন্ত সিন্দূর, সিন্দূর নহেক তাহা,

পতিপদ ধূলি জানিবে নিশ্চয় ।

চাও যদি জেয় তব, পদ মাত্র অগ্রসর না হইবে আর ।

যাও কিরে, বেলো তবকাল মহাকালে,

আমি হই সতী দাসী ।

জিজ্ঞাসিও তাঁরে, কোন্ মহাপাপে বিধবা হইব আমি ।

যম—সতী ! সতী ! ধন্য তুমি । পরাস্ত করিলে মোরে ।

সতী ছাড়া হেন জন কে আছে জগতে  
বক্ষা করে হস্ত হতে মোর, অন্য জনে ?  
সতী ! এবে কিবা বর, চাহ মোর ঠাই ।

মালাবতী—ধর্মরাজ ! বর যদি দিবে মোরে,  
তবে এই বব দাও, জগত মাঝারে,  
যেবা সতী হবে, জীবন থাকিতে তার,  
গ্রহণ না করিবে কভু, স্বামী ধনে তার ।

যম—তথাস্তু । ( স্বঃ ) নারায়ণ ! সতীর নিকটে  
পরাস্ত আজ কালের কিঙ্কর । হে বিধাতঃ !  
বুঝি মিথ্যা হলো তব অদৃষ্ট তখন ।  
বুঝি ব্যর্থ হলো তব ব্রহ্ম শাপ ।  
মৃত্যুঞ্জয় ! নারিহু পালিতে আদেশ তব ।

( মহাকালের প্রবেশ )

মালাবতী—( জোড় হস্তে ) রক্ততগিরি সন্নিভং জটাজুটধারী,  
ফণীগণ বেষ্টিত হাড়মালা গলে, ভীষণ ত্রিশূল হস্তে কে আপনি ?  
মহাকাল—মালাবতী ! মহাকাল আমি, জীবের সংহার কার্য,  
হয় মোর সদা । বিধাতা নির্বন্ধে কালচক্রে,  
যার শেষ, হয় পরমায়ু, সৃষ্টি রক্ষা হেতু আমি মহাকাল,  
অনন্ত কালের স্রোতে ভাসাই তাহারে ।  
আমারি আদেশে কাল, ধর্মরাজ নাম ধরি,  
মৃত্যু নামে পাঠায়ে কিঙ্করী, আনি নিজপুরে,  
পাপ পুণ্যের করিয়া বিচার, দণ্ড দেয় তারে ।  
তাই বলি মালাবতী ! 'পূর্ণা' হইয়াছে স্বামীর তোমার,

সৃষ্টি রক্ষা হেতু অহুমতি দাও মালাবতী,

স্পর্শিতে সে স্বামী দেহ তব ।

মালাবতী—ওহে মহাকাল ! সৃষ্টি রক্ষা হেতু বাধা নাহি দিব কার্য্যে তব ।

কিন্তু বলুন আমাবে, কোন্ মহা পাপে,

কোন্ বিচাবে, বিধবা হইব আমি ?

উত্তর প্রদানে স্পর্শ, কর স্বামী মোর ।

মহাকাল—মালাবতী ! সতী তুমি, সতীদেহে পাপ্ কড়

প্রবেশিতে নারে । সতী দেহ পুণ্যময় স্থান,

সতী ছায়া হয় তীর্থ স্থান । সতী বাক্য বেদের সমান ।

সতী আজ্ঞা বিনা, কাহারো শক্তি নাই

স্পর্শিতে তাব স্বামীধনে ।

মালাবতী ! রাখ অহুরোধ, আজ্ঞা দেহ মোরে,

স্পর্শিতে সে পতিধনে তব ।

মালাবতী— ওহে মহাকাল ! কেমনে ভূলাবে মোবে ?

যে মায়ের অহুগ্রহে অমর হইয়ে, শিবত্ব পাইয়ে,

শিবলোকে কর বাস, সেই মায়ের দাসী আমি ।

এবে সব ভুলে গিয়ে, ভোলানাথ হোয়ে,

আমারে ভূলাতে চাও শিবত্ব দেখায়ে ?

ওহে মহাকাল জানি, জানি হে ভোমাস,

ইহ জন্মে মা আমার, জন্মেছিলেন,

কুকবর্ণা হোয়ে, আদরেতে গিরিজায়া,

কালী নাম দিহে ছিলেন তাঁর, তুমি সতীনাথ,

কুকবর্ণ দেখে মাকে, বাজ করি ঠেকেছিলে দারে ।

সতীশাপ ভয়ে, গৌর বর্ণা করি মাকে,

অর্দ্ধাঙ্গে স্থান দিয়েছিলে তুমি । \*

জেনে শুনে পদাঘাত কেন কর ভুঞ্জিনি শিরে মৃত্যুঞ্জয় ?

যাও ফিরে, বাহার আদেশে, আসিয়াছ হেথা,

বোলো সেই বিধাতারে, আমি হই সতীদাসী ।

মহাকাল—মালাবতী ! বিধাতা নির্বন্ধ খণ্ডিতে কি চাও তুমি ?

ভয় নাহি কর মহাকালে ?

মালাবতী—কেবা সে বিধাতা ? নাহি জানি তারে,

জানিমাত্র স্বামীর চরণ । আর জানি দাক্ষয়নী সতী ।

মৃত্যুঞ্জয় ! আমি নহি রতিপতি,

নাম যার হয় রে মদন । ভয় তুমি করিবে আমারে ।

ওহে মহাকাল ! আমি হই সতী ।

কিসাধ্য তোমার, স্পর্শ কর স্বামীরে আমার ।

সতীশীপে ভয় যদি থাকে, ফিরে যাও মৃত্যুঞ্জয় !

দেখিব নয়নে আজ, কত ধর তপোবল,

কত যোগ বল, কত তব সাধনার ফল ।

মহাকাল—রে দান্তিকে ! সতী বলে এত অহঙ্কার ?

সতী দাসী বলে এত দর্প তোর ; ভয় নাহি কর মহাকালে ?

রে গর্বিতে ! যে সতীর তেজে তুই এত ভেজস্বিনী,

সেই সতী কতবার হইয়াছে লয় আমার ক্রোড়েতে ।

একদিন বিধি বিষ্ণু, আমার ক্রোড়েতে হইবেরে লয় ।

আমি মৃত্যুঞ্জয় চিরকাল ।

আমি সতীনাথ, বাড়ায়েছি সতীমান অগত মাঝারে ।

যে সতীর দাসী তুই,  
সেই সতী সদা পুঞ্জে চরণ আমার ।  
রে দর্পিতে ! আজি হতে সতী আর না রাখিব ভবে ।  
আজি হতে সতী নাম না রহিবে ভবে ।

মালাবতী—আরে মহাকাল ! আরে মৃত্যুঞ্জয় !  
এ নয় রে দক্ষযজ্ঞ, সতীযজ্ঞ নাম হয় এর ।  
নারিবে করিতে নষ্ট, সতীযজ্ঞ মোর ।  
ডাক তব বিধাতারে, ডাক তব নারায়ণে ।

মহাকাল—যায় যাক্ রসাতলে জগত সংসার,  
হয় হোক্ কঙ্কচূত চন্দ্রসূর্য্য তারা,  
যায় যাক্ লোপ হোয়ে সতীনাম ত্রিভুবন হতে,  
বাদি যদি হয় আজ দাক্ষায়নী সতী ;  
নারিবে রাখিতে সে মালাবতী সতী ।

মালাবতী—ওরে মহাকাল ! যে মায়ের কটাক্ষেতে হয়ে শক্তিমান,  
তুর্জয় ত্রিপুরাসুরে করেছে বিনাশ, সে মায়ের দাসী আমি ।  
নাম মোর হয় সতী দাসী । ওরে মহাকাল !

( গুল উত্তোলন করিয়া ) এই যে দেখিছ হস্তে ভীষণ ত্রিশূল,  
সতী বাহী গুল এর নাম । সতী মাকে,  
রাখি এই গুলে, ভ্রমে ছিলে ত্রিভুবন ময় ।  
মৃত্যুকে জিনিয়া অমর হইয়া মৃত্যুঞ্জয় নাম ধর তুমি,  
এবে মায়ের প্রসাদে, তোমাকে জিনিয়া  
মৃত্যুঞ্জয় জয়া নাম ধরি, রাখি তোমা এই গুলে,  
ভ্রমি ত্রিভুক্কমময়, দেখাব জগত জনে,  
এখে মৃত্যুঞ্জয়, নহে মৃত্যুঞ্জয়, আমি মৃত্যুঞ্জয়া, হই মৃত্যুঞ্জয় জয়া ।

এতদিন সতী বাহী গুল, নাম ছিল এর,

এবে শিব বাহী গুল নাম হবে এর ।

কিন্তু শব বাহী গুল, নাম দিব এর ।

মহাকাল—( গুল পরিত্যাগ করনাস্তর ) সতী ! সতী !

মৃত্যুঞ্জয় জয়ী তুমি আজ । ( স্বঃ ) হে ব্রহ্মণ !

বাক্য তব দ্বাধ্য মিথ্যা হলো এবে ;

শত মনস্তর কাল, করি কঠোর কঠোর তপ্

পাইয়ে মহাজ্ঞান রূপ হ্রদ রতন,

বাক্য হারাটব সে অমূল্য রতন, সতীশাপে আজ ।

( ব্রহ্মার প্রবেশ )

মালাবতী—কে তুমি হে কুমণ্ডল ধারী নবোদিত অরুণ বরণ ?

ব্রহ্মা—স্বাধে ! সৃষ্টিকর্তা আমি, নাম মোর হয় প্রজাপতি ।

ব্রহ্মপুত্র করিবাস । বিধাতা বলিয়া খ্যাত, এ মর্ত ভূমেতে ।

স্বর্গপুরে ব্রহ্মা নামে হই অভিহিত । হরির ইচ্ছায়,

সৃষ্টিরক্ষা হেতু জীবগণের কৰ্ম ফলাফল,

লিখি আমি অদৃষ্টে তার ।

মালাবতী—এবে কিবা প্রয়োজন মোর কাছে ?

ব্রহ্মা—স্বাধে ! কৰ্মফলে জীবন সংক্ষেপ স্বামীর তোমার ।

স্বল্পকণ বাকী মাত্র আছে তার ।

সৃষ্টি রক্ষা হেতু দেহ অল্পমতি,

লইতে সে স্বামীরে তোমার ।

মালাবতী—ব্রহ্মণ ! বুঝিহু সকলি সৃষ্টিরক্ষা হেতু,

বাধা নাহি দিব তাতে । কিন্তু বলুন আমারে,

কোন কৰ্মফলে কোন মহা পাপে,

বিধবা হইব আমি ? উত্তর প্রদানে, যথা ইচ্ছা কর তব ।

ব্রহ্মা—সাধে ! সতী দেহে পাপ কভু স্পর্শিতে না পারে ।

সতী স্বাধীর, তীর্থ দরশন, দেব দরশন, নাহি প্রয়োজন ।

সর্বতীর্থ হয় তার স্বামীর চরণ ।

দেবগণ ইচ্ছা করে সদা সতী দরশন ।

হেন সতী দেহে মহা পাপ কেমনে সম্ভবে ?

হরির ইচ্ছায় জন্মিলে জীব, নিশ্চয় মরণ তার ;

জন্মে জন্মে ভুঞ্জে জীব কৰ্ম ফল তার ।

মালাবতী—ব্রহ্মণ ! কোন্ কৰ্মফলে জীবন সংক্ষেপ স্বামীর আমার ?

ব্রহ্মা—সাধে ! পূর্ব জন্মে, আমার মানসপুত্র,

ছিল তব স্বামী । নারদ নামেতে খ্যাত,

ছিল স্বর্গ পুরে । বড় ভক্ত ছিল নারায়ণের,

পাইতে তাঁহারে, আজ্ঞা মোর অবহেলি,

ঘর পরিগ্রহ করে নাই সে । সে কারণে

মম শাপে, গন্ধৰ্ব্ব ষোণীতে জন্ম লইয়াছে সে,

পুনঃ শাপ দিছি তারে পুঙ্কর তীর্থেতে ।

এবে দেহ অমুমতি লইতে সে স্বামীরে তোমার ।

মালাবতী—ব্রহ্মণ ! চিনিচি তোমারে, তুমি মোর

স্বামীঘাতী অন্তত বিধাতা ।

লজ্জা নাহি তব, আসিতে হে আমার নিকটে ?

ঘৃণা নাহি হয় মনে উচ্চারিতে হেন কথা ?

ব্রহ্মতেজ দেখাতে চাও সতী স্বাধী জনে ?

ব্রহ্মদেখারে স্বকার্য্য স্বাধনে ইচ্ছা তব ?

ব্রহ্মদ শিবদ মোর স্বামীর চরণ । যে মায়ের অন্তরে,

ব্রহ্মপাইয়ে তব এত অহঙ্কার,  
সেই মায়ের দাসী আমি । বিনা দাক্ষায়নী সতী,  
নাহি জানি অশ্রুকাবে । তোমা সম কত শত প্রজাপতি,  
বাস কবে সদা, চবণ নথরে, মায়ের আমার ।  
সাবধান ! একপদ অগ্রসর না হইবে আর ।  
ফিবে যাও, বলো তব নারায়ণে, আমি হই সতী ।

ব্রহ্মা—আবে দুর্বিনীতে । ব্রহ্মশাপে ভয় না'হ কব ?

উপেক্ষিয়া মোবে, ব্যর্থ করিবাবে চাও অদৃষ্ট লিখন ?

মালাবতী—ব্রহ্মা কেবা ? বিষ্ণু কেবা ? শিব কেবা ?

নাহি জানি কারে । জানিমাত্র স্বামীর চবণ,  
আর দাক্ষায়নী সতা । তুমি তো সেই ব্রহ্মা,  
নিজ কত সন্ধ্যাসতী অভিলষী হয়েছিলো যে ?

মনে কি পড়ে না তব, সন্ধ্যাসতী শাপ ?

তুমি ও সেই ব্রহ্মা ? চড়ি হংস বথে বিমান পথেতে,  
যাউতে সে নীলাচলে উপেক্ষা করিয়া,

না কবি সে দবশন কামাক্ষ্যা মাতারে,

জলে মগ্ন ছিলে নাহে লোহিত নদেতে ?

বিনা আরাধনা মায়ের আমার,

সক্ষম কি হয়ে ছিলো, উচ্চারিতে তোমা, শিব নারায়ণে । \*

ব্রহ্মা—( জোড় হস্তে ) স্বাধে ! ক্ষম অপরাধ,

না বুঝে করিছি আমি সতী অপমান ।

( স্বঃ ) নারায়ণ ! ব্যর্থ বৃদ্ধি হলো ব্রহ্মশাপ,



সতীশাঁপ কাছে। ব্রহ্ম তেজ হীন তেজ, সতীতেজ কাছে।  
 নারায়ণ! তোমার ইচ্ছায় সৃষ্টিয়াছি,  
 তিনবার জগত সংসার, সৃষ্টি রক্ষা হেতু,  
 সৃষ্টিয়াছি চতুদশ মনু আর দিকপালগণে,  
 সৃষ্টিকর্তা ব্রহ্মা আজি পরাস্ত হলো সতীর নিকটে।  
 কল্প কল্পান্তর হতে, করিয়ে সে, ভীষণ তপ্,  
 পেয়েছিহু ক্ষমতা সে সৃষ্টি করিবারে;  
 বুঝি বঞ্চিত হইব আশি,  
 সে ক্ষমতা হতে, সতীর শাঁপেতে।

( বুদ্ধ ব্রাহ্মণের বেশে নারায়ণ )

নারায়ণ—( ভয়স্বরে ) এ-খা-নে-এ-কি-সের গোল হচ্ছে ?

তো- ম্-রা-সব্ কা-রা ? কি-জন্ত এ-খানে

সব্ গোল কচো ? কি হয়েছে ?

ব্রহ্মা—দ্বিজ ! আমি বিধাতা, ইনি মহাকাল, ইনি ধর্মরাজ,

আর ইনি একজন সতীস্বামী।

ব্রাহ্মণ—আপনারা কি সকলেই দেবতা না কি ? সকলে জোট বেঁধে,

মর্থে আসবার কারণ কি ? সকল কে দেখতে পাচ্ছি,

নারায়ণকে দেখতে পাচ্ছি না কেন ?

তিনি কোথায়-? তাঁকে সঙ্গে আনেন্ নি কেন ?

তিনি কি কিছুই খপর পান্ নাই নাকি ?

ব্রহ্মা—না তিনি এখনও এখানে আসেন নাই।

ব্রাহ্মণ—ওবে কি তিনি আসবেন নাকি ? ভাল ভাল এখন তিনি কোথায় ?

ব্রহ্মা—এখন তিনি খেতঘাঁপে।

ব্রাহ্মণ—তিনি এখনও এলেন্ না কেন ?

তিনি আস্ বো বোলে এলেন না, তাঁর ত বড় অত্যাচার ।

আচ্ছা আপনাদের এখানে কি আবশ্যক ?

ব্রহ্মা—ব্রহ্ম শাপে অভিশপ্ত স্বামী হয় এর, সপ্তম দিবস আজ,

আর শেষ হবে তার, আজিকার দিনে ।

তাই আসিয়াছি মোরা, লইতে সে স্বামীধনে তার ।

মহা গাধবী হয় এই সতী । পরাস্ত আমরা সবে সতীর নিকটে ।

তাঁই মোরা সবে অপেক্ষায় আছি নারায়ণের ।

ব্রাহ্মণ—এই কথা, আমি সে মিমাংসা করিব এখনি ।

ভাল কবে দেখ দেখি নারায়ণ কি, এসেছেন হেথা ?

ব্রহ্মা—(ধানস্তু হইয়া) নারায়ণ ! নাবায়াণ ! এই যে আপনি সন্মুখে আমার ।

মহাকাল—(ধানস্তু হইয়া) নাবায়াণ ! বন্ধনা কবিলে কেন আমা সবা কারে !

(বেশ পরিবর্তন করনাস্তর সহসা—নারায়ণের আবির্ভাব)

নারায়ণ—সতী ! নাম মোর হয় নারায়ণ । জগত সৃষ্টি আমার ইচ্ছায় ।

সৃষ্টি স্থিতি লয় আমাতেই হয় । জীবের জীবন মরণ,

সকলি হয় আমাৎ ইচ্ছায় । করি অনুবোধ, রাখ অনুরোধ,

দেহ অনুমতি লইতে সে স্বামীধনে তব ।

সৃষ্টি রক্ষা হেতু আসিয়াছি মোরা ।

মালাবতী—(জোড় হস্তে) নারায়ণ ! সকলি বুঝিছ, তব আজ্ঞা

শিরধার্য্য মোব । জন্মে জন্মে তুঞ্জে জীব কর্মফল তার

জানি আমি । কর্মফলে পরমায়ু শেষ স্বামীর আমার ।

না পারি বুঝিতে, কোন কর্মফলে বিধবা হইব আমি ?

উত্তর প্রদানে করহ গ্রহণ স্বামীবে আমার ।

বাধা নাহি দিব তাতে ।

নারায়ণ—সতী ! পরম পবিত্র, হয় সতী দেহ, নিষ্কলঙ্ক হয় সতী দেহ ।

স—১০

ସତୀ ଦେହେ ପାପ୍ କଭୁ ସ୍ପର୍ଶିତେ ନା ପାବେ ।

ଜ୍ଞାନନାସ୍ତେ ବୈକୁଣ୍ଠେ ଶ୍ରୀମନ୍ତ୍ରୀ, ସତୀଗମ ସବେ ।

ସତୀ । ପତି ବିନିମୟେ ଯେବା ଇଚ୍ଛା କବେବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ।

ଚାନ୍ଦ ଯଦି ବ୍ରହ୍ମଲୋକେ, ଶିବଲୋକେ, ଅଥବା ଗୋଲକେ

କବି ବାରେ ବାସ, ଏଥାନି ପାଈବେ ତାହା ।

ଚାନ୍ଦ ଯାଦ 'ସାହି ମୁକ୍ତି' ଅଥବା ନିରାଶ, ଏଥାନି ଦିବ ତା ତୋମାବେ ।

ମାଳାବତୀ—ନାବାୟନ ! ଶାସ୍ତ୍ରୋକ୍ତେ ଶୁନେଚି, ତୁମି ଭଗବାନ,

ଓ ହେ କବିନୀ ନିଦାନ ! ଏହି କି ହେ ତୋମାବେ ପ୍ରାର୍ଥନା ?

ହୋଇ ତୁମି ଜଗତେବ ପାତ, ଓହେ ଅଗତେବ ପାତ,

ବିନିମୟେ ଚାନ୍ଦ ମୋବେ ପାତ ? କୋଥା କି ଶୁନେଛୁ ତବି,

କୋଥା କି ଦେଖେଛୁ ତାବ, ସତୀ ନାବାବେ ପାତ ବିନିମୟ ?

ଓ ହେ ନିତ୍ୟ ନିବଞ୍ଚନ, ପାତେବେ ପାବନ, ପେରେଛୋ କି କଭୁ

ପାତ ବିନିମୟ ଧନ ବଦ୍ଧ ଦିଶେ ? , ପେରେଛୋ କି କଭୁ

ପାତ ବିନିମୟ ବ୍ରହ୍ମାନ୍ତ ଶିବନ୍ତ କିନ୍ତା ସ୍ବର୍ଗ ବାଞ୍ଛା ଦିଶେ ।

ଓ ହେ ନା ବାୟନ ! କି ଧନ ଆଛେ ବା ତୋମାବେ, କି ଧନ

ଦିବେ ନା ତୁମି, ପାତ ବିନିମୟେ ମୋବେ । ସତୀବ ମହିମା,

ସତୀର ଗୌରବ କିବା ଜ୍ଞାନ ତୁମି ? ଜ୍ଞାନିତେ ଯଥାପ ସତୀର ଗୌରବ,

ସତୀର ମହିମା, ବାମ ଅବତାରେ ସାଗର ସୈକତେ,

ସତୀ ସନ୍ଧ୍ୟା ସୀତା ଦେବୀ ଅଗ୍ନିତେ ପବିତ୍ରା କବି ;

ପାଠାତେ ନା ପୁନ ବନବାସ ଯଥନ ସେ ପଞ୍ଚମାସ ଗର୍ଭବତୀ ଛିଲୋ ।

ଦେଖେଛୋ କି କଭୁ ସତୀ ନାରୀ,

ଛାଡି ପାତସହ ବାସ, ଇଚ୍ଛା କବେ ବ୍ରହ୍ମପୁରେ ଶିବଲୋକେ

ଅଥବା ଗୋଲକେ କବିବାବେ ବାସ ? ତା ଯଦି ନା ଶୁନେ ଥାକ,

ତବେ ହବି କୋନ ସାହସେ, ସିଦ୍ଧି ମୁକ୍ତିବ୍ରହ୍ମାନ୍ତ ଦେଖାୟେ,

ভুলাইতে কর তুমি আশ ?

ও হে মায়ায় । জগতের জীব মাত্রেই মুগ্ধ সবে তোমার মায়ায়,  
মায়া জালে বদ্ধ করি জগতের জীব,

ভুলাও সকলে হরি কর্তব্য পালনে । কিন্তু হবি না'বেবে করিতে  
মুগ্ধ, না'বেবে করিতে বদ্ধ সতী স্বাধ্বাজনে তোমাব মায়ায় ।

ন্যায়গণ— ওই পূণ্যবতী সূতা ! হোয়ে তুমি জ্ঞানবতী,

এ 'ক কথা বল তুমি আজ ? কোথাকি দেখেছ সতী,

কোথাকি শুনেছ সতী, মায়া শূন্য স্থান ?

কোথাকি দেখেছ সতী, কোথাকি শুনেছ সতী,

মায়া শূন্য জীবগণ পাণ ? জগত সৃজিত সতী

আমার মায়ায়, জগত পালিত হয় আমাব মায়ায়,

এ জগত লয় হবে আমার মায়ায় ।

অনু পরনানু হতে নিখিল জগত, সকলি জড়িত সতী,

আমাব মায়ায় । ওই সতী ডানবতী !

আমারি মায়ায় তুমি হয়েছ সৃজিত, আমারি মায়ায় তুমি,

হয়েছ পালিত । আমাবি মায়ায় তুমি, হইয়াছ সতী,

আমারি মায়ায় তুমি পাওয়াছ পতি ।

আমারি মায়ায় বদ্ধ তোমরা দুজনে ।

অধিক কি বলিব সতী, আমি বদ্ধ আমারি মায়ায় ।

মনে করে দেখ সতী, কেবা তুমি ? কেবা তব স্বামী ?

কেন বা মিলন দৌহে গণ্ডকীর জলে ?

জেনো সতী সকলি আমার লীলা, সকলি আমার খেলা,

সকলি হয় আমার মায়ায় ।

মালাবতী—নারায়ণ ! আমার বৈধব্য যদি হয় তব লীলা, সতীকে

বঞ্চনা করা হয় যদি খেলা, প্রাণভরে করহরি তবলীলা খেলা ।

ইচ্ছা যদি হোয়ে থাকে, ওহে ইচ্ছাময়,

ভাসাতে সতীরে অ'জ দুখের পাথাবে,

কাদাতে সতীরে আজ জনমের তরে,

কাদাও আমারে হবি, ভাসাও আমাবে হরি,

যেবা ইচ্ছা আছে তব মনে ।

জানিতাম আগে, 'ওহে নারায়ণ ! হয় তব দয়াময় নাম,

এই কি তোমার দয়া ? এই কি তোমাবন্দনা ?

'এই যদি হয় হবি তব দয়াময়',

তেন দয়াময়া হবি, ভাসাও অনন্ত সাগরে ।

নারায়ণ—সতী ! লজ্জা নাহি দেহ মোরে আর ।

সৃষ্টি বক্ষা হেতু চাহিয়াছি স্বমীরে তোমাব,

সৃষ্টি বক্ষা হেতু প্রার্থী তব স্বামীর পবাণ,

সৃষ্টি রক্ষা হেতু তব নৈধব্য নিধান ।

সৃষ্টি রক্ষা হেতু বাচি অশ্রুমতি দান ।

সৃষ্টি রক্ষা হেতু সতী রাখ মোব মান ।

সতী ' করি অশ্রুরোধ রাখ অশ্রুরোধ

সৃষ্টি রক্ষা কর সতী, অশ্রুমতি জানে ।

মালাবতী—ও হে দয়াময় । ও হে ইচ্ছাময় ।

সৃষ্টি রক্ষা হয় যদি স্বামীর জীবনে,

সৃষ্টি রক্ষা হয় যদি আমারে কাদালে,

সৃষ্টি বক্ষা হয় যদি আমারে ভাসালে,

কাদাও আমারে হবি, ভাসাও আমারে হবি,

লহ মোর স্বামী ধনে, বাধা নাহি দিব আব ।

যথা ইচ্ছা কর নাবাগণ । তবে এই অমুরোধ,  
 রাখ হরি মোর, কেড়ে নাও আগে মোর সধবার সাজ !  
 তোমারি মায়ায় সৃষ্টি আমি মালাবতী,  
 তোমারি মায়ায় হরি হইয়াছি সতী,  
 আজ তোমারি মায়ায় হরি হারাইব পতি ।  
 এখনও আমি যে হবি আছি যে সধবা, ক্ষণেকের পরে আমি হইব  
 বিধবা । আমার সীমন্তে সিন্দূর দিয়াছেন দাক্ষায়ণী সতী ।  
 সে সিন্দূর নিজ হস্তে কেমনে পুঁছিব আমি নারায়ণ ?  
 তাই বলি ওহে হবি, সীমন্ত সিন্দূর মোর,  
 নিজ হস্তে পুঁছে দাও তুমি ।  
 খুলেনাও হাতের কঙ্কণ মোর তুমি হে ব্রহ্মণ ।  
 ও হে শুলপাণী ! শুলে কবি খুলে দাও, আমাব সে ষতনের বেণী ।  
 ওহে পিতবাস । পুবাও মনের আশ,  
 খুলে নিয়ে সধবার বাস, পরাও পরাও মোবে বিধবার বাস ।  
 ওহে নারায়ণ । তোমার সাক্ষাতে, চক্ষের জলেতে,  
 ধুইব আজ চক্ষের কজ্জল আব অলক্ত রঞ্জন ।

নারায়ণ—সতী ! সতী ! বাবো মোর ফিবে, আসিবনা ফিরে,  
 চাহিনা আমবা, তথের পাথাবে ভাসাতে সতীবো ।  
 সতী । সত্য বটে ধবি আমি দধ্যায় নাম ; কাষোতে হইমু আমি  
 পাষণ সমান । পাষণে গঠিত সতী হৃদয় আমার ।  
 দানবে লিয়া সতী, ধবেছিমু দানবারী নাম,  
 দর্পিত জীবের দর্প, চূর্ণ করি ধবে ছিমু দর্পতারি নাম,  
 সতী ! চূর্ণ হলো এবে মোর দর্প হারা নাম ।

মালাবতী—ও হে নারায়ণ ! কি কারণ বিরত হে খুলিতে মোর সধবার সাজ ?

মন সাধ মিটাও হবি খুলি মোব সদবাব সাজ ।  
 সদবাস নিধবা কবা নিত্য তব কাজ ।  
 বড ভাল বাস তুমি নিধবাব সাজ । তাই হবি,  
 পবাস্তে বাসনা মোরে নিধবার সাজ । সাজাও আমারে হবি  
 নিধবাব সাজ । পবি তব হাতে হবি নিধবাব সাজ,  
 সন্ন্যাসিনী সাজে বাহিবির আঙ  
 জিজ্ঞাসিবে যবে, জগত বাসী সবে, বলিব তাদেব,  
 কর্মফল ন' দেখায়ে মোবে, স্বার্থ সিদ্ধি দেয়,  
 কেড়ে নিয়ে মোব সদবাব সাজ, নিধবা কবেছে মোবে  
 বিধি বিষ্ণু শিব । দেশ দেশান্তরে সে থানেতে যাব,  
 আশুচ চণ্ডাল কাছে ভিক্ষা মেগে খাবো,  
 বিধি বিষ্ণু শিব নাম মুখে নাহি লব ।  
 জলে স্থলে অন্তঃকোণে যেনানে বাহাবে পাবে  
 বলিব তাদেব ভুলে যাও সবে, বিধি বিষ্ণু শিব নাম ।  
 বিধি বিষ্ণু শিব হতে সতী নাবৌর এই পবিণাম ।  
 দেখা যদি পাই কোথা শূগালী কুকুৰী,  
 কিসা শকুনি গুধনীর, স্বামী স্মৃথ আশে তাবা  
 হয় পাগলিনী । নিবাবিয়া সে সবাবে,  
 বলিব তাদেব, কেনবে বনেব পশু,  
 কোন বে বনেব পাখী স্বামী আকিঞ্চণ ?  
 তোসবাব স্বামী ধনে কেড়ে নেবে বিধি বিষ্ণু শিব এবা তিনজন।  
 বিধি বিষ্ণু শিব, এ দেব ঘটেছে চন্দ্রমতি,  
 সবে সতী সতী বলে ডাক দ্বাক্ষায়নী সতী ।

নারায়ণ—সতী । চাচিনা চাহিনা মোর তব স্বামীধনে,

ভুলে যাবো মোরা সবে স্বকার্য সাধনে ।  
 যুগে যুগে জন্ম লোয়ে, নানা অবতারে, করেছি বিবিধ লীলা,  
 জগত মাঝাবে । কত শত সতীনারী,  
 সৃজিত হইয়ে সবে, আশাবি মায়ায়,  
 হইয়াছে লম্ব সবে, আশাবি মায়ায়,  
 নাবিস্ত্র ভূনাতে তোমায আমারি মায়ায় ।

মালাবতী—মনে কেন কষ্ট পাও ওহে নাবাগণ,  
 মনে কেন খেদ থাকে নিত্য অনবজ্ঞান । বিধনা সাজায়ে মোরে,  
 তুষ্ট যদি নাহি হও হবি, সীমন্তে সিন্দূর মোর থাকিতে হে হবি,  
 স্নানশন চক্রে তব, দেহ হতে মুণ্ড মোব,  
 ফেল ছিন্ন করি । নিবাবি সে মাধা বলে,  
 দেহ অনুমতি, ব্যাপিয়া অনন্ত কাল, ধুমকেতু সদ  
 ঘূবিতে সে সতী মুণ্ড আকাশ পথেতে ।  
 সতী তেজ সতী মুণ্ড উজলিয়া ধরা, বিছাডের বেগে  
 ছুটিবে সে পবন পথেতে । আমার সে যতনের বেণী,  
 হবে পুচ্ছ তার । থাকে যদি সতী নারী চন্দ্র স্ফালাকে,  
 বৃহস্পতি, শুক্র, বুধ, অথবা মঙ্গলে, সতী মুণ্ডে সীমন্ত সিন্দূর,  
 দেখিয়া সকলে, সতী বলে জিজ্ঞাসা করে বা যদি,  
 সতী নারী সবে ; কোথা যাও সতী মুণ্ড, কোথা যাও ছুটে ?  
 বলিব তাদের গুরু গম্ভীর আরাবে,  
 কৰ্ম্মফল ভাণ করি বিধবা করেছে মোরে বিধিবিষ্ণু শিবে ।  
 তোমা সম স্বার্থপর বিধি বিষ্ণু শিব,  
 থাকে যদি তথা, থাকে যদি অধার্মিক ধর্ম্মরাজ নাথে ;  
 ছাড়ি নিজ কক্ষপথ বাব অন্ত পথে । আমি যদি সতী হই,



থাকি শূণ্য পথে, পবন গতিতে ঘাইতে ঘাইতে,  
 বলিব মুখেতে, ধরণির বিধি বিষ্ণু শিব, হয় পাশমতি ;  
 সতী সতী বলে সবে দক্ষায়ণী সতী ।

নারায়ণ—সতী ! লজ্জা মোরে নাহি দেহ আর ।

পবাস্ত সতীর কাছে, বিধি বিষ্ণু শিব ।

রাগিনী ভৈববী তাল একতাল্য

মালাবতী—কোথায় সতী মা আমার ।

দেখা দাও দেখা দাও দেখা দাও একবার ।

সব আশা ঘুচে গেল, জন্মের মত এইবার ॥

কোবে আমি তোরে পূজা, এই কি মা পাই সাজা

ওমা আমি যে মা তব দাসী, হই মা তোমার ।

আমি বড় আশা কবে, পূজা করি যেমা তোরে,

ভাকি দূরতরে, বিপদে আমারে কর মা নিস্তার ।

( ওমা ) কি হবে কি হবে, যদি বিষ্ণু আব শিবে

পতি কেড়ে নিয়ে ভাসাবে আমারে ছুথেরি পাথার ॥

( ভগবতীর নেপথ্য গীত )

আয় আয় কোলে ওমা সতীরানী ।

ওমা কি ভয় কি ভয়, ওমা কারে কব ভয়

তোর্ নাহি আর ভয়, ওমা গন্ধর্ব্ব নন্দিনী ॥

পূজি মোরে তুমি সতী, পেয়েছো মন্থণ পতি

সতী দাসী তুমি সতী এস পতি সোহাগিনী ॥

( ভগবতীর খড়্গ হস্তে আবির্ভাব )

ভগবতী—মালাবত ! মালাবতী ! এই যে এসেছি আমি ।

নাহি আর ভয়, কারে কর ভয়, আমি যে মা তোরে দিইছি অভয় ।

জিতুবন মাঝে সাধা আচ্ছ কাব, বিধবা কবিবে তোবে ।  
 আবে নাবায়ণ । আবে মহাকাল । আবে প্রজাপতি ।  
 ভুলে গেছ মোবে ? ভয় নাহি কব কবিত্তে বিধবা মালাবতী সতী ?  
 নাহি জান কিব মালাবতী সতী হয় মোব দাসী ?  
 নাহি জান 'কাব, সতী নাবা আমি ভালবাসী ?  
 নাহি জান 'কাব তুই তোয় 'নাম সবা'কাব পথম পণ্যে,  
 স'জ্ঞা'চ্ছ তোমা তিন জন ?  
 সৃষ্টি স্রষ্টি লয় ক'প পাইয়ে 'সে কণ মা'এ ধমতা আমাব,  
 'দ'ল শো'চ্ছ ওঙ্কাবক'পণী মা'য়ে ? তুমি নাবায়ণ ।  
 তুমি প্রজাপতি । তুমি মহাকাল ।  
 চেয়ে দেখ আমাব 'সে নয়নেব কোণে  
 'তাম স'ম ব'ত শ'ত 'ব'নি বিষ'ত শিব,  
 ল'ল 'ল' ক'রে সদা আমাব নয়নে । সৃষ্টি স্রষ্টি লয়  
 ক'ব বাব 'ত' দে'ব সবে, আমাব 'সে নয়নে ক'ম্পনে ।  
 মধু আ'ব 'ক'ট'এ ব'ধি তুমি নাবায়ণ,  
 ভুলে গেছ জগ'ত জন'নো মা'য়ে ? ব'নিয়া 'সে ঐ'পু'বাস্তবে  
 তুমি মহাক'ল, তুলে গেছ সং'হাব কারিণী মা'য়ে ?  
 সৃষ্টি বা'ব তিন'বাব তুমি প্রজাপতি, ভুলে গেছ আ'গা'শাক্ত মা'য়ে ?  
 দেখি নাবায়ণ । দেখি প্রজাপতি । দেখি মহাকাল ।  
 কেমনে বিধবা কর মালাবতী সতী ।

মালাবতী—( জোড় হস্তে ) মা । মা । দাসী বলে মনে পড়েছে তোমাব ?  
 জন্ম এগ্নী বাব ন'ল আশীর্বাদ কবেছ যে মা ,  
 তোমাব সামন্ত সিন্দূর, আমার সীমান্ত দিয়েছ যে মা ;  
 মাগো । কোন অপরাধে বিধবা করিবি মোরে ?

কোন কর্মফলে বিধবা হইব আমি ?  
 আর, ইচ্ছা যদি হোয়ে থাকে, ওমা দাস্যায়িনী সতী  
 বিধবা করিতে তব দাসী মালাবতী ;  
 সিতের সিন্দূর থাকিতে মাথায়,  
 তব খজাঘাতে বিনাশিয়া মোবে,  
 ইচ্ছা পূর্ণ কব মাগো ওগো ইচ্ছাময়ী ।  
 সতী রক্তে রঞ্জিত কব মা আমি, ওমা অশ্রু নাশিনী ।  
 ওমা ইচ্ছাময়ী । ইচ্ছা যদি ছিল মনে, আমায়ে কাঁদাবি,  
 ইচ্ছা যদি ছিল মনে আমারে ভাসাব ।  
 তবে আশীর্বাদ কবে মোবে, কেন মা ভূলালি ?  
 গুনিছি মা স্বামী মগে, যত ভক্তজনে,  
 ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দেয় মাগো চরণেতে তোব ।  
 আজি মোব জীবনেব ধন, পতি প্রাণধন,  
 অঞ্জলি দিব মা চরণেতে তোব । ওমা সতী হয়ে,  
 কোন প্রাণে মা কেড়েনিবি সতী প্রাণধন ?  
 ওমা বড ভয় হতেছে আমাব ; ঐ দেখ বিধি বিষ্ণু শিব,  
 সম্মুখে তোমার । কর্মফল ভাণ করি কেডেনিতে চায় মাগো,  
 তব দাসী ধন । ওমা সতীব সর্বস্বধন গচ্ছিত বাধিব মাগো,  
 সতীব চরণে, দেখি মাগো কেমনে না ফিরে দাও সতীব সে ধন ।

( উপবর্হণকে লইয়া ভগবতী চরণ প্রাপ্তে রক্ষা করণ )

( নারায়ণ, ব্রহ্মা, মহাকাল ও যমের স্তব )

বরদে ! বরদে মাগো ওগো বরদায়িনী ।  
 শারদে ! শুভদে মাগো, ওগো শারদায়িনী ।

তংহি সত্য, তংহি নিত্য, তংহি সনাতনি ।  
 সত্ত্বা নিগুণা তংহি তংহি ব্রহ্ম স্বরূপণী ।  
 তংহি আস্তা, তংহি আবাস্য, তংহি শক্তি স্বরূপিণী,  
 তংহি শক্তি, তংহি ভক্তি, তংহি বিশ্ব প্রেমবিনী ।  
 ক্ষমা কব মা ক্ষেমক্ষমা, চরণে প্রণমী,  
 সজ্জন, পালন লয়, সকলি মা তুমি ॥

নাবায়ণ মা । বক্ষময়ী । না পাবি বক্ষিতে কেমনে মা সৃষ্টি বক্ষা হবে ?

ভগবতী—নাবায়ণ । কিবা প্রয়োজন সৃষ্টি বক্ষাবাদে ?

কিবা প্রয়োজন বিধি বিষ্ণু শিব ? যায় যাক মোব,  
 সৃষ্টি লোপ হোয়ে । সতীকে বিধবা কবা সে বিধিব বিধি,  
 যেবা নাবায়ণ কাদায় নতীবে, ভাসায় সতীবে তথের পাথারে ;  
 যেবা মহাকাল, ভাসায় সতীবে চিবিদিন তবে,  
 অনন্ত কালের শ্রোতে । কেন বিধি বিষ্ণু শিব না বাখিব ভবে ;  
 সৃষ্টি অগা বিধি বিষ্ণু শিব, সৃষ্টি বক্ষা করিব আমাব ।

নাবায়ণ—সকলি সম্ভবে মাতঃ তোমাব ইচ্ছায়, ইচ্ছাময়ী তুমি ।

তোমাবি ইচ্ছায় মা সৃষ্টি কবে বিধি । তোমারি ইচ্ছায় আমি,  
 কবি মা পালন । তোমারি ইচ্ছায় কাল, লয় কবে তাব ।  
 কেবা বিধি, কেবা বিষ্ণু কেবা হয় শিব ?  
 তোমারি ইচ্ছায় মোবা কার্য্য কবি সব ।  
 যথা ইচ্ছা কর মাগো যেবা, হয় মা বিত্তিত ।

ভগবতী—শুন নাবায়ণ । শুন প্রজাপতি ! শুন মহাকাল !

মালাবতী দাসী মোর বিধবা না জনে ।  
 বিধবা হইলে সতী, সতী বাক্য মিথ্যা হবে ভবে ।  
 মালাবতী সতী, হয় মোর দাসী, উপবর্জন হয় মোব দাস ।

বার্থতে সে মান, তোমা সবাকাব, এই মাত্র কবিবাবে পাবি,  
যতক্ষণ উপবর্হণ মন্তকেতে, বহিবে সে চরণ আমাব,  
ততক্ষণ মৃতববে সে ।

আব চরণ স্পর্শিয়া মোব ববে মালাবতী,  
সে কাবণে বিধবা না হবে মালাবতী ।

নাভায়ণ, ব্রহ্মা, শিব—জয় ব্রহ্মময়ী ! জয় ইচ্ছাময়ী ! জয় মায়াময়ী !

ভগবতী—( উপবহণেব মন্তকোপবি চবণ ধাবণ কবগাস্তব

মালাবতী । চবণ স্পর্শ কব এবে মোব ।

জ্ঞানশত্ৰু ববে তুমি, যতক্ষণ তব স্বামী না হয় জীবিত ।

জ্ঞানশত্ৰু হেতু বিধবা না হবে তুমি ।

মালাবতী—( চবণ ধাবণ কবত ) মা । পেয়েছি মা বড় ভয়,

দেগোমা অভয়, আব কেন মা দেখাস ভয় ।

দেগো ফিাব স্বামীধনে মোব ।

ভগবতী—নাভায়ণ । করিস্পর্শ দাসেবে আমাব, কব চৈতন্ত প্রদান ।

তুমি প্রজাপতি । দিযে তব কুমণ্ডল বাবি,

জ্ঞানেব সঞ্চাব কব এইক্ষণে ; তুমি মহাকাল ।

সঞ্জীবনী মন্ত্ৰ তব কব প্রাণদান ।

নাভায়ণ, ব্রহ্মা ও মহাকাল—( তদ্রূপ কবগাস্তব ) জয় ব্রহ্মময়ী ।

জয় ইচ্ছাময়ী । জয় সতী মালাবতী ।

উপবর্হণ—( মর্চ্ছা ভাঙ্গ ) মালাবতী । মালাবতী । কৈ তমি ?

কোথা আমি ? এঁরা সব কাবা ?

কি কাবণে এসেছন হেথা ?

মালাবতী—প্রাণবল্লভ । হৃদয়েশ্বব । এই যে তোমাব মালাবতী ।

মা কোশিকীব-তীবে, মোরা দুইজন ।

বাহার চরণ পুঞ্জি হইয়াছি সত্য, যাহার চরণ পুঞ্জি,

তোমা হেন পাউয়াছি পতি ।

সম্মুখে তোমার সেই দাক্ষায়ণী সতী মা আমাব ।

ঐ নব নারদ বরণ শঙ্খ চক্র গদাপাশধারী হবি নাবাসন ।

ইনি প্রজাপতি, উনি মহাকাল ।

উপবচন—( জ্ঞান হস্তে ) নারায়ণ । আব কতদিন মায়াজালে বদ্ধ,

বাথিবে আমাবে ? আব কতদিনে শাপ মোব হবে এক মোচন ?

নাবাসন—সতী ! সতী ! ধন্য তুমি, ধন্য তব স্বামী,

হেন সতী নাব। পাত্র তর যাব। সতী ! বাথিলে অতুল কীর্তি

এই ধবামানে । সতীর মহিমা, সতীর গোবব,

দেখাইলে জগত বাসাবে ।

বিধবিশিষ্ট শিব, পরাজয় সতীর নিকটে

ব্রহ্মভেজ কদ্রভেজ, বিষ্ণুভেজ হীন ভেজ সতী, ভেজ কাছে ।

সতী ধন্য । সতী ধন্য । সতী ধন্য । জগত মাঝাবে ।

ব্রহ্মা—সাধেব । ধন্য তুমি, ধন্য তুমি, ধন্য তুমি ,

অথও বিধিব লিপি থ গুলে সে আজ

অমোব সে ব্রহ্মশাপ ব্যর্থ হলো এবে ।

মহাকাল—সতী । পবাতব কদ্রভেজ, সতীভেজ কাছে ।

সতীর মাঠায় তুমি দেখালে জগতে । বাথিলে অতুল কীর্তি,

ত্রিভুবন মাঝে । পরাজয়ী মহাকালে,

মার্জিলে বিপুল বশ চিবকাল তবে ।

সতী ধন্য । সতী ধন্য । সতী ধন্য ! এ মহামণ্ডলে ।

বম—সতী ! কালের কিঙ্কর আজ পবাতব সতীর নিকটে ।

সতাব আদর্শ তুমি সতীপণ মাঝে, ভুলায়ে সে বিধি. বিষ্ণু শিবে,

বাচালে স্বামী'ব পাণ, সতীত্ব সৌরভে তব, ব্যাপ্ত চরাচর ।

জানিলাম সৰ্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, হয় সতী তেজ ।

সতীধন্য ! সতীধন্য ! সতীধন্য ! হয় ত্রিভুবনে ।

ভগবতী—মালাবতী । এব'ে আর কিবা, চা' মোর ঠাই ?

বড ভালবাসা তোমা, তাই আসিয়াছি এ মৰ্ত্ত ভূমেতে,

বক্ষিতে সে স্বামীধনে তব ।

মালাবতী—( প্রণাম কবণান্তর গোড়হস্তে ) মা !

এই অশীৰ্বাদ কর মোবে, যেন থাকিতে সে তব ।

তাতেব কখন, আর সীমন্ত সিন্দূর, স্থান যেন পাত

ঐ চরণেতে তোর । জন্মে জন্মে পাইয়েন তেন স্বামীধন :

জন্মে জন্মে দাসী যেন হইমা তোমাব, জন্মে জন্মে

পাই যেন পূজিতে চরণ ।

ভগবতী—( মালাবতী'ব মস্তকেতে হস্ত বাঁথিয়া , মালাবতী ।

অশীৰ্বাদ কর, মোর বরে জন্মে জন্মে, জন্ম এজ্ঞা রবে তুমি ।

ইচ্ছামৃত্যু হবে তব । এব'ে সংসারী হইয়ে,

স্বামীধনে লোয়ে, সংসার'ব সুখভোগ কবমা এখন ।

তোমা যবে ইচ্ছা হবে, জানাইবে মোরে, আমি নিজে আসি,

লয়ে যাব তোরে কৈলাসে আমাব ।

মালাবতী ! এব'ে কব মা সংসার, ভয়াক তোমার ?

তুমি যে মা দাসী হও মা আমার । অভয় দি়েছি তোরে,

ধরি নাম আমি যে অভয়া । মালাবতী !

বিপদে পড়মা যদি, তুমি কোন কালে, নয়ন—মুদিলে,

দেখিবে আমাবে ; স্বামীর চরণ ধূলি, যত্নে লবে শিরে ।

কখন যাবেনা ভুলে, পূজিতে সে স্বামীর চরণ ।

তব বংশে দ্বিজিতা নাহি বাব কহু ।

ଆମି, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ହୋয়ে, ଅନ୍ନପୂର୍ଣ୍ଣା ନାମେ, ତବ ସ୍ବେଦେ ବାଧାବଦ୍ଧ ସଦା ।

নাগবতী । এড় হচ্ছ। মোব, কবি সমর্পণ স্বামী হাতে তোরে ।

মালাবতীকে উপবহন তাস্ত সমপণ করণান্তর )

৮. যাও (তা য়) প্রাণ, স্থখে থাক সদা।

। अ . १०५२ . नेत्रा पादव पुन . ।

• ସମାଧାନ । ଦୁଇ ପ୍ରକାରପାତ୍ର । ତୁମି ମହାବାନ, ତୋମବାଠ

“ আশীর্বাদ, মালাবতী দাসীবে আশাব ।      অন্তর্ধান )

୨୮୯ ୧୦୧୧ ମସିହା କି ଚନ୍ଦ୍ର ବାସିନ୍ଦା ) ମତୀ ।

• ତାହାହୀନ ନିତୀଶ୍ରେଷ୍ଠ ବାବ ଚିତ୍ରକାଳ ।

১০      জানা তবে বেকুণ্ঠেতে সত্যবান ববিয়া নিশ্চয়,

৫৫ ৬ ৬২২বে নিখে দিব তোবণ উপবে সগীবাম বলে ।

সংখ্যা নং-১৫০      তথা সকল তাঁ ৬৭৭ সে সতীকাম চড়ে।

৮ ৭ অক্ষরে সতানাম খোদাববে নোপান প্রস্তুত ।

স্বপ্ন পূজা হুন্সাকিনী বেষ্টিয়া সে সতানাম.

পরাহিত হবে, সদা সেইখানে। সত্য। আজ হতে

ভগতি মাঝাবে শুভকার্য্য না হবে সাধিত, বিনা এয়াসত।

মালাবতী- ( স্ফটিক কবচ )

এক্ষ — (মালাবতীব মস্তকেঃ হস্ত বাধিয়া, মণী।

লক্ষ্যধিক প্রবল্যু আছে বাকী স্বামীও তোমার ।

কবি আশাকব্বাদ, অভিন্ন হৃদয়ে, তোমবা উভয়ে

ଜନ। ସୁଖେ ବଢ଼ି ସଂସାର ।

জানাবতী—( প্রণাম করণ )

মহাকাল—( মাল্যবতী ৭ মস্তকেতে হস্ত রাখিয়া )



সতী ! আমি মহাকাল হই মৃত্যুঞ্জয়, তুমি মৃত্যুঞ্জয় জয়ী  
 হইয়াছ আজ । করি আশীর্বাদ পুরাও মনের সাধ  
 স্বামীধনে লোয়ে । আজি হতে তব বংশে অপুত্রক  
 নাহি রবে কেহ । আজি হতে এ ধবা মাঝারে,  
 যেবা সতী হবে, বিধবা না হবে কভু সে ।  
 সধবা থাকিতে সতী, সজ্ঞানে বাইবে সে শিবলোকে মোর ।  
 আজি হতে সতী বাক্য মিথ্যা নাহি হবে ।  
 আজি হতে সতী নাম যেবা মুখে লবে, পতীসহ 'শবলোকে,  
 যাবে সেই সতী । আজি হতে যেবা পতি,  
 সতীনীর প্রাণে দিবে বাথা, যেবা পতি,  
 করিবে সে সতী অপমান, সতী অবহেলা,  
 রৌরব নবকে তাব হইবেবে স্থান ।

মালাবতীর—( প্রণাম করণ )

বম্—সতী ! কালের কিঙ্কর আমি, ক্ষম অপবোধ মম ।

না বুঝে করিছি আমি সতী অপমান ।

( মালাবতীর মস্তকে হস্ত রাখিয়া ) আমি ধর্ম্মরাজ,  
 ধর্ম্ম সাক্ষ্য করি, আশীর্বাদ করি, আমা হতে তব বংশে,  
 বাথা কেহ নাহি পাবে আর ।

সতী ! কালের কিঙ্করে জয়ী, অক্ষয় কীর্তি রাখিলে ভুবনে ।

নারায়ণ—উপবহণ ! পরজন্মে শাঁপ বিমোচন হইবে তোমার ।

এবে তোমার কারণে,

জনক জননী তব ভাসে অশ্রুণীরে ।

গন্ধর্ব্বরাজ পুরবাসীসহ আসিতেছে লইতে তোমারে ।

জনক জননী সবে কাঁদাইছে না আর ।

মালাবতী সনে বাও ঘরে ফিরে ।

চল দেবগণ, চল সবে যাই মোরা স্বকার্য সাধনে ।

( উপবহণ ও মালাবতী ব্যতীত সকলের প্রস্থান )

উপবহণ—মালাবতী ! সতী তুমি, সতী তুমি, সতী তুমি ।

মালাবতী ! এস এস হৃদয়ে আমার, দাও, দাও

মোরে আলিঙ্গন । ( আলিঙ্গন করণান্তর )

জন্ম জন্মান্তর হতে সাধনা করিয়ে, পাইয়াছি তোমা হেন ধনে ।

বড় ভাগ্যবান আমি । ভাগ্য বলে পাইয়াছি

তোমা হেন সতী । মালাবতী । নাহি জানি,

আমি তরে কত কষ্ট পাইয়াছি তুমি । নাহি জানি,

আমাতবে কত জল পড়িয়াছে নয়নেতে তব ।

নাহি জানি আমাতরে দেবগণের কতবার ধরেছ চরণে ।

মালাবতী । নাহি জানি ব্রহ্মা বিষ্ণু শিবে কেমনে ভূলালে তুমি ?

নাহি জানি কালের কিঙ্করে কেমনে ফিরালে ?

মালাবতী । সতীপদ পূজে সতীপ্রভা হোরে,

অন্মারে বাঁচায়ে, সতী ব্রত উজ্জাপিলে কৌশিকির তীরে ।

হৃদয়েধরী । ঐ দেখ তব রূপের ছটার, মলিন হতেছে তাহ

গগণের গায় । মালাবতী ! বোলে দাও মোরে,

কি বোলে আশীর্বাদ করিব তোমার । সতী !

পেরেছ সকলি, আছে মাত্র বাকী সতী সারীক

আদরের ধন, স্বামী পদধূলি । দিবে পদধূলি সাক্ষর তোমার ।

মালাবতী—( চরণধূলি গ্রহণান্তর ) নাথ । হৃদয়েধর ! জীবিতেশ্বর ।

ঐচ্ছ চেয়ে কি ধন আছে জগতে আমার । প্রাণেশ্বর ।

স—১১

তব আশীর্বাদে সকলি পেয়েছি—তোমা পেয়ে সকলি হুঁগিছি ।

নাথ । যদি আশীর্বাদ করিবে আমার,

এই আশীর্বাদ কব হে আমার,

জন্মে জন্মে পাই যেন তোমা হেন পতি ।

জন্মে জন্মে পূজি যেন দাম্পত্য সতী ।

জন্মে জন্মে ধড়ি শর পূজে, হই যেন সতী ।

উপবর্জন—মালাবতী ! অগ্নি কাঁদে আজ হেরিতে সে জনকজননী যোর ।

কি জানি কোথায়, না জানি কোথায়,

যেন বাহেথায়, কিছুই না পারি বুঝিতে ।

মালাবতী—নাথ । শুমা বার হবে হবি-নাম সঙ্কীর্ণন ।

বুঝি আসে তব মাতা পিতা লইতে তোমাৰে ।

(পুরুষালিগণ সনে হরি নাম সঙ্কীর্ণন করিতে করিতে গজদ্বারাজের আগমন)

উপবর্জন ও মালাবতীকে লইয়া প্রস্থান ।

যথনিকা পশুন ।

